আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
১৯১৩-২০১৩ 1913-2013
Love for all
Hatred for none

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক
আহ্‌মদী
The Ahmadi Fortnightly

নব পর্যায় ৭৭ বর্ষ | ৪র্থ সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৬ ভাদ্র, ১৪২১ বঙ্গাব্দ | ৪ জিলক্বদ, ১৪৩৫ হিজরি | ৩১ যহুর, ১৩৯৩ হি. শা. | ৩১ আগষ্ট, ২০১৪ ঈসাব্দ

এ সংখ্যায় থাকছে-

* হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা
আল্লাহ্ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই
শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলামী দৃষ্টি ভঙ্গি

* কলমের জিহাদ

* আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহরাজির স্মৃতিচারণ

* ঐক্যহীন মুসলিম বিশ্ব: কাঁদছে গাজা

* আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ পালন করতে গিয়ে
সাদা পাখী শিকার করার আনন্দ ও তৃপ্তি

* গত ১৫ এবং ২২ আগষ্ট, ২০১৪ হুযূর (আই.)-এর
জুমুআর খুতবার সারমর্ম পড়ুন আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদে

হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন- "তোমরা প্রত্যেকেই রাখাল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই অধীনস্থদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হতে হবে।"

(বুখারী ও মুসলিম)।

"বাহ্যিকতার কোন মূল্য নেই। খোদা তোমাদের হৃদয় দেখে থাকেন এবং তদনুযায়ী তিনি তোমাদের সাথে ব্যবহার করবেন।"

–হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
০১৭১৬-২৫৩২১৬

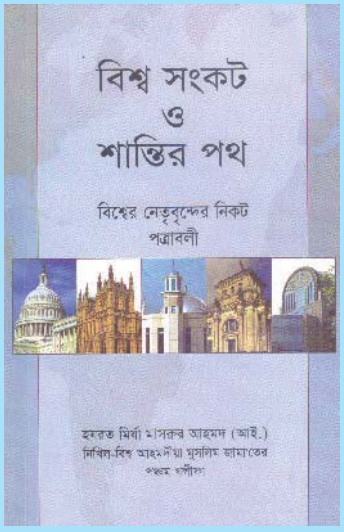

হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ (আই.) বিশ্ব সংকট নিরসন ও শান্তির জন্য বিশ্বের নেতৃবৃন্দের নিকট যে সব পত্রাবলী প্রেরণ করেছেন তার বাংলা অনুবাদ **'বিশ্ব সংকট ও শান্তির পথ'** পুস্তক আকারে বের হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

ভাষান্তর করেছেন **ড. আবদুল্লাহ শামস বিন তারেক**।

বইটি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে। **আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন**।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
০১৭১৬-২৫৩২১৬

"Love For All, Hatred For None."
Hakim Watertechnology
"Best Water, Best Life"

House hold/Official | Commercial/Industrial | Pet Bottling

46/A Kakrail (VIP Roa), 2nd Floor, Dhaka-1000,Tel: 02-9337056, Cell: 01611-338989, 01711-338989
E-mail: hakimwater@gmail.com, Web: www.hakimwatertechnology.com

সম্পাদকীয়

ইমাম আখেরুজ্জামান (আ.)-এর প্রেমাস্পদ নবীকুল শিরোমণি সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর প্রেমগাঁথা থেকে এক ঝলক

আল্লাহ্‌র পরে মুহাম্মদের প্রেমে আমি বিভোর
এটা যদি কুফর হয় তবে–
খোদার কসম! আমি বড় কাফির
(ফারসী দূররে সামীন)

"হে নির্বোধ এবং জ্ঞানান্ধরা! আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এবং আমাদের সৈয়্যদ ও মওলা (হাজার হাজার সালাম বর্ষিত হোক তাঁর ওপর), তাঁর কল্যাণ বিতরণের দিক দিয়ে সমস্ত নবীদের অতিক্রম করে গিয়েছেন। কেননা বিগত নবীদের কল্যাণ বিতরণ–ধারা একটি সীমায় এসে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে এবং সেসব জাতি এবং সেসব ধর্ম এখন মৃত।

তাদের মধ্যে কোনই জীবন নেই। কিন্তু আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আধ্যাত্মিক কল্যাণ বিতরণ ধারা কিয়ামত পর্যন্ত প্রবহমান রয়েছে। কাজেই তাঁর এই কল্যাণ প্রবহমানতা সত্ত্বেও এ উম্মতের জন্য বাইরে থেকে কোন মসীহ্‌র আগমন প্রয়োজনীয় নয়। বরং তাঁর (অনুবর্তিতার) ছায়ায় প্রতিপালিত হওয়ার কল্যাণ, এক অতি নগণ্য ব্যক্তিকেও মসীহ্ বানাতে পারে, যেমন এই অধমকে করেছে।"

(চশমায়ে মসীহী ঃ পৃঃ ৭৪-৭৫)

"আল্লাহ জাল্লাশানুহু আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে 'খাতাম'-এর অধিকারী করেছেন অর্থাৎ তাঁকে আধ্যাত্মিক কল্যাণ, গুণ ও মর্যাদাসমূহ বিতরণের জন্য 'মোহর' দান করেছেন যা অন্য কোনও নবীকে দান করা হয়নি। সে কারণেই তাঁর নাম রাখা হয়েছে 'খাতামান্নাবীঈন'। অর্থাৎ তাঁর পায়রবী ও অনুবর্তীতা নবুওয়াতের কল্যাণ, গুণ ও মর্যাদাসমূহ প্রদান করে এবং তাঁর আধ্যাত্মিক দৃষ্টি নবী সৃষ্টি করে। এই পবিত্রকরণ শক্তি ও ক্ষমতা আর কোন নবীকেই দেয়া হয়নি।"

(হাকীকাতুল ওহী ঃ পৃঃ ৯৭ পাদটীকা)

"আমি দৃঢ় বিশ্বাস ও দাবীর সাথে বলছি, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ওপর খতমে-নবুওয়াতের 'কামালাত' (বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী) শেষ (চূড়ান্ত সীমায় উপনীত) হয়েছে। সে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারী, যে তাঁর বিপরীতে আলাদা কোন সিলসিলা প্রতিষ্ঠা করে এবং তাঁর নবুওয়াত হতে পৃথক হয়ে আলাদা কোন সত্য পেশ করে এবং মুহাম্মদী নবুওয়াতের উৎসকে ত্যাগ করে।

আমি খোলাখুলিভাবে বলছি যে, সে-ব্যক্তি অভিশপ্ত, যে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বাদ দিয়ে তাঁর পরে অন্য কাউকে নবী বলে বিশ্বাস করে এবং তাঁর খতমে-নবুওয়াতকে ভঙ্গ করে। এ কারণেই এরূপ কোন নবী আসতে পারে না যার ওপর মুহাম্মদী নবুওয়াতের মোহর না থাকে।"

(আল-হাকাম ঃ ১০ই জুন, ১৯০৫ ইং)

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিওঁ
ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম
ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ

সূচিপত্র

৩১ আগষ্ট, ২০১৪

কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃত বাণী ৫

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডনে প্রদত্ত ৯ মে, ২০১৪-এর **জুমুআর খুতবা।** ৬

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডনে প্রদত্ত ১৫ জুন, ২০০৭-এর **জুমুআর খুতবা।** ১৪

কলমের জিহাদ
মুহাম্মদ খলিলুর রহমান ২৩

আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহরাজির স্মৃতিচারণ ২৭
মওলানা আব্দুল আযীয সাদেক

ঐক্যহীন মুসলিম বিশ্ব: কাঁদছে গাজা ৩১
মাহমুদ আহমদ সুমন

আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ পালন করতে গিয়ে সাদা পাখী (White birds) শিকার করার আনন্দ ও তৃপ্তি ৩৪
কাওসার আহমদ, হল্যান্ড

নবীনদের পাতা- ৩৫
হে আল্লাহ্! তুমি আমাদেরকে পুণ্যের পথে অগ্রগামী কর
মৌলবী ফরহাদ আলী

তেরগাতী ভ্রমণ ও কিছু কথা ৩৭
আলহাজ্ব এ, এস, এম, ওয়াহিদুল ইসলাম

সংবাদ ৩৯

আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ ৪৩

পর্দা সম্পর্কে খলীফাতুল মসীহ্-র দিক নির্দেশনা ৪৭

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) কর্তৃক তাহরীককৃত দোয়াসমূহ ৪৮

'পাক্ষিক আহমদী' নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন।
পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন 'পাক্ষিক আহমদী'র সাথেই থাকুন।
ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে 'পাক্ষিক আহমদী' পড়তে **Log in** করুন
www.ahmadiyyabangla.org

অনুগ্রহ পূর্বক ভিজিট করুন আমাদের সত্যের সন্ধানের ইউটিউব চ্যানেল:
www.youtub.com/shottershondhane
Please visit it

কুরআন শরীফ

সূরা আল হিজ্‌র-১৫

قَالَ يٰٓاِبۡلِيۡسُ مَا لَكَ اَلَّا تَكُوۡنَ
مَعَ السّٰجِدِيۡنَ ﴿۳۳﴾
قَالَ لَمۡ اَكُنۡ لِّاَسۡجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقۡتَهٗ
مِنۡ صَلۡصَالٍ مِّنۡ حَمَاٍ مَّسۡنُوۡنٍ ﴿۳۴﴾
قَالَ فَاخۡرُجۡ مِنۡهَا فَاِنَّكَ رَجِيۡمٌ ﴿۳۵﴾
وَّ اِنَّ عَلَيۡكَ اللَّعۡنَةَ اِلٰى يَوۡمِ الدِّيۡنِ ﴿۳۶﴾

৩৩। তিনি বললেন, ‘হে ইবলীস! তোমার কি হয়েছে[১৪৯৬-ক] তুমি সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলে না?’

৩৪। সে বললো, ‘আমি কখনও এমন এক মানুষের জন্য সিজদা করতে পারি না, যাকে তুমি পচাগলা কাদা থেকে (রূপান্তরিত) শুকনো খন্‌খনে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছ।

৩৫। তিনি বললেন, ‘তাহলে তুমি এখান থেকে[১৪৯৭] বের হয়ে যাও। কেননা নিশ্চয়ই তুমি বিতাড়িত।

৩৬। আর (মনে রেখো) বিচার দিবস পর্যন্ত নিশ্চয় তোমার ওপর অভিসম্পাত থাকলো।

১৪৯৬-ক। ‘মা-লাক’ আরবী বাগধারার অর্থ ঃ তোমার কী অসুবিধা হয়েছে? তোমার হেতু কি? মনক্ষুন্ন হবার কারণ কি?

১৪৯৭। এখানে ‘মিনহা’ (বা জায়গা থেকে) শব্দের মধ্যে ‘হা’ (অর্থ এই, ইহা) মৃত্যুর পরে যে জান্নাত এর প্রতি নির্দেশ করে না। কারণ সেই জান্নাত এমন এক স্থানে অবস্থিত যেখানে শয়তানের প্রবেশ করা এবং আদম (আ.)কে প্ররোচিত করা সম্ভব নয় এবং যে স্থান (জান্নাত) থেকে কেউ কখনো বহিষ্কৃত হয়নি। (১৫ঃ৪৯)। এটা এই জগতের ঐ অবস্থাকে নির্দেশ করেছে, যা আপাতঃদৃষ্টিতে পরম সুখ বা স্বর্গবাস বলে প্রতীয়মান হয়, এতে নবী আবির্ভূত হওয়ার পূর্বে মানুষ আপাতঃ সুখময় জীবন উপভোগ করতে থাকে। সেখানে যদিও তারা ভুল বিশ্বাসের শিকার হয়ে থাকে, তথাপি যুগ-নবীকে অস্বীকার না করলে, তারা ঐশী করুণা ও অনুগ্রহ থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হয় না, কুরআন করীমে সেই অবস্থাকে জান্নাত (বাগান) নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

হাদীস শরীফ

সারা বিশ্বের জন্য দোয়া করা উচিত

কুরআন :

আর তাদের পরে যারা এসেছে তারা বলে, 'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের সেসব ভাইকেও (ক্ষমা কর), যারা আমাদের আগে ঈমান এনেছে, আর মু'মিনদের প্রতি আমাদের হৃদয়ে কোন বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! নিশ্চয় তুমি অতি স্নেহশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।' (সূরা আল্ হাশর : ১১)

হাদীস :

হযরত আবু দারদা (রা.) হ'তে বর্ণিত, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলতেন, কোন মুসলমান ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার জন্য কোন মুসলমান ব্যক্তির দোয়া কবুল হয়। তার মাথার কাছে একজন দায়িত্বশীল ফিরিশ্‌তা নিযুক্ত থাকে যখন ঐ ব্যক্তি তার ভাইয়ের কল্যাণের জন্য দোয়া করে, তখনই ঐ নিযুক্ত ফিরিশ্‌তা বলেন, আমীন, তোমার জন্যও অনুরূপ (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : ইসলাম মানবতার ধর্ম, ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করার ধর্ম। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা হলো, এক মু'মিন নিজের পাপের ক্ষমা প্রার্থনার সাথে অন্যান্য মু'মিনদের কল্যাণের জন্যও যেন দোয়া করে। প্রথমতঃ দোয়া হৃদয়ের গহিন হতে সৃষ্ট ব্যাকুলতার নাম। অপরজনের দু:খ-কষ্ট ও মুক্তির ভাবনা ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব নয়, যতক্ষণ না তাকে আপন মনে করা হয়। আর এরূপ ভাবা তখনই সম্ভব, যখন হৃদয়ে মানবপ্রেম জায়গা করে নেয়। ইসলাম শুধু কোন এক ব্যক্তির মুক্তির কথাই বলে না, বরং তার আত্মীয় স্বজন ও অন্যান্য মানুষের মুক্তির কথাও বলে। তাই কুরআন বলে, শুধু নিজের জন্যই ইস্তিগফার ও ক্ষমা চাওয়া নয় বরং অন্যান্যদের জন্যও ইস্তিগফার কর।

হাদীসটিতে অনুপস্থিত ভাইদের জন্য দোয়া করার ফযিলত বর্ণনা করা হয়েছে। মহানবী (সা.) বলেছেন, অপরের জন্য দোয়া করলে তা তোমার পক্ষেও কবুল হবে। অর্থাৎ ইসলাম স্বার্থপর হওয়াকে অপসন্দনীয় বলে চিহ্নিত করেছে। প্রকৃতপক্ষে অপরের জন্য খোদামুখী হওয়া, হেদায়াত পাওয়ার বাসনা পোষণ করা ও তার কল্যাণমন্ডিত হবার কামনা করা খোদার আশীসকে আকর্ষণ করে। আমাদের নবী (সা.)-এর জীবনে এ বিষয়টিকে আমরা অতি-মাত্রায় লক্ষ্য করে থাকি। এমনকি আল্লাহ্ স্বয়ং বলেন, "তুমি কি তাদের জন্য নিজেকে ধ্বংস করে ফেলবে।"

আজ বিশ্বের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দিয়ে আমাদের সকলের উচিত, আমরা যেন সারা বিশ্বের জন্য দোয়া করি। আর এরূপ করা যেখানে সারা বিশ্বের জন্য মঙ্গলের কারণ হবে এবং আমরাও কল্যাণমন্ডিত হব। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে এর তওফীক দান করুন, আমীন।

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

হে উদাসীন শ্রেণী! তোমরা কি আল্লাহ্‌র নিয়মের মাঝে ব্যতিক্রম দেখাতে চাও? অতএব চিন্তা করে দেখ। তবে তুমি চিন্তা-ভাবনা কর বলে আমার মনে হয় না। অবশ্য পথভ্রষ্টদের হেদায়াত দাতা আমার প্রভু পথ দেখাতে চাইলে সে কথা ভিন্ন।

মসীহ ও মাহদীর আবির্ভাবের লক্ষণাবলী যে প্রকাশ পেয়েছে তা তুমি জানো। নৈরাজ্য বাড়তে বাড়তে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। বিশৃঙ্খলা ছেয়ে গেছে বরং তা ফুঁসে ওঠে উত্তাল রূপ ধারন করেছে। অলিতে-গলিতে এবং বাজারে-বন্দরে তারা সর্বশ্রেষ্ঠ মানব (সা.)-কে গালি দেয়। উম্মত এখন মৃতপ্রায়। তারা চলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে এবং তাদের বিদায়ক্ষণ ঘনিয়ে এসেছে।

সুতরাং তোমরা এ অপদস্থ ধর্মের প্রতি করুনা কর, কেননা বিদায় ঘন্টা বেজে উঠেছে। আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র দোহাই দিচ্ছি। তোমরা কি এ বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি দেখতে পাচ্ছো না? ঈমানের আধ্যাত্মিক পানীয়কে কি জাগতিক ধন- সম্পদের বিনিময়ে পরিত্যাগ করা হচ্ছে না? আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে সাক্ষ্য দাও, হ্যাঁ সাক্ষ্য দাও, একথা সত্য-নাকি মিথ্যা? আমরা খ্রিস্টানদের ষড়যন্ত্রের চেয়ে বড় কোন চক্রান্ত দেখিনা। আমরা তাদের হাতে বন্দীর মত অসহায়। তারা দুষ্কৃতির আশ্রয় নিলে ইবলীসকেও হার মানায়। দুঃখ-কষ্ট ও নৈরাশ্য সর্বত্র ছেয়ে গেছে আর মানুষের হৃদয় পাষাণ হয়ে গেছে। তারা কুমন্ত্রণাদাতার কুমন্ত্রণার অনুসরণ করছে আর তাকওয়া ও খোদাভীতির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে, বরং তারা এ রীতির বিরোধিতা করে হীন-পতিত বস্তু সদৃশ হয়ে গেছে। আমি যা দেখেছি এবং গভীর অনুসন্ধানের পর যা প্রকাশিত হয়েছে এর বর্ণনা খুব কমই করেছি।

আল্লাহ্‌র কসম! সমস্যা চরম পর্যায়ে উপনীত। এ উম্মতের মাঝে শুধু বাহ্যিকতা আর বড় বড় দাবী রয়ে গেছে। অন্ধকার একে ঘিরে ফেলেছে এবং আলো হারিয়ে গেছে। বন্য-পশু আমাদের ক্ষেতকে পদতলে পিষ্ট করেছে। এর পানি বা চারণভুমির কিছুই অবশিষ্ট নেই। নৈরাজ্যের উপ্‌চে পড়া বন্যায় মানুষ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে। সুতরাং আমার প্রভুর পক্ষ থেকে আমাকে একটা নৌকা দেয়া হয়েছে, আর আল্লাহ্‌র নামেই এর যাত্রা এবং স্থিতি।

এ সম্পর্কে বিস্তারিত বলছি। আল্লাহ্ তা'লা এ যুগে খ্রিস্টানদের ভ্রষ্টতাকে বিভিন্ন প্রকার ঔদ্ধত্যের আকারে প্রকাশ পেতে দেখেছেন। তিনি দেখেছেন, তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছে, একই সাথে সৃষ্টির একটি বিরাট অংশকেও পথভ্রষ্ট করেছে, আর তারা অনেক বড় ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে এবং চরম অরাজকতা ও ধর্মহীনতার প্রসার ঘটাচ্ছে। তারা সমুজ্জ্বল ইসলামী শরীয়তের বিরুদ্ধে আক্রমণ করেছে আর পাপ ও লাগামহীন কুপ্রবৃত্তির দুয়ার খুলে দিয়েছে।

এ ভয়াবহ নৈরাজ্যের সময় মহিমান্বিত খোদার আত্মাভিমান নিজ মহিমা প্রদর্শন করেছে। এর পাশাপাশি মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলাও চরম রূপ ধারণ করেছিল। এরা মতভেদের মাধ্যমে সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূলের (সা.) ধর্মকে বহুধা বিভক্ত করেছে। এদের একে অন্যের বিরুদ্ধে দুষ্কৃতকারীর মত আক্রমণ করেছে।

এদের মতভেদ দুর করার জন্য আল্লাহ্ তা'লা আমাকে মনোনীত করেছেন এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণে আমি মু'মিনদের জন্য আগত সেই 'ইমাম' আর আমিই খ্রিস্টান ও তাদের লালনকারীদের জন্য অকাট্য যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপনকারী সেই 'মসীহ্'।

(সির্‌রুল খিলাফাহ্, বাংলা সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৭৫-৭৬ থেকে উদ্ধৃত)

জুমুআর খুতবা

“লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” -আল্লাহ্ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডনে প্রদত্ত ৯ মে, ২০১৪-এর জুমুআর খুতবা।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

“ভালোবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে”এই স্লোগান বিশেষ ভাবে আমরা অ-আহমদীদের সামনে উপস্থাপন করে থাকি। আমরা এই স্লোগান এই কথার জবাবে বা এই ভুল ধারনা দুর করার জন্য দিয়ে থাকি যে আহমদীয়া মুসলিম জামাত বা তার সদস্যরা অন্যদের জন্য হৃদয়ে হিংসা ও বিদ্বেষ লালন করে থাকে। এই ভুল ধারনাটি দুর করার জন্য অথবা অন্যদেরকে নিজেদের চেয়ে উত্তম মনে না করার জন্য।

অথবা অমুসলিমদের এই ভুল ধারনা দুর করার জন্য যে ইসলাম ভালোবাসা, সম্প্রীতি, উত্তম আচরন এবং অপরের আবেগের প্রতি খেয়াল না রাখার শিক্ষা দিয়ে থাকে। এ জন্য এ কথাটি ভুল যে ইসলাম যুলুম, অত্যাচার এবং বর্বরতার ধর্ম। অথবা আমরা এই স্লোগান এজন্য দিয়ে থাকি যেন আমরা নিজেদের মাঝে ঘৃণার দেয়াল ভেঙ্গে ফেলে ভালোবাসা ও

সম্প্রীতির মাঝে অবস্থান করতে পারি।

সুতরাং যেকোনো প্রকারের মানব সেবাই আমরা করি, তা যদি ইসলামের তবলীগ হয়, তবে তা আমরা এজন্য করে থাকি যে, পৃথিবীর সকল মানুষের প্রতিই আমাদের ভালোবাসা রয়েছে আর আমরা সকলের হৃদয় থেকে ঘৃণার বীজ ধ্বংস করে তাতে ভালোবাসা ও প্রেমের চারা রোপণ করতে চাই। আর এসব আমরা কেন করি? এজন্যই যে এগুলো আমাদেরকে আমাদের প্রভু হযরত মুহাম্মদ (সা.) শিখিয়েছেন।

এসব এজন্যই যে আমরা আমাদের প্রভু মুহাম্মদ (সা.)-কে রাত্রিতে জগতের ভালোবাসায় ও সহানুভূতিতে বিগলিত চিত্ত দেখেছি, আর এত পরিমানে বিগলিত চিত্ত এবং ব্যাকুল ও সেজদায় ক্রন্দনরত অবস্থায় দেখেছি যে এই ব্যাকূলতাকে আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে উল্লেখ করে তা কেয়ামত পর্যন্ত ভবিষ্যতে আগমনকারী মানুষদের জন্য, সে সমস্ত মানুষ, যাদের হৃদয়ে কোন বিদ্বেষ নেই, তাদের জন্য এক দলীল হিসেবে সংরক্ষণ করে দিয়েছেন যেন ভবিষ্যতে আগমনকারী প্রজন্ম নবী করীম (সা.) এর ওপর আপত্তি করার পূর্বে এই ব্যাকূলতার প্রতি তাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করে এবং নবী করীম (সা.)-এর মান্যকারী, যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে আখ্যায়িত করবে, তারা যেন এই উত্তম আদর্শের ওপর চলতে সচেষ্ট হয়।

আল্লাহ্ তা'লা বলেন "ফা লাআল্লাকা বাখেউন্ নাফসাকা আলা আসারিহিম ইন লাম ইউমিনু বে হাযাল হাদিসে আসাফা"। অর্থাৎ তুমি কি তোমার জীবন এই দুঃখে ধ্বংস করে দিবে যে তারা কেন ঈমান নিয়ে আসছেনা।

এখানে যাদের কথা বর্ণনা করা হল তারা, কোন্ কথার ওপরে ঈমান আনছেনা? একথা যে তোমরা শিরক করোনা। যখন তাদেরকে বলা হয় যে তোমরা আল্লাহ তালার কোন পুত্র বানিওনা, তখন তারা এর ওপর ঈমান নিয়ে আসেনা। শিরক একটি এমন গুনাহ যে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন যে, তিনি তা মাফ করবেন না। সুতরাং এই ভালোবাসা এবং সহানূভুতি সকল মানুষের জন্য এমনকি মুশরেকদের জন্যেও। তাকে সোজা পথে নিয়ে আসার জন্য যেভাবে বাহ্যিক চেষ্টা করা হয়, তেমনি তার জন্য দোয়াও করা হয়।

সুতরাং আহমদীদের যদি "ভালোবাসা সবার তরে" এর প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জন করতে হয়, তাহলে আমাদেরকে আমাদের প্রভু ও মানবতার ত্রাণকর্তা নবী করীম (সা.)-এর কাছ থেকে তার কর্মপদ্ধতি শিখতে হবে, আর আমরা তখনই তা পারবো, যখন আমরা আমাদের তৌহিদের মানকে যাচাই করবো।

এরপর আমরা তার (সা.) ভালোবাসা এবং সহানুভুতির আরেকটি দৃষ্টান্ত দেখতে পাই, যখন জাতির পক্ষ থেকে যুলুম ও অত্যাচার শেষ সীমায় পৌঁছে যায়, তখনও ধ্বংসের দোয়া না করে এই দোয়া করা যে হে আল্লাহ্ আমার জাতিকে হেদায়াত দান করো। তারা জানেনা যে যা কিছু আমি বলছি, তা তাদের লাভের জন্যই বলছি।

যখন অন্য কোন গোত্র কষ্ট দেয় তখন বদ্-দোয়ার জন্য বলা হলে তিনি একবার সেভাবেই হাত উঠালেন। লোকেরা ভাবলো যে বদ্-দোয়া করা হয়েছে আর সেই গোত্র ধ্বংস হয়েছে। তখন তিনি (সা.) বলেন -হে আল্লাহ্! দওস গোত্রকে হেদায়াত দাও (সহীহ বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, বাবুদ দোয়া লিল মুশরেকিন)।

সুতরাং ভালোবাসা ও সহানুভুতি শুধুমাত্র নিজেদের জন্যই ছিলনা, বরং অন্যান্যদের সাথেও তার (সা.) ভালোবাসার মাপকাঠি তেমনি ছিল। তার (সা.) হৃদয়ে একটিই মাত্র বেদনা ছিল যে,তৌহিদ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাক, যেন পৃথিবী ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়। আজও পৃথিবিতে হাজারও ধরনের শিরক প্রসার লাভ করছে। এবং শুধুমাত্র শিরিকই নয় বরং পৃথিবীর একটি বৃহদাংশ খোদার অস্তিত্বেই অবিশ্বাসী ।

অতএব খোদা তা'লার রাজত্ব এবং তৌহিদ কায়েম করার জন্য আমাদেরকেও এই বিষয়টি রপ্ত করার প্রয়োজন রয়েছে, যার শিক্ষা মহানবী (সা.) নিজ আদর্শ দ্বারা আমাদেরকে প্রদান করে গেছেন। আমাদের শুধুমাত্র এটুকুতেই সন্তুষ্ট হওয়া উচিৎ নয় যে, আমরা একটি স্লোগান উচ্চারিত করছি, যাকে পৃথিবী পছন্দ করছে, আর বিভিন্ন স্থানে এই ব্যাপারে আমাদের প্রশংসা করা হচ্ছে।

আমরা মানব-সেবা করতে গিয়ে আমাদের নামায ও আমাদের ইবাদতকে ছাড়তে পারিনা। আমাদের মূলমন্ত্র ও আমাদের লক্ষ্যকে সর্বদা আমাদের সামনে রাখতে হবে, যেন আমরা সকল প্রকার ধর্মীয় এবং পার্থিব পুরস্কারের অধিকারী হতে পারি।

আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিৎ যে, এই স্লোগান সেই বৃহত্তর উদ্দেশ্য সাধন করার একটি মাধ্যম মাত্র, যার জন্য মানুষ সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং আমাদের মানবিক সহানুভূতির কাজ এটাই যে ভালোবাসার প্রচার, প্রকাশ করা এবং ঘৃণা থেকে বিরত থাকা। আর ঘৃণা থেকে শুধুমাত্র বিরত থাকাই নয় বরং ঘৃণার প্রতিও আমাদের রয়েছে ঘৃণা। আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা অর্জনের খাতিরে ও তার তৌহিদ প্রতিষ্ঠার খাতিরে আমাদের যদি কোন ঘৃণা থেকেই থাকে, তাহলে তা কোন ব্যক্তি বিশেষের জন্য নয় বরং শয়তানি কর্মকান্ডের প্রতি আমাদের ঘৃণা রয়েছে এবং তা থাকা উচিৎ।শয়তানি কর্মকান্ডে লিপ্তদের প্রতিও আমাদের সহানুভূতি রয়েছে আর এই সহানুভূতির দাবি এটাই যে তাদেরকে এই পঙ্কিলতা থেকে আমরা বের করে নিয়ে আসি, যেন তাদেরকে আমরা খোদা তা'লার শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারি। জগৎ-পুজারীদের প্রতি আমাদের ভালোবাসা ও সহানুভুতি পার্থিবতার উদ্দেশ্যে নয়। আমরা যদি আমাদের হৃদয় থেকে জগৎ-পুজারিদের প্রতি-ঘৃণা মুছে ফেলার চেষ্টা করি, তাহলে তা কোন সার্থ অর্জনের জন্য নয়, বরং খোদা তা'লার ভালোবাসা অর্জনের জন্য, তৌহিদ প্রতিষ্ঠা কল্পে, তৌহিদকে নিজেদের হৃদয়ে পূর্বের চেয়ে বেশী ধারণ ও দৃঢ় করার লক্ষ্যে।

সুতরাং আমাদের উচিৎ যে আমরা যেন দুনিয়ার দৃষ্টিতে পছন্দনীয় হওয়ার জন্য এই স্লোগান উচ্চারিত না করি অথবা এর বহিঃপ্রকাশ না করি বরং আমাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য এই স্লোগান উচ্চারিত করি। এই যুগে আমরা সেই সৌভাগ্যবান, যাদেরকে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) খোদা তা'লার ভালোবাসা অর্জনের জন্য সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি এবং প্রেমের নীতি অবলম্বন করার জন্য নির্বাচন করেছেন এবং তিনি আমাদেরকে সেই পদ্ধতিও শিখিয়েছেন। তিনি (আ.) বলেন, ধর্মের দুটি পরিপূরক অংশ রয়েছে, এক- খোদার সাথে ভালোবাসা এবং অপরটি মানবজাতির সাথে এমন ভালোবাসা যে তাদের বিপদকে নিজের বিপদ মনে করা এবং তাদের জন্য দোয়া করা (নাসীমে দাওয়াত, রুহানী খাযায়েন খন্ড-১৯ পৃ:৪৬৪)।

অতপর তিনি (আ.) বলেন, এই পদ্ধতি সঠিক নয় যে কেবল মাত্র ধর্মীয় বিরোধের কারণে কাউকে কষ্ট দেয়া হয় (লেকচার লুধিয়ানা, রুহানী খাযায়েন খন্ড-২০ পৃ:২৮১)। এক সভায় তিনি (আ.) বলেন- আমার ধর্ম এটাই যে, শত্রুদের সাথেও সীমাতিরিক্ত কঠোরতা প্রদর্শন করো না। আমি সত্য সত্যই বলছি যে, তোমরা কাউকে ব্যক্তিগত শত্রু ভেবো না এবং এই বিদ্বেষের স্বভাব সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ কর। (মালফুযাত, ৪র্থ খন্ড, পৃ-৪৪০)

এখানে পূর্বে যেভাবে বলা হয়েছে যে শত্রুদের সাথেও সীমাতিরিক্ত কঠোরতা প্রদর্শন করবে না, এর দ্বারা এই ধরনা সৃষ্টি হতে পারে যে কারো প্রতি যদি ঘৃণা নাই থাকে তবে শত্রুতার কথা কিভাবে আসে! এর উত্তরও তিনি দিয়ে দিয়েছেন যে, কাউকে ব্যক্তিগত শত্রু মনে করো না। যারা ধর্মের কারণে শত্রু হয়, আর শত্রুতায় স্বয়ং অগ্রসর হয়, তাদের সংশোধনের চেষ্টা কর, কিন্তু তাদের সাথে ব্যক্তিগত শত্রুতা সৃষ্টি করে নিজেদের অন্তরে বিদ্বেষ পোষণ করার অভ্যাস সৃষ্টি করো না।

ঘৃণা দূর করার ব্যাপারে নসিহত করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, মানব জাতির প্রতি ভালোবাসা ও সহানুভূতি অনেক বড় ইবাদত এবং আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা লাভের একটি বড় মাধ্যম (মালফুযাত, ৪র্থ খন্ড, পৃ-৪৩৮)। এরপর তিনি বলেন "আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমরা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে মানুষের প্রতি সহানুভুতি প্রদর্শন কর, ক্ষুধার্তদের খাবার খাওয়াও, দাসদেরকে মুক্ত কর, ঋণগ্রস্থদের ঋণ পরিশোধ করে দাও, বোঝা বহনকারীদের বোঝা উঠাও এবং মানবজাতির প্রতি সহানুভূতির প্রকৃত হক আদায় কর"। (নুরুল কুরআন, রুহানী খাযায়েন, ৯ম খন্ড, পৃ-৪৩৪)

অন্য এক স্থানে তিনি বলেন- "আমি কখনো এমন লোকদেরকে পছন্দ করি না, যারা সহানুভূতি শুধুমাত্র নিজেদের জাতির প্রতিই সীমাবদ্ধ রাখতে চায়। আমি তোমাদেরকে বার বার এই উপদেশ দিচ্ছি যে, তোমরা তোমাদের সহানুভূতিকে নিজেদের মাঝে সীমাবদ্ধ রাখবে না" (মালফুযাত, ৪র্থ খন্ড, পৃ-২১৭)। তোমরা খোদা তা'লার সৃষ্টির সাথে এমন আচরণ কর, যেন মনে হয়, তারা তোমাদের প্রকৃত-আত্মীয়, যেভাবে মা তার সন্তানের সাথে আচরণ করে থাকে। যারা মায়ের ন্যায় স্বভাবগত ভাবেই নেকী করে থাকে, তারা কখনো লোক দেখানো কাজ করতে পারেনা, লোক দেখানো নেকী তারা করতে পারেনা। (কিশতিয়ে নুহ, রুহানী খাযায়েন, ১৯তম খন্ড, পৃ-৩০)

সুতরাং এটিই হচ্ছে অপরের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের মানদন্ড, আর এটি এজন্যই যে, খোদা তা'লা এবং তার রসূলের এটি হুকুম। খোদা তা'লা এ ব্যাপারে কুরআন করীমে আমাদেরকে হুকুম দিয়েছেন।

সুতরাং এটিই হচ্ছে ইসলামের সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের অতিব সুন্দর শিক্ষা। এই শিক্ষা প্রদানকারী খোদা তা'লা এবং এই যামানায় আগত তার প্রতিনিধি, যিনি মহানবী (সা.)-এর দাসত্বে আগমন করেছেন, তাকে বাদ দিয়ে অন্য কোথাও গিয়ে কি আমরা এই মানদন্ড অর্জন করতে পারবো? কখনো অর্জন করতে পারবোনা। সুতরাং আমাদের এইযে স্লোগান "ভালোবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে" এটাই আমাদের চুড়ান্ত লক্ষ্য নয়, বরং এটি খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের একটি মাধ্যম।এটিকে সর্বদা আমাদের দৃষ্টিপটে রাখতে হবে, আর এর জন্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

কিছুদিন থেকেই আমার এই ধারনা হচ্ছে যে মানব সেবামুলক আমাদের যেসব প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যা হিউম্যানিটি ফার্স্ট নামে পরিচিত, তার কর্মীগণের এবং ব্যবস্থাপনা পরিষদের হৃদয়ে এই ধারনা জন্মে গেছে যে, আমাদের নিজেদেরকে ধর্ম থেকে পুরোপুরি পৃথক করে নেয়া উচিৎ, আর আমরা যদি পৃথক হয়ে সেবা করি, তাহলে হয়তো পৃথিবীতে আমাদেরকে আরো বেশী স্বাগত জানানো হবে। তো এখানের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনাকে আমি বলেছি যে আপনাদের গুরুত্ব এখানেই যে, আপনারা ধর্মের সাথে যুক্ত রয়েছেন। জামা'তের নাম কোথাও কোথাও এসে যায়। যদি প্রয়োজন সাপেক্ষে কোথাও জামা'তের নাম ব্যবহার করতে হয়, তাহলে এতে কোন অসুবিধা নেই। একথা দৃষ্টিপটে রাখা উচিৎ যে, আমরা আল্লাহ্

তা'লাকে খুশি করার জন্যই মানবসেবা করবো। আল্লাহ্ তা'লার আদেশ রয়েছে যে তোমরা বান্দার হক আদায় কর, এজন্যেই আমাদেরকে মানব সেবা করতে হবে আর আল্লাহ্ তা'লাকে খুশি করার জন্য আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক স্থাপন এবং নিজেদের ইবাদতের সংরক্ষণ করাও প্রয়োজন, এটি ছাড়া মানবসেবারও কোন উদ্দেশ্য নেই।

তারাতো একথা বুঝে গেছেন। কিন্তু অন্যান্য দেশ সমুহে হিউম্যানিটি ফার্স্টের যেই শাখাসমুহ রয়েছে তার কর্মকর্তাগণ এবং ব্যবস্থাপনা পরিষদ, যার প্রায় সবাই আহমদী, তাদেরকেও আমি বলতে চাই যে আপনাদের কাজে বরকত তখনি আসবে যখন আপনারা খোদা তা'লার সাথে নিজেদের সম্পর্ক মজবুত করবেন এবং নিজেদের কাজকে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম বানাবেন আর নিজেদের কাজকে দোয়ার মাধ্যমে শুরু করবেন। এটি ব্যাতীত আমাদের কোন কাজেই বরকত আসতে পারে না নিজের বুদ্ধিমত্তা দ্বারা যতই পরিকল্পনা করুন না কেন।

এখন আমি আবার "ভালোবাসা সবার তরে" এই স্লোগানের দিকে ফিরে আসছি যা আমি এতক্ষণ বলছিলাম। সুতরাং আমি একথা পরিস্কার করতে চাই যে সৃষ্টিরসেবা, সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি, ভালোবাসা বিস্তার এবং শত্রুতা নিঃশেস করা নিঃসন্দেহে একটি বড় নেকীর কাজ। কিন্তু এটি মনে করা উচিৎ নয় যে এই স্লোগানই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য। হ্যাঁ, এই স্লোগান এই উদ্দেশ্য অর্জনের একটি অংশমাত্র, ঐ গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হওয়ার একটি পদক্ষেপ, যা অর্জনের জন্য মহানবী (সা.) প্রেরিত হয়েছিলেন, আর তা অর্জনের জন্য এই যামানায় তার দাসত্বে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-কে প্রেরণ করেছেন। আর সেই উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ্ তা'লার একত্ববাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য আবিস্কার করা, খোদা তা'লার নির্দেশিত সকল প্রকার নির্দেশ পালনের চেষ্টা করা, মহানবী (সা.)-এর উত্তম আদর্শ সমুহকে নিজেদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বানানো এবং তা অর্জনের যথাসাধ্য চেষ্টা করা। কেননা এগুলোই সেই জিনিস, যা থেকে সকল প্রকারের উত্তম আদর্শ এবং নেকী সমুহ অর্জন সম্ভব হয়।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর সময়েও উলামাদের মধ্যে একটি বিতর্ক প্রবন্ধ আকারে চলতে থাকে যা আলফযলে প্রকাশিত হতে থাকে, আর বিভিন্ন বুযুর্গরা নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেন যে, জামা'তের মটো বামূলমন্ত্র কি হওয়া উচিৎ। এতে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) যেই মূলমন্ত্র দিয়েছেন বা যেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তা এমন যে তার মাধ্যমে ধর্মও শক্তিশালী হয় আর ঈমানও শক্তিশালী হয়, হুকুকুল্লাহও আদায় হয় আর হুকুকুল ইবাদও আদায় হয়। দুই বুযুর্গ এর মধ্যে একজন বলেন, আমাদের মূলমন্ত্র, "ফাসতাবিকুল খায়রাত" অর্থাৎ নেক কাজে পরস্পর প্রতিযোগিতা হওয়া উচিত (সূরা বাকারা: ১৪৯)।

আর দ্বিতীয়জন বলেন, আমাদের মটো বা মূলমন্ত্র "ধর্মকে দুনিয়ার ওপর প্রাধান্য দান করা" হওয়া উচিত। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বর্ণনা করেন, কোন না কোন মূলমন্ত্র অবশ্যই হওয়া উচিত। পৃথিবীতে যত সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান রয়েছে সবগুলোই তাদের প্রতিষ্ঠার সময় কোন না কোন মূলমন্ত্রকে সামনে রেখে থাকে। আর তারা যদি বিচক্ষণতা এবং আমানতের হক আদায়কারী হয়ে থাকে তাহলে তা অর্জনের জন্য বিচক্ষণতার সাথেই চেষ্টা করে থাকে যেন নিজেদেরকে অপর হতে পৃথক প্রতীয়মান করতে পারে। পৃথিবীতে চারিত্রিক উন্নতিকেও মূলমন্ত্র বানিয়েও স্লোগান দেয়া হয়ে থাকে, আবার শিক্ষার উন্নতিকেও মূলমন্ত্র বানিয়ে স্লোগান দেয়া হয়ে থাকে। কোথাও যদি জনগণের বা কারও অধিকার হরণ করা হয় তখন রাজনৈতিক সংগঠন সমূহ স্বাধীনতাকে তাদের স্লোগান বানিয়ে নেয়। এরজন্য চেষ্টা প্রচেষ্টা করে আর স্লোগান দিয়ে থাকে। আর কোন স্থানে যদি অন্য চিত্র হয়ে থাকে, তাহলে সেই অনুযায়ী সেটাকে নিজেদের মূলমন্ত্র বানানো হয়ে থাকে।

সুতরাং এই স্লোগানের মূল উদ্দেশ্য হলো পৃথিবীতে আমাদেরকে এই বাণী প্রতিষ্ঠা করা। এই বাণীকে সর্বদা নিজ জামা'তের সামনে প্রতিষ্ঠিত রাখতে হবে আর তা পৃথিবীতেও প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আর নিজেদের সামনেও রাখতে হবে। এই

আহমদীদের "ভালোবাসা সবার তরে" এই শ্লোগানের প্রকৃত উদ্দেশ্য যদি অর্জন করতে হয় তাহলে আমাদের প্রভু ও মানবতার ত্রাণকর্তা নবী করীম (সা.)-এর কাছ থেকে আমাদেরকে তাঁর কর্মপদ্ধতি শিখতে হবে, আর আমরা তা তখনই পারবো, যখন আমরা আমাদের তৌহিদের মানকে যাচাই করবো।

পৃথিবীতে হাজার রকমের নেকী রয়েছে। যদি তা থেকে কোন একটিকেও বেছে নেয়া হয়, তবে তা তো খুবই উত্তম মূলমন্ত্র। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, অন্যান্য নেকী সমূহের কোন প্রয়োজন নেই। অথচ প্রয়োজন ও সুবিধাদিকে সামনে রেখে সেই নেকী সমূহের মধ্য থেকে কোন একটিকে স্লোগান হিসেবে নির্ধারিত করা হয়।

যাহোক, কোন ভাল মটো কেউ নিজের জন্য নির্ধারিত করলে তা তার জন্য নেকী স্বরূপ। তিনি বিষয়টি পরিষ্কার করেন যে, কিছু মূলমন্ত্র এমন, যা পরস্পর সম্পৃক্ত। উদাহরণ স্বরূপ খোদা তা'লার আনুগত্য কর। আর এই মূলমন্ত্র যে নেকীতে উন্নতি কর, এদুটি পরস্পর অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। কেননা খোদা তা'লার আনুগত্য ছাড়া নেকী অর্জন অসম্ভব। আর এভাবে যারা নেক নয়, তারা খোদা তা'লার আনুগত্যকারী হতে পারে না। আর এভাবে এ মূলমন্ত্র যে, "আমি ধর্মকে দুনিয়ার ওপর প্রাধান্য দিব" এবং "আমি নেক কাজে অগ্রগামী হতে স্বচেষ্ট হব" এদুটি পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ। একটি অপরটির ভেতরে এসে যায়। সুতরাং সকল নেকীই ভাল আর আমাদের তা অর্জন করারও চেষ্টা করা উচিত। (খুতবাতে মাহমুদ, খন্ড-১৭, পৃ-৫৬০, খুতবা জুমুআ, ২৮ আগষ্ট, ১৯৩৬ইং)

কিন্তু যখন কোন মূলমন্ত্রের ব্যাপারে প্রশ্ন উঠে, তখন কিছুলোক সেদিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করে তাদের নেকী সমূহকে তারা পুরোপুরি সীমাবদ্ধ করে ফেলে, অথবা সেটিকেই সব কিছু ভেবে বসে। যেমন আমাদের যুবকদের মধ্যে বা অনান্য লোকদের মধ্যে কেউ কেউ নিজেদের ধর্মীয় অবস্থান ভুলে গিয়ে শুধু মাত্র লোক দেখানোর জন্য "ভালোবাসা সবার তরে ঘৃণা নয়কো কারো পরে" এই স্লোগান অনেক বেশী দিয়ে থাকে। ঠিক আছে, ইসলামের শিক্ষা যদি প্রচার করা হয় আর যদি নেক নিয়্যত হয়ে থাকে, তবে এই স্লোগান খুবই ভালো। কিন্তু আমাদের শুধু মাত্র এই উদ্দেশ্য নয়, যেভাবে আমি বলেছি, বরং আমাদের উদ্দেশ্য আরো ব্যাপক। এভাবে সৃষ্টির সেবা যদি করতে হয়, তবে যদি আল্লাহ্ তা'লার স্মরণ হৃদয়ে না থাকে, তাহলে এর কোন লাভ নেই।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) লিখেছেন, অমি যখন এই বিষয় পড়লাম, তখন আমার একটি ইহুদীর গল্প মনে আসলো। যখন সে হযরত উমর (রা.)-এর সাথে কথা বলার সময় কথপোকথনের মাঝে বলল আমাদের আপনাদের প্রতি অর্থাৎ মুসলমানদের প্রতি অনেক হিংসা হয় এই ভেবে যে, ইসলামের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে পৃথিবীর এমন কোন বিষয় নেই যা ইসলামের শরিয়ত কুরআন করিমে বিদ্যমান নেই। ব্যক্তিগত বিষয় থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক বিষয় পর্যন্ত সকল প্রকার বিধি নিষেধ এবং সমস্যাবলী ও তার সমাধান এতে বিদ্যমান রয়েছে আর এটি আমাদের হৃদয়ে হিংসা সৃষ্টি করে।

সুতরাং যদি এ কথাকে সামনে রাখা হয়, তাহলে আমরা সবাই জানতে পারি যে কেবল মাত্র একটি বিষয়কে মূলমন্ত্র বা স্লোগান হিসেবে বেছে নেওয়া ঠিক নয়। সুতরাং এ "ফাসতাবিকুল খায়রাত" অর্থাৎ পরস্পর নেক কাজে প্রতিযোগীতা করা" একটি ভালো মূলমন্ত্র আর এভাবে "আমি ধর্মকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দান করবো" এটিও একটি ভালো মূলমন্ত্র।কুরআন করিমেও এ ব্যাপারে ইশারা প্রদান করা হয়েছে, যেভাবে এ আয়াত "বাল তু সিরুনাল হায়াতাৎ দুনিয়া ওয়াল আখিরাতে খায়রুউ ওয়া আবকা" অর্থাৎ নির্বোধ লোকেরা পৃথিবীকে ধর্মের ওপর প্রাধান্য দান করে, অথচ আখিরাত অর্থাৎ ধর্মীয় জীবনের পরিনাম দুনিয়াবী জীবন থেকে অনেক উত্তম।(খুতবাতে মাহমুদ খ-১৭ পৃ-৫৬২)

আমরা প্রায়ই জুমুআর নামাযে এই আয়াত পাঠ করে থাকি। এটি ছাড়াও কুরআন করীমে অসংখ্য শিক্ষা বর্ণিত হয়েছে।

সুতরাং কুরআন করীমে কি এমন কোন আয়াত আছে, যা মটো (মূলমন্ত্র) হিসেবে ব্যবহার হতে পারে না। যেটির প্রতিই দৃষ্টি দেওয়া হোক, তা-ই হৃদয়কে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। এই ভূমিকার পর তিনি আরও বলেন যে, কুরআন করিম থেকে জানা যায়, নবী করীম (সা.)-এর আগমনের উদ্দেশ্য তার আগমনের যুগ "যাহারাল ফাসাদু ফিল বার্‌রে ওয়াল বাহরে" এর প্রয়োজন পূর্ণ করে। এমন

আমার ধর্ম এটাই যে, শত্রুদের সাথেও সীমাতিরিক্ত কঠোরতা প্রদর্শন করো না। আমি সত্য সত্যই বলছি যে, তোমরা কাউকে ব্যক্তিগত শত্রু ভেবো না এবং এই বিদ্বেষের স্বভাব সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ কর।

কোন মন্দ কাজ ছিল না, যা সেই যুগে সংঘটিত হয় নি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) মহানবী (সা.)-এর প্রতিচ্ছবি, তাই মসীহ মাওউদ (আ.)-এর যুগও তাঁর (সা.) যুগের প্রতিচ্ছবি। আর আমরা দেখতে পাই যে আজ সব ধরণের মন্দ কাজ তার পূর্ণতায় পৌঁছেছে। এই জন্য আজও ধর্মের প্রয়োজন রয়েছে। চারিত্রিক গুণাবলীরও প্রয়োজন আছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন বিশেষত্ব এবং উন্নতিরও প্রয়োজন আছে। যেখানে মানুষের হৃদয় থেকে ঈমান উঠে গেছে, সেখানে উত্তম চরিত্রও হারিয়ে গেছে, আর প্রকৃত জাগতিক উন্নতিও নিঃশেষ হয়ে গেছে। কেননা, এখন লোকেরা যাকে উন্নতি বলছে তা কেবল তাদের বিলাসিতার প্রদর্শন মাত্র, হোক তা ব্যক্তিগত পর্যায়ের বা আন্তর্জাতিক। কেননা, এখন লোকেরা যাকে উন্নতি বলছে, তা কেবল তাদের ব্যক্তিগত উন্নতির ক্ষেত্রে লাভজনক। এটিকে পৃথিবীর উন্নতি বলা যাবেনা। কেননা এর দ্বারা পৃথিবীর এক অংশ লাভবান হচ্ছে। আর অপর অংশ দাসত্বের শিকার হচ্ছে। হোক তা রাজনৈতিক দাসত্ব বা অর্থনৈতিক দাসত্ব, কোন না কোন রূপে একাংশ দাসে পরিনত হচ্ছে,তাদের কোন উন্নতিই সাধিত হচ্ছে না। আর যাদের উন্নতি হচ্ছে, তাদের কেবল ব্যক্তি স্বার্থই উদ্ধার হচ্ছে, যাকে তারা উন্নতি হিসেবে আখ্যায়িত করছে।

সুতরাং এমন সময়ে একথা বলা যে অমুক আয়াতকে মূলমন্ত্র নির্ধারণ কর আর অমুকটিকে পরিহার কর, এটি নিতান্ত ভুল বরং কোরআন করীমের প্রতিটি আয়াতই আমাদের মূলমন্ত্র, আর তাই হওয়া উচিৎ। সুতরাং আমাদের মূলমন্ত্র বা ব্রত তো সমস্ত কুরআন। কিন্তু যদি অন্য কোন মুলমন্ত্রেরও প্রয়োজন হয়, তাহলে তাও আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে নির্ধারণ করে দিয়েছেন আর তা হচ্ছে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ"। আর এটি সমস্ত কুরআনের সারাংশ। আর প্রকৃত সত্য এটাই যে সকল প্রকার শিক্ষা ও সকল উন্নত লক্ষ্য সমূহ তৌহিদের সাথেই সম্পৃক্ত। এভাবে বান্দাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও আল্লাহ্ তা'লার সাথে বান্দাদের সম্পর্কও তৌহিদের মধ্যে এসে যায়। আর তৌহিদ এমন জিনিস, যা মহানবী (সা.) এর সাহায্য ছাড়া প্রকাশিত হতে পারেনা। এজন্য "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর সাথে "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" লাগিয়ে দেয়া হয়েছে।

যদি প্রকৃত মাবুদের সন্ধান করা হয় বা খোদা তা'লাকে দর্শন করতে হয়, তবে মুহাম্মদ (সা.)-এর সাহায্যে দর্শন কর। তিনিই সেই চশমা, যা দ্বারা প্রকৃত স্রষ্টা দৃষ্টিগোচর হয়। আর যখন মুহাম্মদ (সা.)-এর সাহায্য নেয়া হবে তখন আলহামদু থেকে শুরু করে আন্ নাস পর্যন্ত সমস্ত জায়গায় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর বিষয়বস্তু দৃষ্টিগোচর হবে।

সুতরাং মুহাম্মদ (সা.)-এর পবিত্র সত্তাই সে জিনিস, যার আগমনে পৃথিবীতে প্রকৃত তৌহিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা নাহলে এর পুর্বে কেউ কেউ হযরত উযায়ের কে, আবার কেউ কেউ হযরত ঈসা (আ.)কে খোদার পুত্র বানিয়ে নিয়েছিল। আবার কেউ কেউ ফেরেশ্‌তাদেরকে খোদা বানিয়ে নিয়েছিল। এমন সময়ে নবী করীম (সা.)-ই সকল ফাসাদ দূর করেছেন এবং আল্লাহ্ তা'লাই মুহাম্মদ (সা.) কে তৌহিদ প্রতিষ্ঠার জন্য দাড় করিয়েছেন আল্লাহ্ তা'লার ফযলে মুহাম্মদ (সা.) এর সত্তার মাধ্যমেই পৃথিবীতে পুণরায় তৌহিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর এটিই "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর মূলমন্ত্র যা আমরা আমাদের আযানের মধ্যেও উঁচু আওয়াজে বলে থাকি। যখন কোন ব্যক্তিকে ইসলামে দিক্ষিত করা হয় তখন তাকেও "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" পাঠ করানো হয়, কেননা প্রকৃত ইসলাম একেই বলে। যদি কারোও মাঝে ধর্মীয় দূর্বলতা সৃষ্টি হয়, তবে এর কারণ এটাই যে তার সামনে থেকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সরে গেছে, তা না হলে যদি সবসময় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সামনে থাকে, তবে মানুষ দুর্বলতা থেকে সুরক্ষিত থাকতো। (খুতবাতে মাহমুদ, ১৭তম খন্ড, পৃ-৫৬৩)

শুধুমাত্র মৌখিক ভাবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলাই উদ্দেশ্য নয়, যেভাবে লোকেরা প্রায়ই বলে থাকে। যদি মিথ্যা বলে থাকে তবে তা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেই, বলে থাকে। বরং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বললে

আল্লাহ ত'লার শ্রেষ্ঠত্ব, মাহাত্ম এবং তার ভয় সামনে রাখা উচিৎ। আর যেভাবে বলা হয়েছে যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর তত্ত্ব মহানবী (সা.) এর মাধ্যমেই প্রতীয়মান হয়, সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ মহানবী (সা.) এর মাঝে বিলীন না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তৌহিদ কে পরিপূর্ণ রূপে বুঝতে সক্ষম হবে না। আর না আল্লাহ্ তা'লাকে, না তার বিকাশ স্থল কুরআন করীম কে বুঝতে সক্ষম হবে। যে সমস্ত লোক রসূল করীম (সা.)-এর মাঝে বিলীন হয়েও তৌহিদ কে বুঝতে পারেনা, তারা নিতান্তই বুদ্ধিমত্তার শির্‌কে নিপতিত থাকে। অ-মুসলিমদের কথা বাদ দিয়ে যদি মুসলমানদেরকেও ধরা হয়, তাহলে তাদের মধ্যেও একটি বড় অংশ পীর ফকিরদেরকে নিজেদের খোদা বানিয়ে বসে আছে। (খুতবাতে মাহমুদ, ১৭তম খন্ড, পৃ-৫৬৬)

আহমদীদেরকে তো তারা বলে যে নাউযুবিল্লাহ নবী করীম (সা.) এর অপমান করে তারা ইসলাম থেকে বেরিয়ে গেছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই সমস্ত লোকই মহানবী (সা.) এর মর্যাদাকে চিনতে পারে নি, আর পরিণামে তারা তৌহিদ থেকেও দূরে সরে গেছে। এই যুগে এই তৌহিদের প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) কে দান করা হয়েছে। আর তা নবী করীম (সা.) এর মাঝে বিলীন হওয়ার জন্যই তিনি অর্জন করেছেন। যাকে দুনিয়া কাফের বলে থাকে, তিনিই তৌহিদের প্রকৃত সেবক।

তিনি মহানবী (সা.) এর মাঝে বিলীন হয়ে জানতে পেরেছেন যে হযরত ঈসা (আ.) মৃত্যু বরণ করেছেন, আর তাকে জীবিত জ্ঞান করা শির্‌ক্। তার পূর্বে লাখো এমন জ্ঞানী এবং বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ছিলেন, যারা হযরত ঈসা (আ.) এর প্রতি ঈশ্বরত্বের গুণাবলী আরোপ করতেন। –যেমন তিনি এখনও পর্যন্ত আকাশে জীবিত রয়েছেন, তিনি মৃতদের জীবিত করতেন, তার অদৃশ্যের জ্ঞান ছিল, ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু হযরত মসিহ মাওউদ (আ.) এর কারণে আজ আমরা এমনকি সকল আহমদী শিশুরাও পুস্তকাদী এবং যুক্তি প্রমাণের দলিল দ্বারা এই বিশ্বাস এর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকাকে সঠিক জ্ঞান করে না। এভাবে আরও অনেক কথা রয়েছে, যা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মাঝে বিলীন হয়ে তার (সা.) থেকে নূর লাভ করে আমাদেরকে জানিয়েছেন এবং আমাদের থেকে শির্‌ক্‌কে দূর করেছেন।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এ যুগে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর জোতির্বিকাশ দেখিয়েছেন, আর এটি সেই জিনিস, যা ইসলামের সারসংক্ষেপ, আর যা সকল কামেল একেশ্বরবাদীর মাঝে পাওয়া জরুরী। আর বাকী সবই তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা, যা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন রূপে পরিবর্তিত হয়ে থাকে, যেভাবে নবী করীম (সা.) কাউকে মা, বাবার খেদমত করাকে বলেছেন সবচেয়ে বড় নেকী। আবার কাউকে আল্লাহ তা'লার রাস্তায় জিহাদ করাকে বলেছেন, আবার কাউকে বড় নেকী বলতে তাহাজ্জুদ এর নামায আদায় করাকে বলেছেন। সুতরাং প্রত্যেককে তার বুনিয়াদি দুর্বলতা দূর করার জন্য মনযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে, কিন্তু এর অর্থ এই ছিল না যে, বাকী নেকী সমূহ সম্পাদন করার কোন প্রয়োজন নেই। (খুতবাতে মাহমুদ, ১৭তম খন্ড, পৃ-৫৬৬)

সুতরাং স্মরণ রাখা উচিৎ যে, কুরআন করীমের সকল আদেশ নিষেধ তার নিজের জায়গায় খুবই উত্তম এবং উপকারী, কিন্তু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সব গুলোকেই বেষ্টন করে আছে। সুতরাং এটাই আসল মূলমন্ত্র, যেটিকে আমাদের সর্বদা সামনে রাখার প্রয়োজন রয়েছে। তৌহিদের হাকীকাত এবং তার প্রতি মনযোগ দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

তৌহিদ শুধু এই কথার নাম নয় যে, মানুষ মূর্তি পূজা করবে না, অথবা কোন মানুষকে খোদা তা'লার বিপরীতে স্থান দিবে না, অথবা কাউকে খোদা তা'লার শরিক বানাবে না, বরং পৃথিবীর প্রতিটি কাজেই তৌহিদের সম্পর্ক রয়েছে। মহানবী (সা.) তার শোয়ার সময় এবং ওযুর সময়েও তৌহিদের স্বীকারোক্তি দিতেন। যখনই কোন মানুষ জগতের

তৌহিদ শুধু এই কথার নাম নয় যে, মানুষ মূর্তি পূজা করবে না, অথবা কোন মানুষকে খোদা তা'লার বিপরীতে স্থান দিবে না, অথবা কাউকে খোদা তা'লার শরিক বানাবে না, বরং পৃথিবীর প্রতিটি কাজেই তৌহিদের সম্পর্ক রয়েছে। মহানবী (সা.) তার শোয়ার সময় এবং ওযুর সময়েও তৌহিদের স্বীকারোক্তি দিতেন।

কোন কাজে ভরসা করে, তখনই সে শির্‌ক্‌ এর স্থানে অবতীর্ণ হয়, আর তার একত্ববাদী হওয়ার দাবী মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়। কেননা, তৌহিদের আবশ্যকীয়-শর্ত হচ্ছে যে, মানুষ শুধুমাত্র আল্লাহ্‌ তা'লার ওপরেই ভরসা করবে।

তৌহিদের অর্থ এটাই যে, প্রতিটি কাজেই, তা ধর্মীয় হোক বা জাগতিক, মানুষের দৃষ্টি সর্বদা খোদা তা'লার দিকেই নিবদ্ধ থাকা উচিত। সুতরাং নি:সন্দেহে সকল নেক ও ভালো কথাই তার স্থানে একটি মূলমন্ত্র, কিন্তু পরিপূর্ণ একত্ত্ববাদী হওয়ার জন্য এটা জরুরী যে, তার সামনে আল্লাহ্‌ তা'লা ব্যতীত সকল কিছুই শূন্য মনে হবে। সুতরাং প্রকৃত মূল মন্ত্রই হচ্ছে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ", যাতে সমস্ত নেকীই একত্রিত হয়ে যায়। (খুতবাতে মাহমুদ, ১৭তম খন্ড, পৃ-৫৬৯)

আর তৌহিদকে বুঝার ব্যাপারে যেই সমস্ত সমস্যা আসে, তার সমাধানও আমাদেরকে এটিই বলে দেয়। অসুবিধাসমূহ দূর করার জন্য কোন না কোন দৃষ্টান্ত থাকা প্রয়োজন, আর মুহাম্মদ (সা.)-এর উত্তম আদর্শই সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত, যাকে হযরত আয়েশা (রা.) এক বাক্যে এভাবে বর্ণনা করেছিলেন যে, "কানা খুলুকুহুল কুরআন" (মুসনাদ, আহমদ বিন হাম্বল)।

এই একটি বাক্যেই তৌহিদের উঁচু মান বর্ণনা করা হয়েছে। কুরআন করীমের নির্দেশাবলীর ব্যবহারীক দৃষ্টান্তের মানদন্ডও প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, আর নির্দেশনাবলীর বিস্তারিত ব্যাখ্যাও সামনে এসে গেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি মোহাম্মদ (সা.) কে বুঝে ফেলেছে, সে খোদা তা'লাকেও বুঝে ফেলেছে, আর যে খোদা তা'লাকে বুঝে গেছে, সে সবকিছুই বুঝে গেছে, কেননা শির্‌ক্‌ই সকল প্রকার মন্দ কাজ এবং পাপের মূল।

আর তৌহিদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মানুষের মাঝে উত্তম চরিত্র, তত্ত্বজ্ঞান, সামাজিক-সভ্যতা, এক কথায় সকল গুণের উৎকর্ষতা এসে যায়, কেননা, আল্লাহ্‌ তা'লার নূর একটি মহৌষধ, যার মাঝে সকল প্রকার রোগের চিকিৎসা রয়েছে।

সুতরাং আমাদের মটো (মূলমন্ত্র), যা আল্লাহ্‌ তা'লা স্বয়ং নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তা হচ্ছে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" আর বাকী সব হচ্ছে তার ব্যাখ্যা, যা উপদেশ হিসেবে কাজে আসতে পারে। এই যুগে দাজ্জাল যেহেতু তার সকল শক্তিসহ পৃথিবীতে প্রকাশিত হয়েছে, আর তার লক্ষ্য এটাই যে সে দুনিয়াকে ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত করবে। দুনিয়াকে ধর্মের ওপর প্রাধান্য দান করাই দাজ্জালের লক্ষ্য, এজন্য আমাদের কর্তব্য এটাই যে, আমরা যেন তার মোকাবেলায় ধর্মকে দুনিয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত করার নারাহ লাগাই।

এজন্য হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বয়আতের শর্তের মধ্যেও এই বাক্য অন্তর্ভুক্ত করেছেন, আর তার উদ্দেশ্য এটাই, যেন আমরা নিজেদের ওপর ধর্মীয়-শিক্ষাকে কার্যকর রাখি এবং সকল বিরোধীগণের মোকাবেলায় ইসলামের সুন্দর চেহারাকে উপস্থাপন করি, আর সব এজন্য যে, আমরা যেন পৃথিবীতে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" এর প্রতিষ্ঠাকারী হতে পারি । আমরা এই যুগে এই লক্ষ্য অর্জনের জন্যই হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেছি।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-কে আল্লাহ্‌ তা'লা ইলহাম করে বলেছেন, "খুযুত তওহীদা ইয়া আব্‌নাল ফারেস" (বারাহীনে আহমদীয়া, রূহানী খাযায়েন, ১ম খন্ড, পৃ-৫৭০) অর্থাৎ হে পারস্যের সন্তানগণ! তোমরা তওহীদকে দৃঢ়ভাবে ধর। এখানে পারস্য সন্তান বলতে শুধুমাত্র তার খানদানকেই বুঝানো হয়নি, বরং তার সমগ্র জামা'তই রূহানী ভাবে এর অধীনে এসে যায়। আর এই নির্দেশ সমগ্র জামা'তের জন্য। আর এটাই নিয়ম যে, বিপদের সময় মানুষ কোন বিশেষ বস্তুকে আকড়িয়ে ধরে। বলা হয়েছে যে, তোমরা বিপদের সময় তওহীদকে আকড়িয়ে ধর, কেননা এর ভিতরেই সব কিছু নিহিত। সুতরাং আমাদের জামা'তের দায়িত্ব হচ্ছে যে, তারা যেন "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"এর মূলমন্ত্রকে সর্বদা নিজেদের দৃষ্টিপটে রাখে। (খুতবাতে মাহমুদ, ১৭তম খন্ড, পৃ-৫৭০)

আজ যখন শিরকের সাথে নাস্তিকতাও অনেত দ্রুততার সাথে বিস্তার লাভ করছে বরং নাস্তিকতাও শিরকের একটি প্রকার, তাই আমরা নিজেদেরকে একটিমাত্র নারাহ বা স্লোগানের মাঝে সীমাবদ্ধ রেখে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা অর্জন করতে পারবোনা। আমরা মানব-সেবা করতে গিয়ে আমাদের নামায ও আমাদের ইবাদতকে ছাড়তে পারি না। যারা এমনটি বলে থাকে বা করে থাকে, তাদের হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর সাথে কোন সম্পর্ক নাই।

সুতরাং আমাদেরকে সর্বদা আমাদের মূলমন্ত্র ও আমাদের লক্ষ্যকে নিজেদের সামনে রাখতে হবে, যেন আমরা সকল প্রকার ধর্মীয় এবং পার্থিব পুরস্কারের অধিকারী হতে পারি। আল্লাহ্‌ তা'লা আমাদের সকলকে এর তাৎপর্য অনুধাবন করার তৌফিক দান করুন।

জুমুআর নামাযের পর আমি একটি যানাযার নামায পড়াবো, যা মোকাররম সিদ্দীক আকবর রাহমান সাহেবের জানাযা। যিনি মরহুম ফয়যুর রহমান সাহেবের পুত্র ছিলেন। তিনি ওয়ালথাম ফরিস্ট এ বসবাস করতেন। ৭ই মে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে চল্লিশ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহ....)। পদের দিক থেকে তিনি জামা'তের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পদ অর্জনের তৌফিক পাননি, কিন্তু তিনি সর্বদাই একজন জোশিলা কর্মী ছিলেন। খেলাফতের সাথেও দৃঢ় সম্পর্ক রাখতেন। খোদা তা'লার অস্তিত্বে এবং দোয়ায় অনেক বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ রোগ ভোগ করেছেন এবং খুবই ধৈর্য সহকারে ও মনোবলের সাথে এই অসুস্থতার সময়টি অতিবাহিত করেছেন।

আল্লাহ্‌ তা'লা তার সাথে ক্ষমার আচরণ করুন এবং নিজের সন্তুষ্টির জান্নাতে আশ্রয় দান করুন। তার মাকেও ধৈর্য ধারন করার তৌফিক দান করুন। তিনি তার স্ত্রী ও দেড় বছরের একটি সন্তান রেখে গেছেন। আল্লাহ্‌ তা'লা তাদেরও হাফেয ও নাসের হউন। (আমীন)

অনুবাদঃ জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ।

জুমুআর খুতবা

শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলামী দৃষ্টি ভঙ্গি

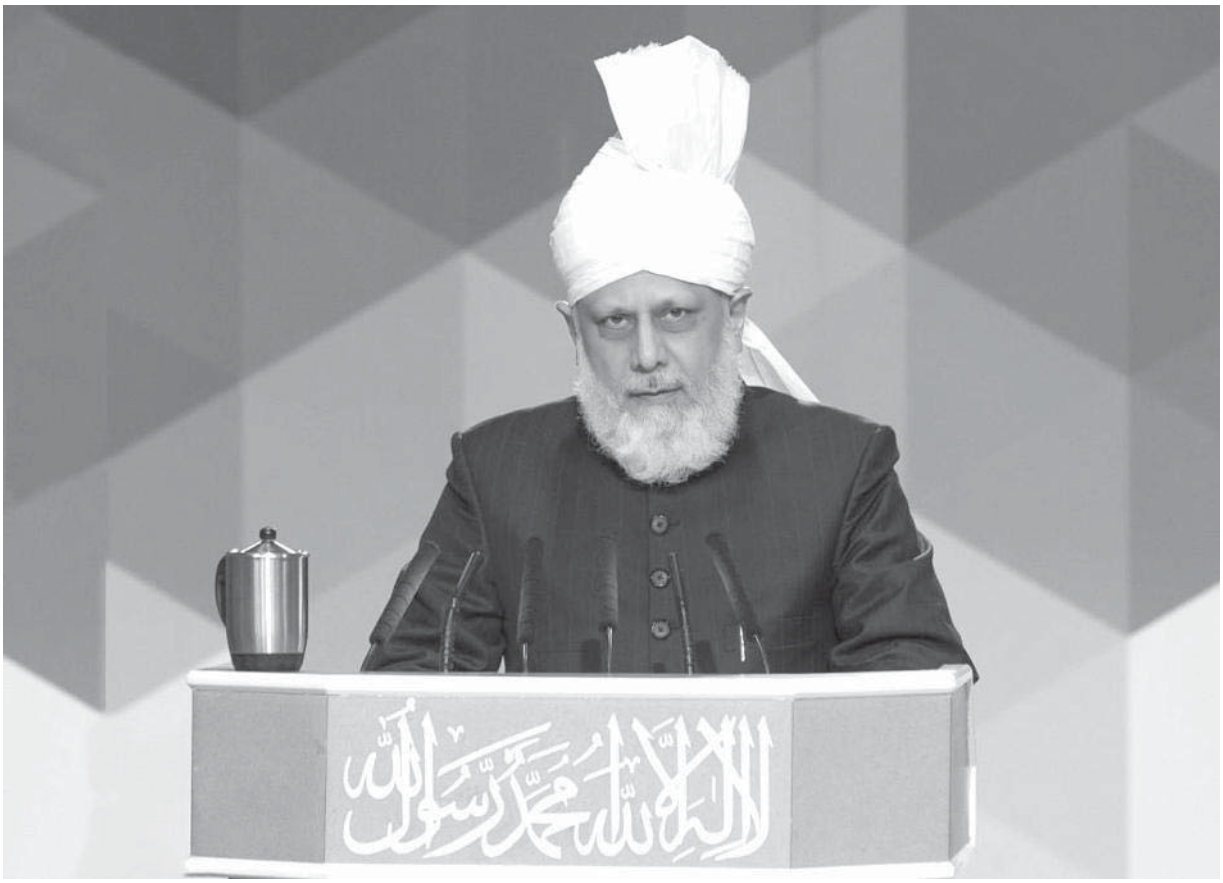

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডনে প্রদত্ত ১৫ জুন, ২০০৭-এর জুমুআর খুতবা।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

আজও আমি গত খুতবার বিষয়ে বর্ণনা অব্যাহত রাখবো, সমাজের ঝগড়া-বিবাদ এবং ফাসাদ-বিশৃঙ্খলা দূরীভূত করে শান্তি-নিরাপত্তা এবং প্রেম-প্রীতি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্য আর্থিক লেন-দেন, ব্যবাসায়িক চুক্তিপত্র আর ঋণ প্রভৃতি গ্রহণ ও প্রদান করতে হলে তা কিভাবে করা উচিত। ইসলামী বিধান এ ব্যাপারে আমাদেরকে কি শিক্ষা দেয়।

এ ব্যাপারে গত খুতবায় সুদে'র উল্লেখ করা হয়েছিল যে, সুদ এমন একটি জিনিষ যা সমাজে বিশৃঙ্খলা ছড়ানোর কারণ হয়ে থাকে। আর আল্লাহ্ তা'লা সুদের প্রবলভাবে ব্যবহার নিষেধ করেছেন। এ সম্পর্কে কুরআনের নির্দেশনা কি তা আমরা দেখবো। যেভাবে আমি গত খুতবায় বলেছিলাম যে, আল্লাহ্ তা'লা সুদখোরদেরকে তাঁর সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণকারী সাব্যস্ত করেছেন। তাই এটি কোন সাধারণ বিষয় নয়। সৃষ্টিকে সব

ধরণের অনিষ্ট থেকে বেঁচে শান্তিতে থাকা এবং শান্তির বিস্তার করা আল্লাহ্ তা'লার খুবই পছন্দ। যদিও সুদের এমন ভয়াবহ ফলাফল সামনে আসে আর বিভিন্ন সমস্যা এমন দেখা দেয় যে, অনেক সময় চোখের পলকেই সুদখোরদের খপ্পরে পরে একজন ভালো অবস্থাপন্ন মানুষ দেউলিয়া হয়ে যায় আর দ্বারে দ্বারে ঠোকর খেতে থাকে। সুখী-স্বাচ্ছন্দপূর্ণ ঘর নৈরাশ্য আর বঞ্চিতের শিকার হয়ে যায়। চরম নিম্নমানের জীবন অতিবাহিত করে থাকে। এসব কিছু যদি মুসলমানদের ঘরে হয়, তাহলে এজন্য হচ্ছে যে, এ সব না করার জন্য খোদা তা'লার সুস্পষ্ট নির্দেশ সত্বেও তাঁর নির্দেশ অমান্য করছে এবং অনেক সময় সামান্য এবং অপ্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য সুদে অর্থ নেয়া হয়।

তাই আল্লাহ্ তা'লা যেখানে সুদকোরদেরকে সতর্ক করে বলেছেন যে, যাদের প্রয়োজন রয়েছে তাদের, থেকে স্বার্থ উদ্ধার করো না, সেখানে ঋণ গ্রহীতাদের জন্য সাবধাণ বাণী রয়েছে যে, বিনা কারণে ঋণে জর্জরিত হয়ে নিজের এবং গৃহবাসীদের শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত করো না।

উদাহরণ স্বরূপ আমি জেনেছি যে, অনেকে লন্ডন আসেন আর সুদখোরদের কাছ থেকে সুদে ঋণ নেন। তারা বলে যে, আমরাতো নেক উদ্দেশ্যে, জলসায় আসার জন্য এই ঋণ নিয়েছি, এটি একেবারেই ভুল কথা। এটি স্বয়ং নিজেকে ধোকা দেয়ার শামিল। যদি হজ্জ সম্পর্কে এ নির্দেশ থাকে যে, সামর্থ না থাকলে করবে না, তাহলে এটি একবারেই ভুল যে, অজুহাত দেখিয়ে এসে যাবে, আর উদ্দেশ্যও এমনটি হয়ে থাকবে। তাই এদিক থেকে নিজেকে স্বয়ং ধোকায় ফেলা উচিত নয়।

এখনও জলসা হতে যাচ্ছে, ইনশাআল্লাহ্ মানুষ আসবে, কিন্তু যাদের সামর্থ আছে তাদেরই আসা উচিত। অকারণে ঋণগ্রস্থ হয়ে আসার কোন প্রয়োজন নেই, কেননা, এরফলে কেবল নিজেকেই ধোকা দিচ্ছেন না, বরং নির্দেশের অবাধ্যতা করে স্বয়ং নিজেকে শান্তি থেকে বঞ্চিত করছেন; যদি অবস্থার প্রেক্ষিতে সময়মত পরিশোধ না করতে পারেন, তাহলে নিজেও সমস্যার আবর্তে পড়বেন, স্ত্রী-সন্তানদেরকেও সমস্যায় নিপতিত করবেন। ঘরের শান্তি বিনষ্ট করবেন। অথবা যারা সামর্থবান, তারা এই পদ্ধতি অনুসরণ করেন, যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, গোটা বছরে অর্থ সঞ্চয় করতে থাকো যেন বোঝা মনে না হয়।

এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে মানুষ অপ্রয়োজনীয় খরচ-পত্রের জন্য ঋণ নিয়ে থাকে, অর্থাৎ বিবাহ-শাদী ইত্যাদির ক্ষেত্রে (রুসুম-রেওয়াজ) প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণের জন্য। পাকিস্তান এবং ভারত প্রভৃতি দেশ সমূহে ঋণের অভিসম্পাত অনেক বেশি, আর অন্যান্য দরিদ্র দেশেও।

সম্প্রতি পাকস্তান সম্পর্কে একটি সংবাদ ছিল। পাঞ্জাব সরকার সংসদে একটি বিল পাশ করেছে, জানি না পাশ করেছে কি করেনি, তাহলো সুদের ব্যবসা যারা করে, তাদেরকে কঠিণ শাস্তি দেয়া হবে। এটি খুবই ভালো কথা। কিন্তু মুসলমান দেশ হবার সুবাদে পাকিস্তানের নিজস্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনাও সুদের অভিসম্পাত থেকে মুক্ত করা উচিত, এজন্যও তাদের চেষ্টা করা প্রয়োজন।

বস্তুতঃ সুদে নেয়া ঋণ এর অভিসম্পাত ঘর-বাড়ী উজার করার কারণ হয়ে থাকে। আহমদী মুসলমান হবার ফলে আমাদেরকে এথেকে অনেক বেশি বেঁচে থাকা উচিত। একদা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সম্মুখে কেউ একজন বর্ণনা করেন যে, বিভিন্ন সমস্যা এমন দেখা দেয়, যার ফলে সুদে ঋণ নিতে বাধ্য হয়। এ অবস্থায় আমরা কি করবো?

এর উত্তরে তিনি (আ.) বলেন, "যে ব্যক্তি খোদা তা'লার ওপর ভরসা করে, খোদা তার দারিদ্রতার মধ্যেই কোন উপরকরণ সৃষ্টি করে দেন। পরিতাপ যে, মানুষ এই রহস্য বুঝে না; মুত্তাকীদের জন্য খোদা তা'লা কখনও এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেন না যাতে সে সুদে ঋণ গ্রহণে বাধ্য হয়।

স্মরণ রেখ! যেভাবে অন্যান্য পাপ রয়েছে উদাহরণস্বরূপ, ব্যাভিচার এবং চুরি, তদ্রুপ পাপই সুদ দেয়া-নেয়া। এটি কত বেশি ক্ষতিকর যে, সম্পদও যায়, সম্মানের হানি হয়, আর ঈমানও হারায়। সামান্য সময়ের জীবনে এমন কোনই কাজ নেই যার পিছনে এতটা ব্যয় হয় যে যার ফলে মানুষ

"সুদ ভিত্তিক ঋণের অভিসম্পাত ঘর সমূহের ধ্বংসের কারণ হয়ে থাকে। আহমদী মুসলমান হবার সুবাদে আমাদেরকে এথেকে বেঁচে থাকা উচিত"

"মুত্তাকীদের জন্য খোদা তা'লা কখনই এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেন না, যাতে সে সুদের ওপর ঋণ নিতে বাধ্য হন।"

সুদে ঋণ গ্রহণে বাধ্য হয়। উদাহরণ স্বরূপ, বিবাহ; এতে কোন খরচ নেই। উভয় পক্ষ মেনে নিয়েছে তো বিবাহ হয়ে গেল। এরপরে ওলীমা করা সুন্নত।

সুতরাং যদি তা করারও সামর্থ না থাকে, তাহলে তা মাফ, অর্থাৎ করার প্রয়োজন নেই। মানুষ যদি মিতব্যয়ি হয়, তাহলে তার কোনই ক্ষতি হয় না। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হচ্ছে মানুষ স্বীয় প্রবৃত্তির বাসনা এবং সাময়িক আনন্দের কারণে খোদা তা'লাকে অসন্তুষ্ট করে বসে, যা তার ধ্বংসের কারণ হয়ে থাকে। দেখ! সুদ কত ভয়াবহ পাপ। তারা কি জানে না যে অবস্থার প্রেক্ষিতে শূকর খাওয়াতো বৈধ। যেভাবে বলা হয়েছে

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَآ
اِثْمَ عَلَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۷۴﴾

অর্থাৎ, 'কিন্তু যে ব্যক্তি বাধ্য হয়েছে অথচ সে অবাধ্য এবং সীমালঙ্ঘনকারী নয়,তাহলে তার ওপর কোন পাপ বর্তাবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়' (সূরা আল্ বাকারা.১৭৪)।

কিন্তু সুদের ক্ষেত্রে একথা বলা হয়নি যে, প্রয়োজন দেখা দিলে সুদ বৈধ, বরং এ ব্যাপারে নির্দেশ হচ্ছে,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا
بَقِيَ مِنَ الرِّبٰٓوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۲۷۹﴾
فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ
وَرَسُوْلِهٖ ۚ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ
اَمْوَالِكُمْ ۚ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ﴿۲۸۰﴾

(সূরা আল্ বাকারা:২৭৯-২৮০)

যদি সুদের লেন-দেন থেকে বিরত না হও, তাহলে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা কর। ... মুসলমানরা যদি এই বিপদে পতিত হয়, তাহলে তা তাদেরই অপকর্মের ফল। ...মানুষের উচিত, তার আর্থিক সংগতি অনুযায়ী পূর্বেই মিতব্যয়িতার প্রতি দৃষ্টি দেয়া, যেন সুদে ঋণ নেয়ার প্রয়োজন না পরে যদ্দারা সুদ আসলের চেয়ে বেড়ে যায়। ...আরো সমস্যা হল বিচারালয়ও ডিগ্রী প্রদান করে বসে। কিন্তু আদালতের অপরাধ কি? যখন এর অঙ্গীকার করা হয়েছে, বস্তুত এর অর্থ হলো সুদ প্রদানে সম্মত আছে।" (মলফুযাত-৫ম খন্ড-৪৩৪-৪৩৫পৃষ্ঠা, নব সংস্করণ)

যেভাবে আমি বলেছি, আমাদের এখানে একটি বিরাট শ্রেণী অপ্রয়োজনীয় খরচের জন্য ঋণ নিয়ে থাকে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ বিষয়টি সনাক্ত করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ, বিবাহ-শাদীতে অপ্রয়োজনীয় খরচ, ওলীমার সময় অযথা ব্যয়। জামা'তের একটি শ্রেণীর মধ্যে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে অপ্রয়োজনীয় খরচ হয়ে থাকে। বিয়ে-শাদীর জন্য জামা'তের পক্ষ থেকে যে আর্থিক-সাহায্য প্রদান করা হয় তা একটি পরিমিত অর্থ দেয়া হয় যেন সাদামাটাভাবে বিয়ে হতে পারে। কিন্তু অনেকে এভাবে পিছু লেগে থাকে যে, নিকাহ্ এবং ওলীমার জন্যও আমাদের এত এত টাকা প্রয়োজন।

যদি সাহায্য না দেন তাহলে ঋণ দেন, যদিও তা জানা সত্বেও যে ঋণ ফেরত দেয়ার সামর্থ তার নেই, নির্ধারিত সময়ে পরিশোধ করতে পারবে না। এরপর দরখাস্তের পর দরখাস্ত করা আরম্ভ করে। এটি একটি ধারা, যখন বিনা কারণে ঋণ নেয়া হয়, তখন বলা যেতে পারে যে, তারা একটি শয়তানী চক্রান্তে নিপতিত হয় আর এভাবে ঘরের শান্তি বিনষ্ট হয়। ঋণ গ্রহণের পরে যে অবস্থা সৃষ্টি হয়, তাতে স্বভাবের মধ্যে খিট-খিটে ভাব সৃষ্টি হয়। স্বাম-স্ত্রী-সন্তানদের সম্পর্ক নষ্ট হয়। ঘরে যুলুম করা হয় তাই একটি সাময়িক আনন্দের কারণে সে স্বয়ং নিজেকে সমস্যার আবর্তে ফেলে দেয় যদিও সুদ ছাড়া ঋন নেয়া হোক না কেন। কিন্তু সুদে ঋণ নেয়াতো একেবারেই অভিসম্পাত।

যেভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, ক্ষুধার তাড়নায় শূকর খাবার, এবং বাধ্য হলে যখন মানুষ ক্ষুধার কারণে মরতে বসে তখন অনুমতি আছে, কিন্তু কোনভাবেই সুদের অনুমতি নেই। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সুদে ঋণ গ্রহণকারীদেরকেও ঐ দলে গণ্য করেছেন যারা খোদার সাথে যুদ্ধ করে। আর সুদে যারা ঋণ দেয়, তারাতো খোদার নির্দেশের প্রকাশ্য বিরোধী।

অনেকে নিজের পয়সা বা অর্থ নির্ধারিত লাভের শর্তে কাউকে দিয়ে তাকে যে, প্রত্যেক মাসে অথবা ছয় মাস বা বছর শেষে এতটা লাভ আমাকে দিতে হবে। এটিও সুদের একটি ধরণ। এটি ব্যবসা নয় বরং ব্যবসার নামে প্রতারণা। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সুদের যে সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন তা হলো, "একজন মানুষ নিজ স্বার্থে অন্যকে অর্থ ঋণ দেয় আর লাভ নির্ধারণ করে।" অন্যত্র বলেন, "কাউকে অর্থ দেয় আর লাভ নির্ধারণ করে।" তাই লাভ বা মুনাফা নির্ধারণ করা সুদের একটি ধরণ মাত্র। তিনি (আ.) বলেন, "এই সংজ্ঞা যেখানে প্রযোজ্য হবে, তা সুদ বলে বিবেচিত হবে।"

সুতরাং এই সংজ্ঞার আলোকে লাভ ধার্য্য করে অর্থাৎ পূর্ব থেকেই মুনাফা নির্ধারণ করে কাউকে ঋণ দেয়া বা অর্থ প্রদান বা ব্যবসায় বিনিয়োগ, এসবই সুদ। লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে আপনারা যে বিনিয়োগ করেন, যা ইসলামের নির্দেশ, তা ঠিক আছে এবং বৈধ। তা ব্যবসা।

সুতরাং এ ধরণের মানুষ, যারা সুদ এবং ব্যবসাকে একই পাল্লায় মাপে, কুরআন তাদেরকে কঠোরভাবে ভুলের মাঝে নিপতিত সাব্যস্ত করে এদের চিত্র এভাবে অঙ্কন করেছে:-

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا
كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ
الْمَسِّ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبٰوا ۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ؕ فَمَنْ
جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ
مَا سَلَفَ ؕ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ؕ وَمَنْ عَادَ
فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿۲۷۶﴾

(সূরা আল্ বাকারা:২৭৬)

অর্থাৎ, যারা সুদ খায় তারা সেভাবে দাঁড়ায় যেভাবে ঐ ব্যক্তি দাঁড়ায় যাকে শয়তান সংস্পর্শে এনে জ্ঞান-বুদ্ধি হারা করে ফেলে। এটি এ কারণে যে, তারা বলে, ক্রয়-বিক্রয়ও সুদেরই মত; অথচ আল্লাহ্

ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। সুতরাং যার কাছে তার প্রভুর পক্ষ থেকে কোন উপদেশ আসে এবং সে বিরত হয়, তাহলে অতীতে যা কিছু হয়েছে, তা তারই এবং তার ব্যাপার আল্লাহ্‌র কাছে ন্যস্ত। এবং যারা পুনরায় তা করবে, তার নিশ্চয় অগ্নিবাসী হবে, সেখানে তারা দীর্ঘকাল থাকবে।

সুতরাং এই হলো সুদখোরদের চিত্র যে, বিনামূল্যে উপার্জনের ফলে তাদের হৃদয় এত কঠোর হয়ে যায় যে, অন্যের আবেগের প্রতি দৃষ্টি থাকেনা। একজন দরিদ্র কৃষক বা শ্রমিক ফসল উৎপন্ন না হবার কারণে অথবা ঘরের বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের ফলে যদি ঋণ পরিশোধ করতে না পারে, তাহলে সুদ খাওয়ার ফলে যার হৃদয় কঠোর হয়ে গেছে এধরণের মানুষ সেই দরিদ্রের প্রতি কোন দৃষ্টি দেয় না। তার কেবল নিজের পয়সার দিকে ঝোঁক থাকে। যদি পরিশোধ করতে না পারে, তাহলে সেই অর্থের ওপর চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ বাড়তে থাকে।

সুতরাং পবিত্র কুরআনে মুসলমানদের জন্য যে নির্দেশ রয়েছে, তার প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখতে হবে। ইসলাম ভ্রাতৃত্ব এবং সৌহার্দ্যের মাধ্যমে শান্তি এবং সমৃদ্ধি বিস্তার করেত চায় আর সৌহার্দ্যের প্রকাশ তখনই ঘটে যখন দরিদ্রের প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়। অকারণে তার ওপর বোঝা না চাপানো হয়, বরং সহজ শর্তে তার প্রয়োজন পূর্ণ করা হয়। বরং সবচেয়ে ভালো হয়, এধরণের মানুষ, যাদের অর্থ পড়ে থাকে, তারা নিজেদের অর্থ গচ্ছিত রাখার পরিবর্তে যাদের ব্যবসা করার যোগ্যতা আছে, তাদের সাথে ব্যবসায় বিনিয়োগ করে।

বর্তমানে বিভিন্ন মুসলমান দেশে বিনা সুদে ঋণ দেয়া হচ্ছে। এখানেও ইসলামিক ব্যাংকিং নামে 'বিনা সুদে ঋণ' দেয়া পরিচিতি পাচ্ছে (যদিও কেবল সূচনা মাত্র)। এবং আমাদের আহমদী, ডক্টর আবদুস সালাম সাহেবের ছেলে আহমদ সালাম সাহেব, তিনি বিনা সুদে ব্যাংকিং এর ওপর যথেষ্ট কাজ করেছেন। তাই এই পাশ্চাত্যের দেশ সমূহে যাদের মধ্যে এই যোগ্যতা আছে যে, তারা ব্যংকের শর্তাবলী পূর্ণ করতে পারেন আর ব্যবসা করাও জানে অথবা তার কোন ব্যবসা থাকে, তাহলে এধরণের ঋণ নিয়ে তাদের ব্যবসা করে তার প্রসার ঘটানো উচিত।

এরফলে যেখানে সে সুদ-মুক্ত ব্যবসা করবে, সেখানে সে আল্লাহ্ তা'লার কল্যাণরাজিও অর্জনকারী হবে এবং নিজ জীবন-যাত্রার মানও সমুন্নতকারী হবে। তার মধ্যে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার শক্তিও বাড়বে। যদি এমন ব্যবসা হয় যেখানে কর্মচারী রাখার সুযোগ আছে, কর্মচারী রেখে অনেক বেকারকে সাবলম্বী করতেও সক্ষম হবে। বর্তমানে এখানে এদিকে যথেষ্ট মনযোগ আকৃষ্ট হচ্ছে, সম্ভবত ইউরোপ বা অনত্রও হয়ে থাকবে। তাই আহমদীদেরকেও এক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে হবে।

যাহোক সংশ্লিষ্ট জামা'তকে নিজ-নিজ দেশে তথ্যাদি সংগ্রহ করে জামাতের সদস্যদেরকেও তথ্য প্রদান করা উচিত, যেন নিজ ভাইদের জীবন-যাত্রার মান উন্নত করতে পারে আর অনেক গৃহে আর্থিক দৈন্যের কারণে যে উদ্বেগ রয়েছে তা দূরকারী হতে পারে।

আমার গত খুতবার পরেও অনেকে সুদের ভয়ে আমাকে চিঠি লিখেছে যে, আমরা সুদের ওপর ঘর নিয়েছি অথবা অমুক জিনিস সুদে নিয়েছি, এটি বৈধ না অবৈধ? আসল কথা হচ্ছে, খোদা তা'লা সুদকে অবৈধ করেছেন আর বলেছেন, যখন তোমরা উপদেশ লাভ কর তখন সে অনুযায়ী আমল করো। আর একজন আহমদী যিনি সর্বদা পবিত্র কুরআন পাঠ করেন, সে-তো জানেনই।

যাহোক, মানুষ এখন বিভিন্ন প্রশ্ন উঠিয়েছে, এখানে ঘর-বাড়ীর মর্টগেজ রয়েছে, এক্ষেত্রে যেভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, "কোন কোন আর্থিক ব্যবস্থাপনা এমন আছে যাতে (বাড়ানো-কমানো) নতুনত্ব আনা হয়েছে, ফলে নতুন করে চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন রয়েছে।" সাধারণত এই দৃষ্টিকোণ থেকে পূর্বের খলীফাগণও মর্টগেজে বাড়ী ক্রয়ের অনুমতি দিয়ে এসেছেন।

এ ব্যাপারে আমি মনে করি যদি ভাড়ার টাকার কাছাকাছি ঘরের মর্টগেজ হয়, তাহলে এতে কোন সমস্যা নেই। কিছু সময় পরে মূল্য বেড়ে যায়। আর যারা

"অত্যন্ত পরিতাপ হচ্ছে, মানুষ তাদের প্রবৃত্তির আকাঙ্খা এবং সাময়িক আনন্দের জন্য খোদা তা'লাকে অসন্তুষ্ট করে বসে। মানুষের উচিত, পূর্ব থেকেই জীবন-যাপনের পদ্ধতিতে স্বল্পে তুষ্টতার প্রতি দৃষ্টি রাখা, যাতে সুদের ওপর ঋণ নেয়ার প্রয়োজন না পড়ে।"

বুদ্ধিমান, যারা চিন্তা করে, তারা নিজের ঘর বিক্রি করে অন্যত্র বাড়ী কিনে এভাবে ব্যাংক ঋণ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। এখানে এই শর্তের পাশাপাশি এটিও স্মরণ রাখতে হবে যে, বসবাসের জন্য যদি ঘর নেয়া হয়, তাহলে অনুমতি আছে। ব্যবসার জন্য অনুমতি নেই। তাই যারা ওসীয়্যতকারী রয়েছেন, এই দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের ওসীয়্যতেও মর্টগেজে ক্রয়কৃত ঘর অর্ন্তভূক্ত করা হয়। যাহোক, যদি কোন কোন জ্ঞানী মানুষ এ ব্যাপারে গবেষণা করার আকাঙ্খা রাখেন, তাহলে এ ব্যাপারে যদি তাদের দৃষ্টিতে আরো কোন দিক পরিদৃষ্ট হয়, তাহলে আমাকে বলুন আর অনুসন্ধান করুন, যেন এ ব্যাপারে আরো জানা যায়।

যেভাবে আমি বলেছি, ইসলাম সৌহার্দ্যপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং সব ধরণের বিবাদ-বিসম্বাদ থেকে মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা, নিরাপত্তা, পরিচ্ছন্নতা ও শান্তি বিস্তারকারী সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথমতঃ আমরা দেখেছি যে, অত্যন্ত কঠোরভাবে সুদ'কে নিষেধ করা হয়েছে। আর আল্লাহ্ তা'লা বলেন, সুদের কারণে বিভিন্ন ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি হয়। তারপর বলে, যখন তোমরা কাউকে ঋণ দাও, তাহলে যদি তার অবস্থা স্বচ্ছল না হয়, তাহলে স্বচ্ছল অবস্থা ফিরে না আস পর্যন্ত তাকে সুযোগ দাও। বলেছে,

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ
وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾

(সুরা আল্ বাকারা: ২৮১)

এবং যদি কোন ব্যক্তি দুর্দশাগ্রস্ত হয়, তাহলে তাকে স্বচ্ছলতা পর্যন্ত অবকাশ দিতে হবে, আর দান করে দেয়া তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা বুঝ।

তাই সুদেরতো প্রশ্নই নেই যে, তোমরা কোন ভাড়ী দাবী-দাওয়া করতে পারো। তোমরা যে ঋণ দাও, সেক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতার আর্থিক-অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখো। কেননা, পরস্পরের প্রতি এভাবে খেয়াল রাখা পারস্পরিক ভালবাসা এবং প্রেম-প্রীতিকে বাড়িয়ে থাকে। বলা হয়েছে, ঋণী ব্যক্তির আর্থিক দৈন্যের প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাখো। আর দাতার যদি এতটা স্বাচ্ছন্দ থাকে যে, অক্ষম ব্যক্তির ঋণ ক্ষমা করতে পারে (যদি সত্যিকারেই সে অক্ষম হয়) তাহলে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে তাই করো। তোমাদের এই কর্ম তোমাদেরকে খোদা তা'লার নৈকট্য প্রদান করবে।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে আমি একথাও বলে দিতে চাই যে, প্রথমে আমি আহমদী উকিলদেরকেও বলেছিলাম (Asylum) এর বিভিন্ন কেস আসে, আহমদী উকিলরা যে ফিস দাবী করে তা এতটা রাখুন, যাতে করে ঐ বেচারা পুরোপুরি ঋনী না হয়ে যায় অথবা কমপক্ষে এই শর্ত নির্ধারণ করুন যে, যখন তোমার কেস পাশ হয়ে যাবে এবং তারপর তুমি কাজ পেলে তখন চুক্তি মোতাবেক এতটা ফিস দিতে হবে। মোটকথা, কারো অপারগতা থেকে অন্যায়ভাবে লাভবান হবেন না। যেখানেই হোক না কেন ইসলাম কোন ক্রমেই এর অনুমতি প্রদান করে না।

সবসময় মনে রাখা দরকার, যদি আল্লাহ্ তা'লার রহমত এবং করুণা থেকে অংশ পেতে হয়, তাহলে ঋণী ভাইদের প্রতি দয়ার্দ্র হও, আর তাদের উপকার করো এবং এই উপকারই তোমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার করুণা লাভকারী বানাবে। একজন মুসলমানকে, বিশেষভাবে একজন আহমদীকে এদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। যদি আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে আর্থিক দিক থেকে কারো ওপর প্রাধাণ্য দিয়ে থাকেন, তাহলে আল্লাহ্ তা'লার এই পুরস্কারের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সত্যিকার পদ্ধতি হলো আর্থিক দিক দিয়ে যারা দৈন্য, তাদেরকে সাহায্য করা। যদি কঠোর আচরণ করো, তাহলে স্মরণ রেখ! আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আল্লাহ্ তা'লা মহা পরাক্রমশালী আর তিনি তোমাদের প্রতিও কঠোর হতে পারেন। তাই আল্লাহ্ তা'লার ভয় এবং তাক্ওয়া একান্ত গুরুত্বপূর্ণ।

একজন মুসলামান, যে কোন নির্দেশেন ওপর আমল করে না আর একজন অসুমলমান, যে কোন কোন নেকীর ওপর আমল করে না, উভয়ে সমান। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এদের তুলনা করতে গিয়ে এভাবে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, একজন অমুসলমান, সে-তো পিতামাতার অবাধ্য সন্তানের ন্যায়, যাকে পিতা-মাতা

"এ ধরণের মানুষ, যাদের অর্থ পড়ে থাকে, তারা নিজেদের অর্থ গচ্ছিত রাখার পরিবর্তে যাদের ব্যবসা করার যোগ্যতা আছে তাদের সাথে ব্যবসায় বিনিয়োগ করুন।"

ত্যাজ্য করেছে। যদি সে অবিশ্বাসী হয় আর পিতার কথা মান্য না করে, তাহলে পিতা তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। সে যাই করুক না কেন তার সাথে পিতার কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু একজন মুসলমানের দৃষ্টান্ত এমন এক সন্তানের ন্যায়, যে পরিবারের সদস্য। যদি সে কোন অপকর্ম করে, তাহলে তাকে শাস্তিও দেয়া হয়। যদি কোন অন্যায় কাজ করে, তাহলে সেই মুসলমানকে এ জগতেও আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে শাস্তি পেতে হতে পারে অথবা দু জগতেই, যেভাবে আল্লাহ্ চাইবেন।

যদি আল্লাহ্ তা'লা কাউকে এই অবকাশ দেন যে, অবিশ্বস্ত হওয়া সত্ত্বেও ধৃত করেন না, তাহলে তা এ জন্য, যেন সে সংশোধিত হয় আর শাস্তি থেকে বাঁচতে পারে। নিজ ভাইদের প্রতি খেয়াল রাখার বাপারে যে নির্দেশ, ভাইদেরকে দুর্দশায় নিপতিত করার পরিবর্তে তাদের জন্য সহজলভ্যতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন, তাদের জন্য সহজ কর, যাতে শান্তি বিস্তারের ফলে দরিদ্রদের দোয়া লাভকারী হও। আল্লাহতা'লার ভালবাসা অর্জনকারী হও। ঋণী ব্যক্তিকেও একথা স্মরণ রাখতে হবে। এর অর্থ এই নয় যে, কেউ ঋণ দিবে আর তাকে বলবে যে, আমার ফেরত দেয়ার সামর্থ নেই। তাকেও মনে রাখতে হবে যে, যখন কোন চুক্তির সময় নির্ধারণ করা হয়, তাহলে তা পালন করা আবশ্যক।

অজুহাত দাঁড় করনোর পরিবর্তে যেভাবেই হোক ঋণ মুক্ত হবার চেষ্টা করা উচিত। আর যদি দেয়ার সামর্থ না থাকে, তাহলে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে ঋণ প্রদানকারীকে পুরো অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করা প্রয়োজন। তার কাছ থেকে সময় নেয়া উচিত। এই কাজই উভয়কে, ঋণ গ্রহীতা আর ঋন দাতাকে পারস্পরিক আপোশ-মিমাংসার মধ্যে বসবাস এবং প্রেম-প্রীতিকে বৃদ্ধি করবে। যদি একে অপরকে ধোকা দেয়ার চেষ্টা করে, তাহলে বিশেষভাবে যে ঋণী, সে যেন মনে না করে যে, আমি গরীব, তাই আল্লাহ্ তাঁকে ক্ষমা করবেন। সর্বদা মনে রাখতে হবে, সত্যকে গোপনকারী মিথ্যুক আর মিথ্যা সর্বদা খোদার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দন্ডায়মান হয়। আল্লাহ্ তা'লা একে অপছন্দ করেছেন।

"সত্যিকার মুসলমান দাবী করার জন্য আবশ্যক হচ্ছে; যা নিজের জন্য পছন্দ করো তা-ই নিজ ভাইয়ের জন্য পছন্দ করবে। এটি এমন এক নির্দেশ যে, এর ওপর আমলকারী শান্তি, প্রেম-প্রীতি এবং সৌহার্দ্য ছাড়া আর কিছুই বিস্তার করে না।"

যদি ঋণ প্রদানকারী ব্যক্তি একথা চিন্তা করে যে যদি আমি ঋণী ব্যক্তির স্থলে হতাম, তাহলে আমি কি কোমল ব্যবহার কামনা করতাম না? ঋণীর সাথেও অনুরূপ ব্যবহার করুন। এভাবে যিনি ঋণ নিয়েছেন, তিনি যদি চিন্তা করেন যে, যদি আমি ঋণ দাতা হতাম, তাহলে আমি কি প্রতারণাকারী ঋণীকে সহ্য করতাম? যার কাছ থেকে ঋণ নিয়েছেন তার সাথে এরূপ ব্যবহার করুন, তাহলে উভয়পক্ষের এরূপ চিন্তা-ভাবনা উত্তম ফলাফল নিরূপনকারী হবে আর সেদিকে নিয়ে যাবে, যেখানে পারস্পরিক সম্পর্ক আরো উন্নত হবে। অনরূপভাবে সেই হাদীসের ওপর আমলকারী হবে, যা, সত্যিকার মুসলমান দাবী করার জন্য আবশ্যক হচ্ছে; যা নিজের জন্য পছন্দ করো তা-ই নিজ ভাইয়ের জন্য পছন্দ করবে। এটি এমন এক নির্দেশ যে, এর ওপর আমলকারী শান্তি, প্রেম-প্রীতি এবং সৌহার্দ্য ছাড়া আর কিছুই বিস্তার করে না।

সুদ সম্পর্কে আরেকটি কথা যা সম্ভবত আমার বলে দেয়া দরকার ছিল। যাহোক, এখন বলে দিচ্ছি, আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣١﴾

(সূরা আলে ইমরান:১৩১)

অর্থাঃ, হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা সুদ খেও না, যা বহুগুণে বৃদ্ধি করে এবং আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন করো, যেন তোমরা সফলকাম হতে পারো। এতে অনেকে বলেন, এখানে সুদ নিষেধ করা হয়নি বরং চক্রবৃদ্ধি হারের সুদ নিষেধ করা হয়েছে। যেভাবে আমরা দেখে এসেছি, এত সুস্পষ্ট নির্দেশাবলীর পর এই তফসীর ও ব্যাখ্যা-তো এমনিতেই ভুল। আর এই আয়াত পূর্বের আয়াতের সাথে দ্বিমত পোষণ করে না।

এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর শিক্ষা বর্ণনা করছি, যদ্দারা এটি সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। স্যার সৈয়্যদ আহমদ খান সাহেবের সূত্রে কেউ এ প্রসঙ্গে কথা বলেন। উত্তরে তিনি (আ.) বলেন, "এ কথা ভুল যে, কেবল চক্রবৃদ্ধির সুদের ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে আর সুদ বৈধ।" অর্থাৎ চক্রবৃদ্ধি হারের সুদ হারাম কিন্তু সুদ বৈধ। বলেন, "শরীয়তের উদ্দেশ্য কখনই এরূপ নয়। এই বাক্যটি এমনই, যেভাবে বলা হয়ে থাকে, পাপের ওপর পাপ করো না। এর অর্থ এই নয় যে, অবশ্যই পাপ করো" অথবা পাপ করার অনুমতি আছে। (আল্ বদর-২য় খন্ড, নাম্বার-১০, ২৭শে মার্চ-১৯০৩, ৭৫পৃষ্ঠা)

এছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক, যাতে কোন প্রকারের ঝগড়া-বিবাদ না হয়, বিশৃঙ্খলা দেখা না দেয়, মন কষাকষি না হয়, এসব কিছু থেকে নিরাপদ থাকার জন্য অথবা লেন-দেন বা ঋণের শর্তাবলী

কিরূপ হওয়া প্রয়োজন এ প্রসঙ্গে চলুন দেখা যাক কুরআন করীমের শিক্ষা কি:-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى
اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ؕ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ
كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ ۪ وَلَا يَاْبَ كَاتِبٌ اَنْ
يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ
وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ
وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ؕ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ
عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا
يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ
بِالْعَدْلِ ؕ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ
رِّجَالِكُمْ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ
فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَآءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ
اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى ؕ وَلَا يَاْبَ الشُّهَدَآءُ
اِذَا مَا دُعُوْا ؕ وَلَا تَسْـَٔمُوْٓا اَنْ تَكْتُبُوْهُ
صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰٓى اَجَلِهٖ ؕ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ
عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰٓى اَلَّا
تَرْتَابُوْٓا اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
اَلَّا تَكْتُبُوْهَا ؕ وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْ ۪
وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ ؕ وَاِنْ تَفْعَلُوْا
فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ
وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۲۸۳﴾

(সূরা আল্ বাকারা:২৮৩)

অর্থাৎ, হে যারা ঈমান এনেছ! যখন তোমরা নির্দিষ্টকালের জন্য ঋণ সম্পর্কে পরস্পরের মধ্যে লেন-দেন কর, তখন তোমরা তা লিখে নাও। এবং তোমাদের মধ্যে কোন লেখক যেন ন্যায়সংগতভাবে লিখে দেয়, এবং লেখক যেন লিখতে অস্বীকার না করে। কেননা, আল্লাহ্ তাকে শিক্ষা দিয়েছেন, অতএব সে যেন লিখে; আর যার ওপর দায়িত্ব, সে যেন (সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু) লেখায়, এবং তার প্রভু আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে, এবং এতে সে যেন কোন কিছু কম না করে।

কিন্তু ঋণ গ্রহণকারী যদি নির্বোধ বা দূর্বল হয় অথবা স্বয়ং (বিষয়বস্তু) লেখাতে অসমর্থ হয়, তাহলে তার অভিভাবক যেন ন্যায়সংগত ভাবে লেখায়। এবং তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে দু'জনকে সাক্ষী রাখ, কিন্তু যদি দু'জন পুরুষ না জোটে, তাহলে উপস্থিত দর্শকদের মধ্য থেকে, যাদেরকে তোমরা পছন্দ কর, একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোক সাক্ষী থাকবে, এজন্য যে, দুজন স্ত্রীলোকের মধ্যে যদি একজন ভুলে যায়, তাহলে অপরজন স্মরণ করিয়ে দিবে। এবং যখন সাক্ষীদেরকে ডাকা হয়, তখন তারা যেন অস্বীকার না করে, এবং লেন-দেন ছোট বা বড় হোক, তোমরা তা মেয়াদসহ লিখতে অবহেলা করো না।

এটি আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাধিক ন্যায়সংগত এবং প্রমাণের জন্য সর্বাধিক দৃঢ় আর সমধিক নিকটবর্তী পন্থা যাতে তোমরা সন্দেহে পতিত না হও, কিন্তু যদি নগদ কেনা-বেচা হয় যাতে তোমরা পরস্পর বিনিময় কর, এক্ষেত্রে কোন লেখা-পড়া না করলে তোমাদের ওপর কোন পাপ বর্তিবে না। এবং যখন তোমরা পরস্পরের মধ্যে কেনাবেচা কর তখন সাক্ষী রেখ এবং লেখক ও সাক্ষী কাউকেও যেন ক্ষতিগ্রস্ত করা না হয়। কিন্তু যদি তোমরা এরূপ করো, তাহলে তা তোমাদের অবাধ্যতা বলে গণ্য হবে। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন করো। এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ সব বিষয়ে সর্বজ্ঞানী।

(সূরা আল্ বাকারা:২৮৩)

এটি একটি মৌলিক নির্দেশ। লেন-দেনের ফলে সমাজে উদ্ভুত ঝগড়া-বিবাদ আর বিশৃঙ্খলা দূরীভূত করার জন্য ইসলামের প্রতিটি নির্দেশ তার (খোদার) পক্ষ থেকে পরিপূর্ণ ও কামেল ধর্ম হবার দলীল প্রদান করে। অনুরূপভাবে এই নির্দেশও আছে যে, পারস্পরিক লেন-দেনের বিষয়টি লিখিত করো। এই নির্দেশ সে যুগে অবতীর্ণ হয়েছে, যখন লেখার প্রচলন কেবল আরম্ভ হয়েছিল মাত্র, বরং

"যখন তোমরা ঋণ প্রদান করো, সেক্ষেত্রেও ঋণ গ্রহীতার আর্থিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখো। কোন ভাবেই কারো অপারগতা থেকে অন্যায়ভাবে লাভবান হবার অনুমতি ইসলাম প্রদান করে না।"

একেবারেই সুচনা ছিল। আর আরবদের এদিকে কোনই ঝোঁক ছিল না।

আজ উন্নয়নশীল দেশগুলো গৌরব করে যে, আমরা চুক্তি সংরক্ষণের জন্য কত উন্নত ব্যবস্থা করেছি। তা সত্বেও বড়-বড় প্রতারণা হয়ে থাকে। কিন্তু এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'লার দু'বার তাক্ওয়া অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন। প্রথমতঃ মু'মিনদের মনযোগ এভাবে আকর্ষণ করেছে যে, তোমাদের জাগতিক সকল কাজকর্মও তখন সঠিকভাবে সম্পাদিত হবে, যখন আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন করবে। এরপরেও আল্লাহ্ তা'লার সত্ত্বার বরাতে বলা হয়েছে। কারণ একজন মু'মিন-মুসলমানের প্রতিটি কর্ম আল্লাহ্ তা'লার জন্য হয়ে থাকে আর হওয়া উচিত।

'আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে করবো' এই চেতনার সাথে যে কাজ করা হবে তাতে প্রতারণার অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে না। আল্লাহ্ তা'লা এ নির্দেশ এজন্য দিয়েছেন যে, লেন-দেন করার সময়তো অনুভব হয় না আর অনেক সময় পরস্পরের মধ্যে অনেক গভীর সম্পর্ক থাকে, তাই লেন-দেন করে ফেলে। বড় বড় বিশ্বাসের বুলি আওড়ায়। কিন্তু কিছুদনি পরে এই বিশ্বাস অবিশ্বাসে রূপান্তরিত হয়। এই ভালবাসাই ঘৃণার রূপ পরিগ্রহ করে, আর অনেক সময় মামলা-মোকদ্দমা পর্যন্ত গড়ায়। তাই আল্লাহ্ তা'লা এই সম্পর্ককে সর্বদা প্রেম-প্রীতির গন্ডিতে রাখার জন্য বলেছেন, ঋণের শর্তাবলী, ব্যবসা-বাণিজ্যের চুক্তির শর্তাবলী, লেন-দেনের শর্তাবলী সর্বদা লিখিত ভাবে করো। প্রথম কথা হচ্ছে, ঋণের সময়সীমা প্রথমে নির্ধারণ করো, যাতে ঋণ গৃহণকারীও এই চেতনা থাকে যে, আমাকে অমুক সময়ের মধ্যে ফেরত দিতে হবে, আর প্রদানকারীও যাকে ঋণ দিয়েছে তাকে বার-বার বিব্রত না করে। অনেক সময় এত বেশি বিব্রত করে যে, ঋণ গ্রহীতা মনে করে যে, প্রথমতঃ আমি ঋণের ভারে দায়বদ্ধ, তারপর এর ওপর আরো অনুগ্রহের বোঝা ভারী হচ্ছে। বলা হয়েছে, তা লিখিত করো আর লেখায় সময় নির্ধারণ করো।

এর একটি লাভ হবে, নেয়ার সময় গ্রহীতার এই চেতনা হবে যে, আমি যা নিচ্ছি তা নির্ধারিত সময়ে পরিশোধ করতে পারবো কি-না? আল্লাহ্ তা'লা বারবার তাক্ওয়ার যে শর্ত আরোপ করেছেন সে শর্তের ওপর আমি পুরোপুরি টিকে থাকতে পারবো কি পারবো না? তাই ঋণ গ্রহীতা নিজের অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিবে। এই শর্তের ফলে ঐ সকল লোকদের এই দলীল ও খন্ডন হয়, যারা বলে যে, সুদ এজন্য নির্ধারণ করা হয় আর এর একটি উপকার এমন যে, সুদের ভয়ে ঋণী তাড়াতাড়ি ঋণ পরিশোধ করবে অথবা আদায়ের চেষ্টা করবে। সুদের ততটা ভয় নেই যতটা একজন মু'মিন আল্লাহ্ তা'লাকে ভয় করে আর করা উচিত।

অনেক মানুষ আছেন, তাদের অনেককে আমিও চিনি, যারা সুদে ঋণ নেয় আর সারাজীবন ঋণ শোধ করে না, তারপর ঋণের ওপর ঋণ হতে থাকে অথবা ঝগড়া-বিবাদ বা বিসম্বাদ হয় তারপর তার পরবর্তী প্রজন্মও সেই ঋণ থেকে মুক্ত হতে পারে না। যদি সরকারের অর্থ বিভাগ থেকে ঋণ নেয়, তাহলে কোনভাবে বাঁচার চেষ্টা করে, আর যদি বাঁচতে না পারে, তাহলে যেভাবে আমি গত খুতবায়ও বলেছিলাম, পরিশেষে ঋণ গ্রহীতার কোন ছোট-খাট সম্পত্তি থাকলে তা নিলাম হয়ে যায়, তাতে তার আর কোনই অধিকার থাকে না। তাই এখানে প্রথমেই বলে দেয়া হয়েছে, যদি খোদাভীরু হও, তাহলে প্রথমে চিন্তা কর পরিশোধ করতে পারবে নাকি পারবে না। কেননা আল্লাহ্ তা'লা অঙ্গীকার পালনের ওপর জোর দিয়েছেন। এরপরে বলেছে, তোমাদের মাঝে কোন তৃতীয় ব্যক্তি, যিনি ন্যায়বিচারের দাবী পূরণ করতে পারবে, সে এই চুক্তিপত্র লিখবে, যাতে কোন পক্ষই অন্যায়ের শিকার না হয়। তারপর সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য বলেছেন, অনেক সময় গ্রহীতা একথা বলতে পারে যে, ঋণ দাতা না বলেই শর্তাবলী নির্ধারণ করেছে, তাই আল্লাহ্তা'লা ঋণ গ্রহীতাকে এই অধিকার প্রদান করেছে, যাতে কোন প্রকারের ভুল বুঝাবুঝির অবকাশ না থাকে, তাই তোমরা এই চুক্তিপত্র লিখিতভাবে কর যাতে পরিশোধের যে নির্ধারিত মেয়াদ, সেক্ষেত্রে কোন বিবাদ সৃষ্টি না করতে পারে।

এই নির্দেশের পর বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'লার তাক্ওয়া অবলম্বন করো। তুমি যে মুসলমান, তা মাথায় রাখো আর মুসলমান সর্বদা প্রতিশ্রুতি রক্ষায় যত্নবান। এ চিন্তা করে চুক্তি করো না যে, এখন নিয়ে নেই যখন সময় আসবে দেখা যাবে ফেরত দেব কি দেব না। এমন নয়, বরং সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহ্‌র কাছে যেতে হবে, তাই এমন কোন কাজ করবে না যার ফলে সমাজের শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। যদি মনে কর যে, ফেরত দেয়ার সামর্থ নেই, আর আয়ের অবস্থাও এমন নয় যে, পরিশোধ করতে পারবে এবং এমন সম্পদও নেই যদ্দারা ঋণ পরিশোধ হতে পারে, তাহলে চুক্তি করো না, ঋণ নিও না। তাই ঋণীকে বাধ্য করার জন্য বলা হয়েছে যে, সব কিছু চিন্তা করে পুরো সচেতনতার সাথে তুমি চুক্তি করবে। এবং এতে যে শর্তাবলী থাকবে, পরবর্তীতে তা কম করানোর চেষ্টা করতে পারবে না। তাই সব সময় খোদার তাক্ওয়া দৃষ্টিপটে রাখো আর আল্লাহ্ তা'লাকে ধোকা দেয়া যায় না।

পবিত্র কুরআন সমাজের কোন শ্রেণীর প্রয়োজনকেই উপেক্ষা করেনি। বলা হয়েছে, অনেক সময় নির্বোধ এবং দূর্বল অথবা মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। একটি পবিত্র সমাজের দায়িত্ব হচ্ছে, যদি এরূপ অবস্থা হয়, তাহলে কোন বুদ্ধিমান এবং জ্ঞানী মানুষ মুখাপেক্ষীর প্রতিনিধিত্ব করবে, তার জন্য চুক্তি লেখাবে। নতুবা হতে পারে যে, নির্বোধ চুক্তি লেখাতে গিয়ে এমন অনেক শর্ত লিখবে না বা লেখাবে না, যা তার অধিকার সংরক্ষণ করবে। তাই অভিভাবকের জন্য আবশ্যক, দেশীয় আইনের সকল দিক দৃষ্টিতে রেখে তার প্রতিনিধিত্ব করা। এরপরে বলা হয়েছে, চুক্তি সম্পাদিত হলে সেক্ষেত্রে সাক্ষী রাখতে হবে।

প্রথমে দু'জন পুরুষের কথা বলা হয়েছে যে, তাদেরকে সাক্ষী বানাও, আর যদি দু'জন পুরুষ না পাওয়া যায়, তাহলে একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোক, যাদের ওপর তোমরা উভয় পক্ষ আস্থা রাখো। দু'জন মহিলা সাক্ষী রাখার মধ্যে এই প্রজ্ঞা হতে পারে যে, সাধারণত এ ধরণের ব্যবসা-বাণিজ্য আর হিসাব-নিকাশের ব্যাপারে মহিলারা কম আকর্ষণ বোধ করেন, বরং এখানে একটি প্রশ্ন উঠেছিল তার ভিত্তিতে আমি জরিপ চালিয়েছি,

তাতে যে তথ্য আমি পেয়েছি, সে অনুযায়ী এখানেও সরাসরি ব্যবসা-বাণিজ্যে অথবা ফাইনান্স বা হিসাব বিজ্ঞান পেশায় মহিলাদের সংখ্যা পুরুষদের তুলনায় অনেক কম আর তাদের আগ্রহই কম। ইসলাম বিশ্ব-ধর্ম। বিভিন্ন দেশে এর প্রতি আকর্ষণ একেবারেই কম।

উদাহরণস্বরূপ পাকিস্তান, এধরণের বাণিজ্যিক ঝামেলার প্রতি না অধিকাংশ মহিলার আকর্ষণ আছে আর না এতে জড়ায়। তাই যদি প্রয়োজন পরে, তাহলে দু'জনের সত্যায়ন সাক্ষ্যকে দৃঢ় করে আর দু'জন পুরুষও এজন্যই রাখা হয়েছে যে, দু'জনের সাক্ষ্য একে অপরের সাক্ষ্যকে দৃঢ় করে।

তারপর চুক্তির মধ্যে যদি কোন মনোমালিন্য দেখা দেয়, তাহলে নির্দেশ হচ্ছে, সেই সাক্ষীদেরকে যদি কোন বিচারালয়ে বা অন্য কোথাও সাক্ষী দেয়ার জন্য তলব করা হয়, তাহলে অস্বীকার করবে না। স্বানন্দে সেখানে যাবে, সঠিক ঘটণা বর্ণনা করে সাক্ষ্য প্রদান করো যাতে মিমাংসা করে সমাজের শান্তি বজায় রাখা যায়।

এরপর বলা হয়েছে যদি নগদ ব্যবসা হয়, যদি সরাসরি কেনা-বেচা হয়, তাহলে ঠিক আছে এক্ষেত্রে লিখিত করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এতেও অনেক ঝগড়াটে ঝগড়া করার অজুহাত খুঁজতে থাকে। এজন্য ক্রেতাকে সর্বদা ভালোভাবে দেখে-শুনে জিনিষ নেয়া উচিত, যেন পরবর্তীতে কোন প্রকারের ঝগড়া-বিবাদ না হয়।

কিন্তু যদি ব্যবসার আকারে দীর্ঘ চুক্তি করা হয়, তাহলে এভাবে লিখতে হবে, আর সাক্ষী রাখতে হবে যেভাবে পূর্বে ঋণের সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এখানেও আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বনের কথা বলা হয়েছে, আর প্রদানকারী আর গ্রহণকারী উভয়ে সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখুন যে, আল্লাহ্ তা'লার সত্ত্বা সর্বদা তাদেরকে দেখছেন। এছাড়াও পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে ঋণ এবং লেন-দেন এর বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে, যার ওপর আমল করে ভালবাসা এবং শান্তি বিস্তার করা যেতে পারে, আর তা প্রতিষ্ঠাও করা যেতে পারে।

আরেকটি নির্দেশ এখানে বলে দিচ্ছি যা বর্তমানে ভাইকে ভাই থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। কয়েক বছর পূর্বে যাদের মধ্যে প্রচন্ড ভালবাসার সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল, এখন ঘৃণা-বিদ্বেষ-ইর্ষা তাদেরকে একে অপরের প্রতি অন্ধ করে দিয়েছে। আর সেই নির্দেশ যার ওপর আমল না করার কারণে এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা একস্থানে এভাবে বলেছেন,

وَلَا تَأْكُلُوٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۸۹﴾

(সূরা আল্ বাকারা:১৮৯)

অর্থাৎ, এবং তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ তোমাদের পরস্পরের মধ্যে অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং তা কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করো না, যাতে মানুষের (অর্থাৎ জাতির) ধন-সম্পদ তোমরা জেনে-শুনে অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করতে পারো।

এখানে বলা হয়েছে, তোমরা পরস্পরের ধন-সম্পদ গ্রাস করো না। অন্যের সম্পদ গ্রাসের উদ্দেশ্যে জাতিয় সম্পদ আত্মসাৎ করো না। তারও একটি কারণ আছে। তারপর ঘুস দিয়ে ভুল সিদ্ধান্ত করিয়ে নিজের অধিকারে না করাও। পরস্পরের সম্পদের দিকে খেয়াল রেখে, একে অপরের ধন-সম্পদের দিকে দৃষ্টি দেয়া থেকে সর্বদা বেঁচে থাকা উচিৎ। কারো সম্পদের ব্যাপারে বিচারালয় যদিও অন্যকে অধিকারও দিয়ে দেয়, কিন্তু সর্বদা নিজ অভ্যন্তরে যাচাই করে দেখা দরকার যে, বাস্তবেই এটি আমার অধিকার কি-না? এই নির্দেশ সর্বদা দৃষ্টিতে রাখা দরকার। এভাবে তোমরা আগুনের গোলা ভক্ষণ করছো। এরফলে যেখানে দু'ঘরে ঘৃণা লালিত হয় এবং সমাজে ফিৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি হয়। অবৈধ সম্পদ ভক্ষণের ফলে এরা পরিশেষে নিজের ঘরের শান্তিও হারিয়ে বসে।

সুতরাং কঠোরভাবে এর ওপর বাধ্য-বাধকতা আরোপ করা উচিৎ, আর সর্বদা এই চেষ্টা করা উচিৎ, কোন অবস্থায়ই যেন নিজে নিজেকে শান্তি থেকে বঞ্চিতকারী না হন। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক আহমদীকে এধরণের কর্মকান্ড থেকে রক্ষা করুন আর স্বীয় সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করুন।

(হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর দপ্তর থেকে প্রাপ্ত মূল খুতবা থেকে বাংলা ডেস্ক, লন্ডন কর্তৃক অনুদিত)

"সুদ নিষেধকরণ এবং সমাজের ঝগড়া-বিবাদ এবং ফাসাদ-বিশৃঙ্খলা দূরীভূত করে শান্তি-নিরাপত্তা এবং প্রেম-প্রীতি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্য আর্থিক লেন-দেন এবং ব্যবাসায়িক চুক্তিপত্র আর ঋণ প্রভৃতি গ্রহণ ও প্রদান সম্পর্কিত ইসলামী শিক্ষার বিবরণ।"

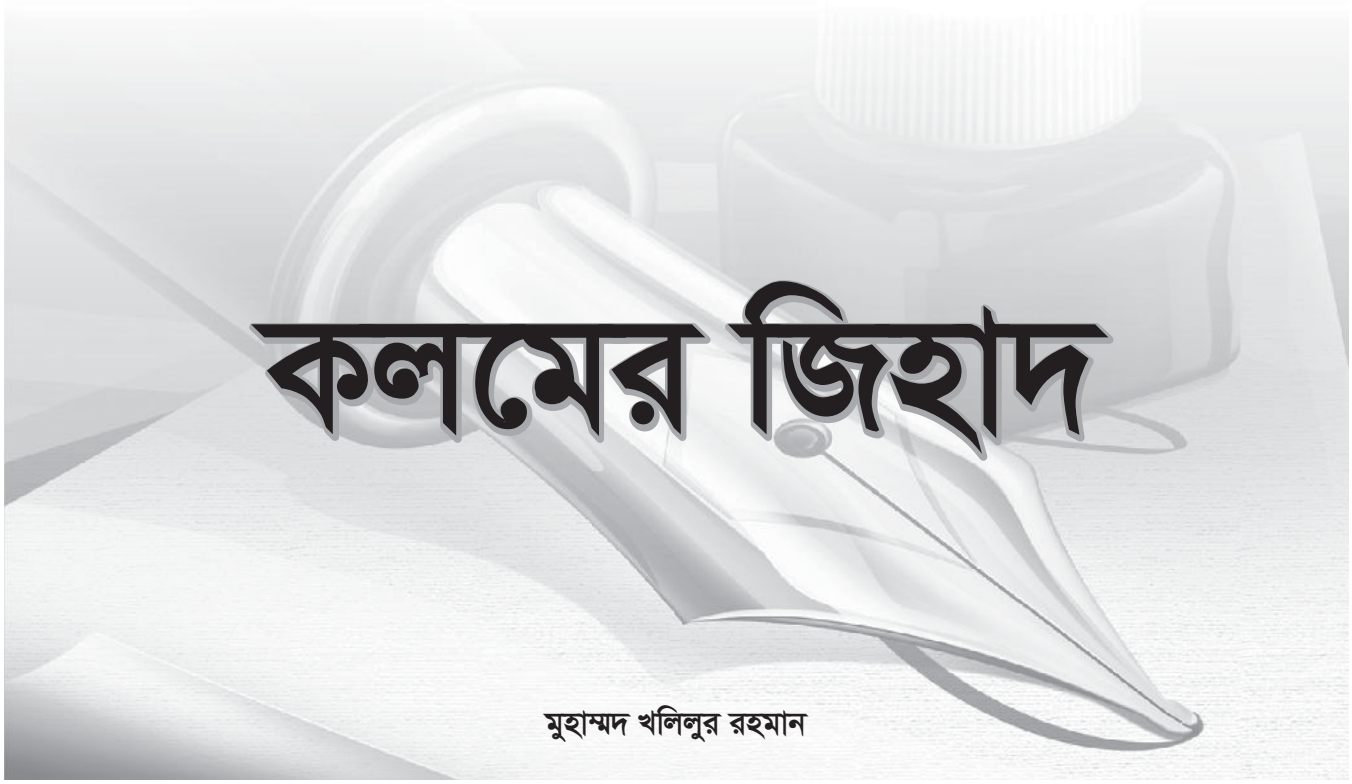

কলমের জিহাদ

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর–১৫)

‘মুরতাদ’ বা ধর্ম–ত্যাগকারী ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা’লা ব্যতীত অন্য কেউ শাস্তি দিতে পারে না

ধর্মীয় পরিভাষায় ‘মুরতাদ’ শব্দের অর্থ হলো ধর্ম–পরিত্যাগকারী অর্থাৎ এমন ব্যক্তি, যে নিজ ধর্ম পরিত্যাগ করে এবং পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তন করে। মুরতাদ বা ধর্ম–ত্যাগীর শাস্তি স্বয়ং আল্লাহ্ তা’লা দিবেন–এই কথাই পবিত্র কুরআন, সুন্নাহ ও হাদীস দ্বারা সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি রেফারেন্স নিম্নরূপঃ

পবিত্র কুরআনের আলোকে

(১) একটি সুস্পষ্ট নীতি অনুযায়ী ধর্ম–গ্রহণ এবং ধর্ম–বর্জনের স্বাধীনতা সকলের জন্য এবং সকল যুগের জন্য সংরক্ষিত রেখেছে ইসলাম ধর্ম। এই বিষয়টি ইসলামের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং অতুলনীয় শিক্ষা। সূরা বাকারা (২ঃ২৫৭) এবং সূরা কাহাফের (১৮ঃ৩০) আয়াত এবং অন্যান্য আয়াত (আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি) দ্বারা ঘোষিত ধর্মীয়-স্বাধীনতার মৌলিক মানবাধিকার সকলের জন্য প্রযোজ্য।

(২) মুরতাদের শাস্তি প্রদানের দায়িত্ব ইহকালে কোন বান্দার ওপর ন্যস্ত করা হয় নাই। পবিত্র কুরআনের ঘোষণাঃ “হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মাঝে যে নিজ ধর্মত্যাগ করে, সে জেনে রাখুক তার পরিবর্তে আল্লাহ্ অবশ্যই এমন এক জাতিকে নিয়ে আসবেন যাদেরকে তিনি ভালবাসেন এবং তারা তাকে ভালবাসবে।” (আল মায়েদা ঃ ৫৫)।

এই উদ্ধৃতি দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত যে, ‘মুরতাদ’ বা ধর্ম–ত্যাগীকে শাস্তি প্রদানের অধিকার বা ক্ষমতা কোন মানুষ অথবা কোন মানবীয় কর্তৃপক্ষকে প্রদান করা হয় নাই। বরং মুসলমানদেরকে এই বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে যে, একজন মুরতাদের পরিবর্তে আল্লাহ্ তা’লা একটি বৃহত্তর জনগোষ্ঠী দান করবেন। মুরতাদের হিসাব আল্লাহ্‌র সাথে এবং তিনিই তাকে সাজা দিবেন।

(৩) আল্লাহ্ তা’লা বলেনঃ “তোমাদের মাঝে যে ব্যক্তিই স্বেচ্ছায় নিজ ধর্ম থেকে ফিরে যায় এবং কাফের অবস্থায় মারা যায়, সেক্ষেত্রে তাদের কৃতকর্ম ইহকালে ও পরকালে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। আর তারা হলো নরকের অধিবাসী। তারা সেখানে দীর্ঘকাল থাকবে।” (আল বাকারা ঃ ২১৮–এর শেষাংশ)।

এই আয়াত থেকে স্পষ্টত: বুঝা যাচ্ছে যে, মুরতাদের জন্য ইসলাম ধর্মে জাগতিক কোন শাস্তির বিধান নাই।

(৪) পবিত্র কুরআনের আরো একটি আয়াতে বলা হয়েছেঃ “যারা ঈমান আনে, আবার অস্বীকার করে ,এরপর কুফরী অবস্থায় আরো বেড়ে যায়– আল্লাহ্ কখনো তাদেরকে ক্ষমা করবেন না এবং সঠিক পথেও তাদেরকে পরিচালিত করবেন না।” (সূরা নিসা ঃ ১৩৮)।

‘মুরতাদ’ বা ধর্মত্যাগীদের জন্য ইসলাম মৃত্যুদন্ডের বিধান রেখেছে–উপরোক্ত আয়াতটি এই ভিত্তিহীন বিশ্বাসকে দ্ব্যর্থহীনভাবে খন্ডন করেছে। মুরতাদকে স্বয়ং আল্লাহ্ তা’লাই তাঁর ইচ্ছানুযায়ী শাস্তি প্রদান করবেন।

(৫) সূরা মায়েদা ঃ ৩৩ আয়াতে বলা হয়েছেঃ “হত্যার বদলা অথবা দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টির অপরাধ ছাড়া কেউ যদি কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে, তাহলে সে যেন গোটা মানবজাতিকে হত্যা করলো । আর যে তাকে জীবিত রাখলো, সে যেন গোটা মানবজাতিকে জীবিত করে দিল।”

উপরোক্ত আয়াতের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা হলো দুটি কারণে নরহত্যা করা যাবে ঃ (এক)

ধর্ম–গ্রহণ এবং ধর্ম–বর্জনের স্বাধীনতা সকলের জন্য এবং সকল যুগের জন্য সংরক্ষিত রেখেছে ইসলাম ধর্ম।

হত্যার বদলে হত্যা (Life for Life) এবং (দুই) দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি অর্থাৎ সশস্ত্র যুদ্ধ এবং বিদ্রোহ ঘোষণা করলে মৃত্যুদন্ডের অনুমতি। ইসলামের প্রথম যুগে সকল যুদ্ধই আত্ম–রক্ষার্থেই সংঘটিত হয়েছিল যা ইসলাম কর্তৃক অনুমোদিত (সূরা হাজ্জ ঃ ৪০ দ্রষ্টব্য)।

(৬) স্বেচ্ছায় ধর্ম–ত্যাগের জন্য ঐশী শাস্তির বিধান সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ "তোমাদের মাঝে যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় নিজ ধর্ম থেকে ফিরে যায়, সেক্ষেত্রে এদের কৃতকর্ম ইহকালে ও পরকালে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। আর এরা হলো আগুনের অধিবাসী, যেখানে তারা দীর্ঘকাল থাকবে।" (আল–বাকারাঃ ২১৮)

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ধর্মত্যাগীকে ইহকালে এবং পরকালে একমাত্র আল্লাহ্ তা'লা শাস্তি দিবেন।

(৭) আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং অস্বীকারকারীদের পথ–প্রদর্শনের মালিক । পবিত্র কুরআনের ঘোষণা হলোঃ "আল্লাহ্ সেই জাতিকে কেমন করে হেদায়েত দিবেন, যারা ঈমান আনার পর অস্বীকার করেছে–অথচ নিশ্চয় এই রসুল সত্য (এই কথা বলে) তারা সাক্ষ্য দিয়েছিল এবং তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণাদিও এসেছিল। আর আল্লাহ্ অত্যাচারী লোকদেরকে হেদায়েত দেন না।" (আলে ইমরান ঃ ৮৭)

(৮) মুনাফিকরা নির্বোধ বলে তিরস্কৃত। যেমন বলা হয়েছে ঃ "এর কারণ হলো, তারা প্রথমে ঈমান আনলো, এরপর অস্বীকার করলো। ইহার ফলে তাদের হৃদয়ে মোহর মেরে দেওয়া হলো। কাজেই তারা বুঝে না।" (সূরা মুনাফেকুনঃ৪)

(৯) ইসলাম গ্রহণের পর যারা ধর্মত্যাগ করে আবার কাফের হয়ে গিয়েছে––– ইহকালে ও পরকালে আল্লাহ্ তাদের এক যন্ত্রনাদায়ক আযাব দিবেন। (সূরা তাওবা ঃ ৭৪–এর আলোকে)

এই ধরনের অনেক আয়াত রয়েছে যেগুলো স্পষ্টভাবে ধর্মীয় স্বাধীনতার ক্ষেত্রে কোন মানুষকে জবরদস্তীমূলক শাস্তি তথা মৃত্যুদন্ড প্রদানের কোন অনুমতি বা ক্ষমতা অন্য কোন মানুষ বা কর্তৃপক্ষকে প্রদান করে নাই। প্রতিটি ক্ষেত্রে ধর্ম–ত্যাগকারীদেরকে আল্লাহ্‌র হেদায়েত থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং পরিনামে ঐশী–শাস্তি ভোগের কথা বলা হয়েছে। কোন মোল্লা–মৌলবী অথবা তাদের দ্বারা প্রভাবিত কোন রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষকে মুর্তাদদেরকে শাস্তি প্রদানের অধিকার বা 'অথরিটি' আল্লাহ্ তা'লার প্রদান করেন নাই।

মহানবী মুহাম্মদ (সা.)–এর 'সুন্নাহ' এবং হাদীসের আলোকেঃ

হযরত মুহাম্মদ (সা.)–এর জীবনাদর্শ এবং ইসলামের ইতিহাসের কয়েকটি ঘটনা দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, কোন ধর্মত্যাগীকে শুধু ধর্মত্যাগের জন্য জাগতিকভাবে কোন শাস্তি প্রদান করা হয় নাই। কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নরূপঃ

(১) হযরত মুহাম্মদ (সা.)–এর একজন ওহী–লেখক (আব্দুল্লাহ–বিন–সাদ) মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। মক্কা বিজয়ের পর ঐ ব্যক্তি পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে খেলাফতে রাশেদার যুগে ঐ ব্যক্তি উচ্চপদে নিয়োগও লাভ করেছিল। তাঁকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয় নাই। (আব্দুল মালিক ইবনে হিসাম প্রণীত 'কিতাব সিরাত রসূল আল্লাহ্')।

(২) আরও একটি ঘটনা যা আরবের ইয়ামামা অঞ্চলের মুসাইলামা কাজ্জাবের সঙ্গে সম্পৃক্ত, যে ব্যক্তি মহানবী মুহাম্মদ (সা.)–এর জীবিতকালেই মুরতাদ হয়েছিল এবং মিথ্যা নবুয়তের দাবী করেছিল। একবার কথা প্রসঙ্গে তাকে লক্ষ্য করে মহানবী (সা.) বলেছিলেনঃ "তুমি তোমার ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'লার ফায়সালার অধিক কিছুই পাবে না। আর যদি তুমি ইসলাম থেকে ফিরে চলে যাও, তবে আল্লাহ্ অবশ্যই তোমাকে ধ্বংস করে দিবেন।" (বুখারী–কিতাবুত তৌহীদ)।

হযরত আবু বক্কর (রা.)–এর খেলাফত কালে এই ব্যক্তি সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণার কারণে রিদ্দার যুদ্ধে মৃত্যুমুখে পতিত হয় (কিন্তু মুরতাদ হওয়ার কারণে নয়)। দ্বিতীয় একজন মিথ্যা নবুয়তের দাবীকারক ইয়েমেনের বাসিন্দা আসওয়াদ আনসীকে বিদ্রোহের কারণে হত্যা করা হয়। তৃতীয় একজন মধ্য আরবের সাজ্জাহ নামক মহিলা মিথ্যা নবুয়তের দাবীকারী এবং চতুর্থ ব্যক্তি উত্তর-আরবের মিথ্যা দাবীকারী তুলায়হা পরে ইসলাম কবুল করেছে (শরহে আকায়েদ নছফী শরাহ নেবরাছ,পৃঃ ৪৪৪–এর বরাতে)। পঞ্চম ব্যক্তি হলো আম্মানের লাকিদ–বিন–মালিক যে ভন্ড নবুয়তের দাবী করে এবং বিদ্রোহ ঘোষণা করে, সে যুদ্ধে পরাজিত হয়। মূল কথা হলো এই যে, শুধু ধর্মত্যাগের জন্য মৃত্যুদন্ড প্রদান করা ইসলাম কখনই সমর্থন করে না। প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র–ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণকারী অবশ্যই রাষ্ট্রীয়-বিধান অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধী।

(৩) 'সিররুল খিলাফাহ' নামক পুস্তকে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)–লিখেছেনঃ "হযরত আবদুলাহ বিন মাসুদ (রা.) বলেন, আবু বকরের মাধ্যমে আল্লাহ্ যদি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করতেন, তাহলে মহানবী (সা.)–এর তিরোধানের পর আমরা ধ্বংসের দারপ্রান্তে উপনীত হয়ে গিয়েছিলাম। যাকাতের উট, পূর্ণবয়স্ক হোক বা দুধের বয়সের হোক, আমরা এর জন্য যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। আমরা সব আরব গ্রামকে আয়ত্তে আনার আর আমৃত্যু

আল্লাহ্‌র ইবাদত করার ব্যাপারে দৃঢ়ভাবে সংকল্পবদ্ধ হয়েছিলাম।"

নবুয়তের মিথ্যা দাবীকারকের আবির্ভাবঃ

" ইয়েমেন–এ আসওয়াদ, ইয়ামামায় মুসায়লামা, বনী আসাদে তোলাইহা বিন খোয়াইলেদ মাথাচাড়া দেয় আর তাদের সবাই নবী হবার দাবী করে (ইবনে খলদুন, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৬০)। বনী আক্‌ফানের সাজাহ্‌ বিনতে হারেস নবী হবার দাবী করে। এরপর একই পথ যারা অনুসরণ করে তারা হলো বনী তাগলবের হুজাইল বিন ইমরান, নামেরের আকাবা বিন হেলাল, শিবানের সলীল বিন কায়েস এবং জেয়াদ ইবনে বেলাল। এদের সাথে যুক্ত হয়ে আরব উপদ্বীপের একটি বিশাল বাহিনী আবু বকরের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করার মানসে মদীনা অভিমুখে যাত্রা করে" [ইবনে আসির, ১ম খন্ড] ।

(৪) আর একটি ঘটনা হলো এক আরবী বেদুঈণ সংক্রান্ত। সেই বেদুঈন ইসলাম ধর্মে বয়াত গ্রহণের পর মদীনায় অবস্থানকালে জ্বরে আক্রান্ত হয়। তার নিজস্ব বিশ্বাস অনুযায়ী সে বয়াতের ব্যাপারটাকে অশুভ লক্ষণ মনে করে। মদীনায় অবস্থানকালে সে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করার কথা কয়েকবার জানায় এবং মদীনা থেকে চলে যায়। এরপর হযরত মুহাম্মদ (সা.) বললেন, মদীনা হচ্ছে একটি কারখানার অগ্নি–কুন্ডের অনুরূপ। উহা ময়লা দূর করে দেয় এবং আসল ও পবিত্র বস্তুকে পৃথক করে দেয়" (বুখারী)। যদি ধর্মত্যাগের শাস্তি মৃত্যুদন্ড হয়, তাহলে ঐ ব্যক্তিকে চলে যেতে দেওয়া হলো কেন?

(৫) হুদায়বিয়ার সন্ধির অন্যতম শর্ত হিসেবে কোন মুসলমান যদি মদিনা হতে মক্কা চলে গিয়ে মক্কাবাসীদের সঙ্গে যোগদান করে, তাহলে মক্কবাসীদের ওপর সেই ব্যক্তিকে হযরত মুহাম্মদ (সা.)–এর কাছে প্রত্যার্পণের দায়িত্ব বর্তাবে না। আব্দুল্লাহ–বিন–আবি সারাহ নামক এক ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে মদিনা থেকে মক্কায় চলে যায় এবং মক্কাবাসীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে অনেক অন্যায় কাজ করে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। মক্কা বিজয়ের পর ঐ ব্যক্তির প্রাণদন্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছিল রাজনৈতিক অপরাধের কারণে। পরবর্তীতে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছিল। (রুহুল মানী প্রণীত তফসীর দ্রষ্টব্য)। ধর্ম–ত্যাগের জন্য মৃত্যুদন্ডের কোন 'ঐশী বিধান' থাকলে ঐ ব্যক্তি ক্ষমা লাভ করতে পারতো না।

(৬) কতকগুলো ঘটনার ভিত্তিতে কোন কোন অদূরদর্শী ব্যাখ্যাকারী ধর্ম–ত্যাগীর দ্বারা সংঘটিত (এক) সশস্ত্র বিদ্রোহ এবং (দুই) হত্যাকান্ডের ঘটনার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ না করে (তিন) শুধু ধর্ম–ত্যাগের বিষয়টিকেই গুরুত্ব দিয়ে এই সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে, ইসলাম ধম্যত্যাগীকে মৃত্যুদন্ডের শাস্তি প্রদান করাকে সমর্থন করে । এরূপ কয়েকটি ঘটনা নিম্নরূপঃ

(ক) হযরত আনাস থেকে আবু কালাবাহ বর্ণনা করেছেন যে, রসুলুল্লাহ (সা.) আকাল বা উরায়নার কয়েকজন লোককে শুধু ধর্ম–ত্যাগের জন্য মৃত্যুদন্ড দেন নাই–মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়েছেল উটের পালের রাখালকে পৈশাচিকভাবে হত্যা করার জন্য।

(খ) মক্কার পতনের পর 'ইবনে খাতালকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়েছিল। সে ছিল মুরতাদ। কিন্তু সে একজন পথচারীকে হত্যার অপরাধী ছিল। (ইবনে হিসাম)।

(গ) মাকীস বিন সাবাবাহ নামক মুরতাদকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়েছিল একজন আনসারীকে হত্যা করার জন্য। (ইবনে হিসাম)।

(ঘ) আল–হুয়ারিস বিন নুকাই এবং হাব্বার নামক দুই ব্যক্তিকে হত্যার আদেশ দেওয়া হয়েছিল মহানবী মুহাম্মদ (সা.)–এর কন্যা হযরত যয়নাব (রা.)–কে আক্রমণ এবং হত্যার কারণে। হাব্বারকে মক্কা–বিজয়ের পর ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে।

(ঙ) মক্কা বিজয়ের পর দশ জনকে মুত্যুদন্ড প্রদান করা হয়। এরা নরহত্যার অপরাধে অপরাধী ছিল। এদের মধ্যে সাত জনকে ক্ষমা করা হয়েছে।

'মুরতাদ' সংক্রান্ত দুটি হাদীসের ব্যাখ্যা

'মুরতাদ' সম্পর্কে দুটি হাদীসের মধ্যে প্রথমটির বর্ণনাকারীর নাম হলো আল–আউজায়ী (মুসলিম শরীফের অন্তর্ভূক্ত) এবং দ্বিতীয়টির বর্ণনাকারীর নাম ইকরামা (বুখারী শরীফের অন্তর্ভূক্ত)। উভয় বর্ণনাকারী সম্পর্কে হাদীস–শাস্ত্রের বিশ্লেষকগণ নানা কারণে তাদের বর্ণনাকে উদ্দেশ্য–প্রণোদিত, অসত্য এবং ইসলামের মৌলিক নীতিমালার সম্পূর্ণ বিরোধী হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন।

প্রথমে 'আল–আউজায়ী' (পুরা নাম আব্দুর রহমান–বিন–আমর–আল–আউজায়ী, জন্ম ১১৫ হিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি কেন গ্রহণযোগ্য হতে পারে না তার কারণগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

প্রথমতঃ হদীসটির মূল বক্তব্য হলোঃ "একজন মুসলমানকে তিনটি কারণ ব্যতীত আইন–সংগতভাবে হত্যা করা যাবে নাঃ কাউকে হত্যার বদলে হত্যা করা, বিবাহিত কোন ব্যক্তি ব্যভিচার করলে এবং যে ব্যক্তি ধর্ম বর্জন করে জামাত পরিত্যাগ করে"। এই হাদীসটিতে বর্ণিত দ্বিতীয় বিষয়টি সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের সূরা নূর (২৪:৩৪) অনুযায়ী ব্যভিচারের শাস্তি হচ্ছে নির্ধারিত বেত্রাঘাত, প্রস্তরাঘাতে হত্যা নয়। এই হাদীসটির মুরতাদ সংক্রান্ত অংশটি সরাসরিভাবে পবিত্র কুরআন ও মহানবী মুহাম্মদ (সা.)–এর সুন্নাহ এবং অন্যান্য হাদীসের বর্ণনার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয় (পবিত্র কুরআন, সুন্নাহ ও হাদীসের দৃষ্টান্তমূলক প্রমাণ পূর্বে আলোচিত হয়েছে)।

দ্বিতীয়তঃ আল–আউজায়ী উমাইয়া এবং আব্বাসীয়া শাসনামলের ক্রান্তিকালে একজন ধর্মীয় নেতা এবং ফতোয়াদানকারী পন্ডিত হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন । প্রথম দিকে তিনি উমাইয়া শাসকদের রাজনৈতিক হত্যা-কান্ড সমর্থন মূলক ফতোয়া দান করে উমাইয়াদের প্রিয়-পাত্র হয়েছিলেন এবং পরে উমাইয়াদের পতনের পর আব্বাসীয়দের শাসনামলে তিন দিন পলাতক থাকার পর আব্বাসী নেতার সাথে সাক্ষাৎ করতে বাধ্য হন। আল- আউজায়ী অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তার 'মুরতাদ' সংক্রান্ত হাদীসটি বর্ণনা করতঃ নিজের জীবন এবং তার পরিবারের জীবন বাঁচান। আব্বাসীয় কর্মকর্তাগণ বিশেষতঃ আব্বাসী শাসক আল–মনসুর সিরিয়া বিজয়ের প্রাক্‌কালে আল–আউজায়ীকে স–সম্মানে গ্রহণ করেন এবং তাঁর আবিস্কৃত মুরতাদ সংক্রান্ত হাদীসটির সুযোগ গ্রহণ করতঃ প্রতিপক্ষ উমাইয়াদের হত্যাদন্ড প্রদানের জন্য ব্যবহার করেন, যা ছিল রাজনৈতিক সুবিধা অর্জনের জন্য।

তৃতীয়তঃ প্রথম দিকে আল–আউজায়ী

সিরিয়াতে উমাইয়া শাসকদের সমর্থন দিয়েছিলেন। পরে আব্বাসীয় শাসনকর্তা আল-মনসুরের রাজত্বকালে আল-আউজায়ী-এর সঙ্গে তার সম-সাময়িক ঈমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর আদর্শগত মত-পার্থক্য এবং বিরোধ দেখা দেয়। আব্বাসীয়দের সঙ্গে হযরত ইমান আবু হানিফা উল্লেখিত হাদীসের ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ না করায় তাকে অনেক অত্যাচারের পর হত্যা করা হয়। ফলত: একথা সুপ্রমাণীত যে এই ব্যাপারে হযরত ঈমাম আবু হানিফা (রহ.) সঠিক ছিলেন এবং আল-আউজায়ী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি ছিল তার দ্বারা আবিস্কৃত একটি মিথ্যাচার, যার মাধ্যমে তিনি সংকীর্ণ স্বার্থোদ্ধারের জন্য ধর্মের নামে রক্তপাতের ফতোয়া দিয়েছিলেন।

চতুর্থতঃ এই হাদীসে পুরুষ ধর্মত্যাগীর কথা বলা হয়েছে। সুতরাং নারী ধর্মত্যাগীর বিষয়টির ব্যাপারে শাস্তি কি তা বলা হয় নাই। হযরত রসুল করীম (সা.)-এর কথা অসম্পুর্ণ থাকতে পারে না।

পঞ্চমতঃ উক্ত হাদীসে বর্তমান কাল ব্যবহৃত হয়েছে, যার ফলে এক ব্যক্তি একই সময়ে মুসলিম এবং অ-মুসলিম কিভাবে হতে পারে তা বোধগম্য নয়।

ষষ্ঠতঃ এই হাদীস অনুযায়ী যে কোন লোক এক জামাত বা দল ছেড়ে অন্য জামাতে যেতে পারে। এটি একটি রাজনৈতিক বিষয় হতে পারে, যা উমাইয়া এবং আব্বাসীয়া দ্বন্দ্ব এবং মত-পার্থক্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই বিষয়ের সঙ্গে সত্যিকার অর্থে ইসলামের মৌলিক শিক্ষার কোন সম্পৃক্ততা নেই।

সুতরাং এই ধরনের একটি হাদীসকে নর-হত্যার উন্মুক্ত সনদ (Certificate) হিসেবে যারা ব্যবহার করতে তৎপর, তাদেরকে উপরোক্ত বিষয়গুলো ভালোভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে। অন্যথায় তারাও আল-আউজায়ীর মত দোষী সাব্যস্ত হবে।

সপ্তমতঃ আল-আউজায়ী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটিতে প্রথম দিকে বর্ণনা-সুত্রের কোন ধারাবাহিক শৃংখলের কথা বলা হয় নাই। পরবর্তীকালে মুসলিম শরীফে অন্তর্ভূক্তির সময়ে যে সকল বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করা হয়, সে সকল বর্ণনাকারী বিশ্বাসযোগ্য ছিলেন না বলে অনেক হাদীস বিশেষজ্ঞ অভিমত পোষণ করেছেন। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুনঃ (১) The Punishment of Apostasy in Islam' by Muhammad Zafrullah Khan, (২) 'আল্লাহ্‌র নামে নরহত্যা'-হযরত মীর্যা তাহের আহমদ খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.) প্রণীত এবং (৩) Penalty of Apostasy, মূলঃ 'হাদ্দুর রিদ্দাহ' দিরাসাহ উসুলিয়া তারিখিয়া' লেখকঃ ডঃ আহমদ সুফী মনসুর]

বিশ্ব-নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সমগ্র জীবনের এমন কোন একটি ঘটনাও সুবিখ্যাত মুসলিম এবং অ-মুসলিম,প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের ইতিহাসবিদ এবং জীবনী-লেখকগণ উল্লেখ করতে পারেন নাই, যার দ্বারা এটা প্রমাণ করা যায় যে, কোন ধর্মত্যাগী ব্যক্তিকে শুধুমাত্র ধর্ম-বর্জনের কারণে মৃত্যুদন্ডের শাস্তি প্রদান করা হয়েছে।

ধর্ম-ত্যাগের সঙ্গে সশস্ত্র যুদ্ধ-বিদ্রোহ জনিত অপরাধ জড়িত থাকলে তা অবশ্যই শাস্তি-যোগ্য অপরাধ। সেক্ষেত্রে মৃত্যুদন্ড অবশ্যই বিধি-সম্মত। সশস্ত্র যুদ্ধ-বিদ্রোহের জন্য মৃত্যুদন্ডের শাস্তির কথা নিঃসন্দেহে সকলে স্বীকার করেন এবং বর্তমান যুগের রাষ্ট্রীয় সংবিধান সমূহ দ্বারাও সমর্থিত।

(চলবে)

নারীদের মুখমন্ডল ঢেকে রাখা সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন-

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, "যারা বলে, ইসলামে মুখমন্ডল ঢাকার কোন আদেশ নেই আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করি, কুরআন করীম তো বলে, সৌন্দর্য গোপন রাখ। আর সবচেয়ে সৌন্দর্যের জিনিস হলো মুখমন্ডল। মুখমন্ডল ঢাকার যদি আদেশ না থাকে তাহলে সৌন্দর্য আর কি জিনিস যা ঢাকার জন্যে আদেশ দেয়া হয়েছে? নিঃসন্দেহে আমরা এ সীমা পর্যন্ত মানতে পারি, মুখমন্ডলকে এভাবে ঢাকা হোক যেন এর সুস্থতার ওপর কোন মন্দ প্রভাব না পড়ে, যেমন পাতলা কাপড় দিয়ে ঢেকে নেয়া হয় অথবা আরবী মহিলাদের রীতি অনুযায়ী নিকাব বা ঘোমটা বানিয়ে নেয়া যায়, যাতে চোখ ও নাকের নথ যুক্ত থাকে। কিন্তু মুখমন্ডলকে পর্দার বাইরে রাখা যেতে পারে না।" (তফসীরে কবীর, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা ৩১০)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) পর্দার বিষয়টি পরিষ্কার করতে গিয়ে আরো বলেন- "কুরআন শরীফ থেকে প্রমাণিত ইসলাম সম্মত পর্দা হচ্ছে মহিলাদের চুল, গর্দান ও কানের আগা পর্যন্ত চেহারা বা মুখমন্ডল ঢেকে রাখা, এই আদেশ পালন করতে বিভিন্ন দেশে তাদের অবস্থা ও পোশাক অনুযায়ী পর্দা করা যেতে পারে।" (আল ফযল ৮ নভেম্বর, ১৯২৪)

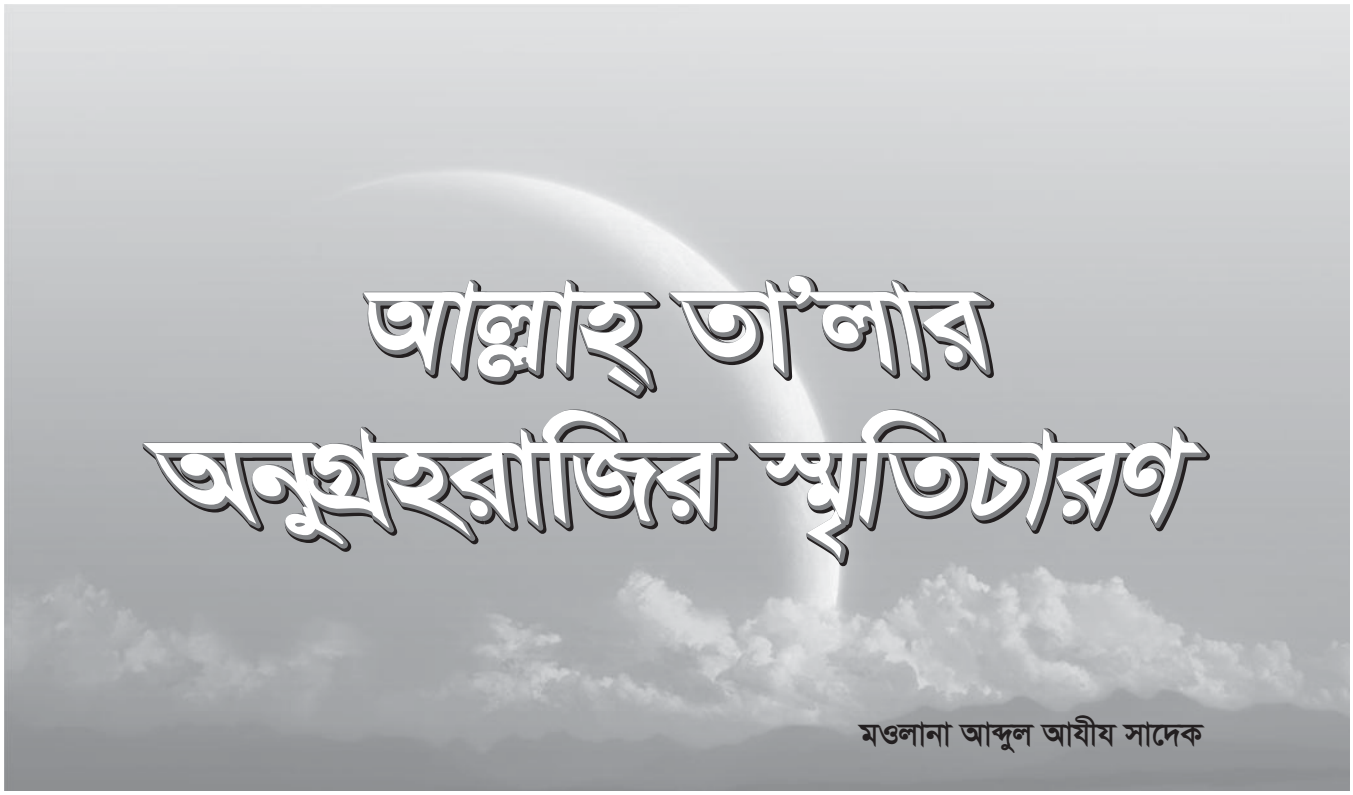

আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহরাজির স্মৃতিচারণ

মওলানা আব্দুল আযীয সাদেক

আমার জন্ম আনুমানিক ১৯৩৬ সাল। পিতৃভূমি বর্তমান নরসিংদী জেলার মনোহরদি উপজেলার জীবকায়া গ্রামে। আমাদের বাড়ির দক্ষিণে প্রভাবশালী শিক্ষিত পরিবার মনিরউদ্দিন মাস্টারের বাড়ি। আমাদের সুসম্পর্ক ছিল পাঠানবাড়ির সাথে যা ছিল আমাদের বাড়ি থেকে পশ্চিম দিকে।

আমার দাদার নাম নেয়ামত আলী– তাঁকে আমি দেখিনি। পিতার নাম সাহেব আলী, মাতার নাম মালিহা। আমার বয়স যখন ৪-৫ বছর তখন আমার মা ইন্তেকাল করেন। তাঁর স্মৃতি বলতে গেলে এতটুকুই যে তাঁর মরদেহ বাড়ির সামনে বরই গাছের নিচে রাখা ছিল। আমার বড় দুই বোন যাদের নাম আয়াতুন নেসা ও ফয়যুন নেসা।

বংশের অন্যান্য আত্মীয়দের মধ্যে বিশেষভাবে মনে পড়ে চাচাতো ভাই আযমত আলী, উমর আলী, আব্দুর রাজ্জাক, ফুপাতো ভাই চান্দ আলী। আরেক ফুপুর বিয়ে হয়েছিল ভাওয়ালে– মাঝে মধ্যে আসতেন, খুব আদর করতেন। শুনেছি, আমাদের পূর্বপুরুষ পশ্চিমের কোন এলাকা থেকে এসে এখানে বসবাস শুরু করেন। আমার বাবার ডাক নাম ছিল চিনির বাপ। তিনি বেশির ভাগ জমি জমা বিক্রী করে আসাম চলে গিয়েছিলেন। নানী আদর করে আমাদের তিন ভাই বোনকে তার সাথে রেখে দিয়েছিলেন।

নানার বাড়ি রামপুরে। নানার নাম আসু আফ্রাদ। তার চার ছেলে মুনিরউদ্দিন আফ্রাদ, সমিরুদ্দিন আফ্রাদ, আব্দুল হামিদ আফ্রাদ এবং আব্দুর রাজ্জাক আফ্রাদ। পরবর্তীতে আব্দুল হামিদ নামের এক ব্যক্তি হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)কে হত্যার প্রচেষ্টা গ্রহণ করলে আমার মামা আব্দুল হামিদ আফ্রাদ আমীর সাহেবকে তাঁর জন্য নতুন নাম প্রস্তাব করার আবেদন করেন। আমীর সাহেব তাঁর নাম রাখেন নূরুদ্দীন আফ্রাদ। আমার মামারা খুব নিরীহ ও দ্বীনদার ছিলেন। এক খালাতো ভাই আনসারউদ্দিন সাহেব নারায়ণগঞ্জে থাকেন– মুখলেস আহমদী। ছোট খালাও বয়আত করেন। জীবকায়ার পশ্চিমে মেজ খালার বাড়িতে বেড়াতে যেতাম – তিনি খুব আদর করতেন।

আমি দেখলাম আমার মামারা শিক্ষিত, ভদ্র– তাদের বাড়ী 'আফ্রাদ বাড়ি' বলে সকলের কাছে সম্মানিত। দেখতাম মামারা আযান দিয়ে নামায পড়তেন। তাদের নামায দেখে আগ্রহ হল। পাঠ্যপুস্তক থেকে নামায শিখে পড়া শুরু করলাম। এরপর আমার জানা মতে আমি নামায ছাড়ি নি। শৈশবকালে সফরের সময়ও নামায বাদ দিই নি। মাঝে মধ্যে স্কুল ও মামার বাড়ির মধ্যে একটা মসজিদে একা নামায পড়তাম। কখনো কখনো চলতে চলতেও মনে মনে পড়ে ফেলতাম। [তখন আমার ধারণা ছিল যে এভাবে নামায পড়া যায়।]

আমার মামা নূরুদ্দীন আফ্রাদ সাহেব অত্যন্ত দ্বীনদার ও ত্যাগী মানুষ ছিলেন। এক সময় পীরভক্ত ছিলেন। কোন এক সময় রেলে সফরকালে কোন সহযাত্রীর কাছ থেকে তিনি হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)এর আগমনের সংবাদ পান। সংবাদ পাওয়ার পর বিস্তারিত জানার জন্য তিনি পার্শ্ববর্তী প্রেমারচর গ্রামে মৌলানা তালেব হোসেন সাহেবের কাছে গেলেন। উল্লেখ্য যে, এ মৌলানা তালেব হোসেন সাহেব "বাঘা মৌলানা" নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর কাছে বিস্তারিত জেনে বুঝে তিনি বয়আত করলেন। গ্রামে ফিরে বয়আতের ঘটনা বলার পর বাকি তিন ভাইও বয়আত করলেন। তখন আমার বয়স আট-নয় বছর।

আমার বাবা এরই মাঝে অনেক দিন পর আসাম থেকে বাড়িতে আসলেন। তখন মুনিরউদ্দিন আফ্রাদ সাহেব বললেন, "ভাইসাব, ইমাম মাহ্‌দী আসার কথা ছিল, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলে গেছেন। তিনি এসে গেছেন।" আব্বা মুনিরউদ্দীন আফ্রাদ সাহেবকে খুবই মান্য করতেন– তাঁকে সম্মান

করতেন। আব্বা বললেন, "আপনারা কি করেছেন?" বড় মামা বললেন, "আমরা বয়আত করে নিয়েছি।" আব্বা বললেন, "আমিও বয়আত করবো। কিভাবে বয়আত করতে হবে?" মামা বললেন যে, শুক্রবারে প্রেমারচরে যাব। সেখানে মৌলানা তালেব হোসেন সাহেব আছেন। সেখানে বয়আত করবো। সেখানে আব্বার সাথে আমিও বয়আত করলাম।

তালেব হোসেন সাহেবের এক চাচাতো ভাই ওয়াহেদ হোসেন ছিলেন ডাকাত। মানুষও মারতেন। আহমদীয়াত গ্রহণের জন্য তখন সকলেই চরম বিরোধিতা করছে– এমনকি রাস্তায় চলতেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। পুরো এলাকা বিরোধী হয়ে গেল। এর মাঝে ওয়াহেদ হোসেন সাহেব বয়আত করলেন। অগ্নিপরীক্ষা ছিল, রাস্তাঘাট বন্ধ, মসজিদেও যেতে দিত না। ওয়াহেদ হোসেন একদিন খোলা ছুরি নিয়ে ভরা মসজিদে ঢুকে হুঙ্কার দিয়ে বললেন, "তোমরা আহমদীদের বিরোধিতা করে চলেছো। এখন আমি এখানে নামায পড়বো। আমার পরে আহমদীরা পড়বেন। বাঁচতে চাইলে চলে যাও।" তারা মসজিদ খালি করে দিলেন। তিনি নামায পড়ালেন। পরে কি হল জানা নাই– তবে যুলুম অত্যাচারের ঝড় প্রশমিত হল।

চারদিকে বিরোধিতার মধ্যেও সেগুলো বড় আনন্দের দিন ছিল। ধর্মের সেবার স্পৃহায় সবাই উজ্জীবিত। নূরুদ্দীন আফ্রাদ সাহেবের ছিল বড় কুরবানী। নতুন স্ত্রী– বড় শখের স্ত্রী, মহব্বতের সংসার। কিন্তু তিনি এক পাল্লায় আহমদীয়াতের সেবা আর আরেক পাল্লায় স্ত্রী-সংসারকে রাখলেন। ওজনে দেখলেন আহমদীয়াতের পাল্লা ভারি। তখন ভাতিজাকে নিয়ে কাদিয়ান চলে গেলেন। মামা ও মামাতো ভাই সফিরউদ্দীন আফ্রাদ (বড় মামার ছেলে) কাদিয়ান থেকে চিঠি লিখতেন। বড় মামা তা পড়ে শুনাতেন। আমিও শুনাতাম। আমারও আগ্রহ কাদিয়ানে যাব।

এর মধ্যে নূরুদ্দীন আফ্রাদ সাহেব হযরত খলীফা সানী (রা.)-এর তাহরীকে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। মাঝে ছুটিতে বেড়াতে এসেছিলেন। আব্বা বললেন, "আব্দুল আযীয! আমি তোমাকে কাদিয়ানে নিয়ে যেতে চাই। তুমি কি রাজী আছো?" আমি তো আগে থেকেই উৎসুক। স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীর পরীক্ষা চলছিল। পরীক্ষার মধ্যেই চলে গেলাম। সাথে আব্বা, মামাতো ভাই রমিজউদ্দীন আফ্রাদ এবং মামা নূরুদ্দীন আফ্রাদ। পরে শুনেছি, আমার শিক্ষকরা আমার খোঁজ করেছিলেন। কাদিয়ানে গিয়ে আবার ৪র্থ শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে গেলাম।

আব্বা বললেন, "তোমাকে ইসলামের সেবায় ওয়াক্‌ফ করতে চাই। তুমি কি রাজি আছো?" আমি আনন্দের সাথে সম্মতি দিলাম। তিনি আমাকে উপদেশ দিলেন, "তুমি ইসলামের সেবার জন্য প্রস্তুত হও।" এরপর থেকে আমাকে আর কোন সাংসারিক দায়িত্বের বিষয়ে ভাবতে হয় নি। কাদিয়ানে নিয়ে গিয়ে আব্বা আমাকে ওয়াকফ করে দিলেন। ওয়াকফের ফরম পূরণ করা হলো। তখন থেকে আল্লাহ্‌র ফযলে ধর্মের সেবার সুযোগ পেয়েছি, কুরআনের সেবার সুযোগ পেয়েছি, ঐ সময় একদিন আব্বার সাথে মাদ্রাসা আহমদীয়ার বোর্ডিং-এর গেটের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎ একজন বুযুর্গ আমাদের দেখে পাশের টী স্টলে নিয়ে গেলেন। বিস্কুট-কেক-চা ইত্যাদি দিয়ে খুব আপ্যায়ণ করলেন – সম্মান ও আদরের সাথে। পরে জানলাম ইনি হযরত ড. মুফতি মুহাম্মদ সাদিক (রা.)। তাঁর মহব্বত ও মিষ্টি ব্যবহার আমি আজো ভুলতে পারি না। আল্লাহ্ তাঁদেরকে জান্নাতে উচ্চ মোকাম দান করুন।

দেখেছি, কোন সময় খলীফা সানি জুমআ পড়াতে না পারলে তখন হযরত শের আলী (রা.)কে জুমুআ পড়াতে বলতেন। তখন থেকে তাঁর প্রতি আমার অনুরাগ ও ভক্তি সৃষ্টি হয়। বুঝতে পারি না। সবাই বলতো ফিরিশ্‌তা। কেউ আগে সালাম দিতে পারতো না। আমি একবার চিন্তা করলাম আগে সালাম দেবো। আমি ছোট মানুষ, তিনি দীর্ঘকায় ছিলেন। অর্ধ-নিমিলিত চোখে, অবনত মস্তকে তিনি চলাফেরা করতেন। আমি ভাবলাম আর একটু এগিয়ে যাই। কিন্তু তিনি দূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি রাখতেন। হঠাৎ বলে উঠলেন, "আসসালামু আলায়কুম!" এ ভাবে এ ফিরিশ্‌তাতুল্য মানুষটিকে আমি আগে সালাম দিতে ব্যর্থ হলাম।

সাধারণভাবে আমি সাহাবাদের মধ্যে সহানুভূতি, মায়া-মামতা, গরীবদের প্রতি সহানুভূতি এবং উত্তম ব্যবহার ও উত্তম আদর্শ উল্লেখযোগ্য ভাবে দেখতে পেয়েছি।

একদিন খুব ধুলিঝড় বয়ে গেল। স্থানীয় ভাষায় একে বলা হত 'আন্ধী'। এর পরপরই আমি জুমুআ পড়ে রাবওয়া থেকে আহমদনগর (রাবওয়া থেকে দুই মাইল দূরে) যাচ্ছিলাম। হঠাৎ পথে একজন সাহাবীর দেখা পেলাম। তাঁর সাথে কথা বলতে বলতে যাচ্ছিলাম। তখন আসরের আযান হয়ে গেল। সাহাবী বললেন, চলুন আমরা এখানে কোথাও নামায পড়ে নিই। দু'জন প্রস্তুত হলাম। চারদিকে ধুলো-বালিতে পরিপূর্ণ ছিল। একটি জায়গা একটু ভাল ভেবে আমরা দু'জন নামায পড়তে উদ্যত হলাম। আমরা কিছু দূর্বা ঘাসের ওপর দাঁড়ালাম। তিনি ইমামতির জন্য প্রস্তুত। এমন সময় তিনি তাঁর নিজ কোট খুলে আমার সামনে বিছিয়ে দিলেন। আমি খুব লজ্জাবোধ করলাম। কোট টি তাঁর সামনে দেয়ার চেষ্টা করলাম। অনেক অনুরোধ করলাম। পারলাম না। বাহ্যতঃ এটি সাধারণ ঘটনা। কিন্তু, এতে সাহাবাদের ত্যাগ, পরোপকারিতা, বিনয়, ইত্যাদির এক অনুপম দৃষ্টান্ত ফুটে ওঠে। এ ঘটনা আজো আমার অন্তরে উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় জ্বলজ্বল করছে।

দেশ ভাগের পরের ঘটনা। খলীফা সানী (রা.) খুৎবায় জামা'তকে সতর্ক করলেন, "ভয়ানক দিন আসছে। এমন দিন, যার কথা কল্পনা করলে তোমাদের কলিজা ফেটে যাবে।" এরপর গ্রীষ্মের ছুটি হল। হুকুম হল, পাঞ্জাবের বাইরে যারা যাবে, তারা যেন ১লা আগষ্টের পূর্বে পাঞ্জাব ত্যাগ করে। আমরা ১৬-১৭ জন বাঙ্গালী – আমি আমার দুই মামাতো ভাই, তারুয়ার কিছু মানুষ, কিছু ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মানুষ। এদের মধ্যে একজন ছিলেন তৈয়ব আলী সাহেব (দরবেশ)।

দেশে প্রায় এক বছর সময় অতিবাহিত হল। দেশ ত্যাগও হয়ে গেল। দাঙ্গার জন্য ট্রেনের রাস্তা বন্ধ ছিল। কাদিয়ানের রাস্তা বন্ধ হয়ে গেল। আমি খুব চিন্তিত হয়ে পড়লাম। আমার মন মানছিল না যে এভাবে অনিশ্চয়তার মধ্যে বসে থাকি। আমি আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে কাদিয়ান যাওয়ার নিয়্যতে বেরিয়ে পড়লাম। বর্ডারে তখনো কড়াকড়ি ছিল না। কলকাতা পৌঁছলাম। সেখানে মুবাল্লেগ ছিলেন মৌলানা মুহাম্মদ সেলিম সাহেব। তিনি আমার হাল-অবস্থা শুনে দিল্লীর মুবাল্লেগ মৌলানা বশীর আহমদ সাহেবকে একটি চিঠি লিখে দিলেন। তখন পর্যন্ত আমার হাতে ট্রেনের খরচই মাত্র ছিল। যাহোক দিল্লী পৌঁছে গেলাম।

হাওড়া স্টেশনে ট্রেনে উঠার সময় এত ভীড় ছিল যে, বড়রাও উঠতে পারছিলেন না। আমি কুলি ঠিক করলাম। তাকে বললাম, জানালা দিয়ে মালসহ আমাকে ঢুকিয়ে দিবে। আমি তার চাহিদামত বাড়তি টাকা দিলাম। এখানে কোনমতে ট্রেনে চড়ে গেলাম। সে সময়

দাঙ্গার কারণে মুসলমানদের জন্য ট্রেনের রাস্তা নিরাপদ ছিল না। ভয়ে তারা চলাচল করতো না। আমি চুপচাপ বসে ছিলাম। আসে পাশে সবাই হিন্দু বা শিখ। পাশের হিন্দু লোক জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় যাচ্ছি। বাড়িতে আমাকে মুরব্বীগণ বলেছিলেন, তুমি যে পাঞ্জাবে যাচ্ছ এ কথা কারো কাছে প্রকাশ করবে না। আমি বললাম, "দিল্লী যাচ্ছি"। তিনি অবাক হলেন – আমি মুসলমান, ছোট বাচ্চা ছেলে, এ রাস্তায় একা সফর! তিনি গাড়িতে বসা অন্য লোকদেরকে বললেন, দেখ, এ ছোট মুসলমান বাচ্চা একা দিল্লী যাচ্ছে! শিখ ও হিন্দুরা অবাক হয়ে তাকালো – কত বড় সাহস, এ ছোট বাচ্চা একা এ বিপজ্জনক রাস্তা সফর করছে! যাহোক, দিল্লী পৌঁছলাম। মুবাল্লিগ সাহেবকে চিঠি দিলাম। তাকে সাহায্যের অনুরোধ করা ছিল। তিনি বললেন, পাকিস্তানের রাস্তাতো বন্ধ। এরপর আর কিছু বললেন না। (কয়েক দিন পর) দিল্লী থেকে লাহোর প্লেনের টিকেটের ব্যবস্থা করে দিলেন।

লাহোর হয়ে রাবওয়া পৌঁছলাম। নাযের তালীম জনাব আব্দুস সালাম আখতার সাহেব আমাকে জামেয়ায় পাঠালেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর মাস্টার গোলাম হায়দার সাহেব রিপোর্ট দিলেন। এরপর জামেয়ায় প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়ে গেলাম। একটি অদ্ভুত বিষয় হল, আমার ম্যাট্রিক পাশ করা হয়নি। এমনকি স্কুলে সপ্তম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াও হয়নি। কিন্তু আমার পড়াশোনার ঝোঁক ছিল। আমার শারিরীক যোগ্যতা যাচাই করেই আমাকে জামেয়ায় সরাসরি ভর্তির অনুমতি দেয়া হয়। আমি সব সময় পরিশ্রম করেছি, যেন সঙ্গীদের পিছনে না থাকি।

আমার শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন আবুল আতা জলন্ধরী (প্রিন্সিপাল জামেয়া আহমদীয়া), মৌলানা যহুর হোসেন (মুবাল্লেগ বুখারা), মৌলানা আবুল হাসান কুদসী [সৈয়দুশ্ শুহাদা সাহেবযাদা আব্দুল লতিফ (রা.) এর পুত্র], মৌলানা জাফর আহমদ জাফর (তিনি ভাল কবিও ছিলেন), মৌলানা চৌধুরী গোলাম হায়দার, মৌলানা কুরাইশী মুহাম্মদ নযীর সুলতানী, প্রমুখ। শিক্ষক মহোদয় বড় মহব্বতের সাথে তালীম-তরবিয়ত দিয়েছেন। তাদের তরবিয়তের ফলে দ্বীনের খাদেম হলাম।

তাঁদের ব্যবহারিক তরবিয়তের ছোট্ট একটা দৃষ্টান্ত দিই। একবার আসরের দিকে খেলার মাঠে যাওয়ার আগে বুট ভাজা খাচ্ছিলাম। কয়েকটা পড়ে গেল। দেখলাম আমাদের শিক্ষক মৌলানা মুহাম্মদ শফি আশরাফ তুলে ফু দিয়ে খেয়ে নিলেন।

আমার ক্লাসে ১৬-১৭ জন ছাত্র। এর মধ্যে স্মরণ আছে মওলানা মোহাম্মদ এরশাদ বশীর, মওলানা বশীর আহমদ কাদিয়ানী, মওলানা মাসুদ আহমদ ঝিলামী, মওলানা নাসির আহমদ খান (মুবাল্লেগ লেবানন) প্রমুখ। মওলানা মাসুদ ঝিলামী আমার পরম বন্ধু ছিলেন। পরস্পর সহযোগিতা ছিল, সুখ-দুঃখে একে অপরের সাথী ছিলাম। পরবর্তীতে আরো যাদের সঙ্গে পড়াশুনা করেছি তাদের মধ্যে রয়েছেন মওলানা উসমান চিনী, মওলানা আব্দুল ওয়াহাব আদম (আমীর ঘানা), মওলানা মাহমুদ আহমদ শুবুতী (মুবাল্লেগ, আদন-ইয়েমেন)। আমার আরেকজন সহপাঠী ছিলেন মওলানা আব্দুল আযীয ওয়ায়েস (মুবাল্লেগ, ফিজি)। দু'জনের নাম আব্দুল আযীয হওয়াতে আমি পার্থক্য করার জন্য আমার নামের পরে পারভেজ যুক্ত করতে চাইলে আমার শিক্ষক আবুল আতা জলন্ধরী সাহেব বললেন যে পারস্য সম্রাট পারভেজ রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর পত্রের অবমাননা করে এবং তাঁকে হত্যার জন্য লোক পাঠিয়ে তার পূর্বেই রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ধ্বংস হয়েছিল। তাই তার নাম যুক্ত না করে তিনি আমার নামের সঙ্গে সাদেক শব্দটি যুক্ত করে দিলেন।

জামেয়ায় আল্লাহ্‌র ফযলে আমার ফলাফল ভাল ছিল। জামেয়ায় ছয় বছর পড়ার পর জামেয়াতুল মুবাশ্‌শেরীনে তিন বছর উচ্চতর পড়াশুনা করে আল্লাহ্ তা'লার ফযলে শাহেদ ডিগ্রী লাভ করলাম। এখন শাহেদ ডিগ্রী প্রদানের পদ্ধতিতে কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। এছাড়াও এর মধ্যে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় ও পেশওয়ার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স-ইন-এ্যারাবিক বা মৌলভী ফাযেল ডিগ্রী লাভ করলাম।

পাশের পর রাবওয়ায় বিভিন্ন দপ্তরে আমাকে কাজ শেখার উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়। সে সময় নেযারত তালীম, নেযারত মাল, নেযারত উমূরে আমা, প্রভৃতি বিভাগে আমার কিছু দিন কাজ করার সুযোগ হয়। এরপর একজন সিনিয়ার মুরব্বী মৌলানা সৈয়দ আহমদ আলী শাহ্-এর অধীনে প্র্যাক্টিকাল অভিজ্ঞতা অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রায় এক বছরের জন্য আমাকে লায়লপুর (বর্তমান ফয়সালাবাদ)-এ পাঠানো হয়। আমার সাথী ছিলেন মওলানা আব্দুল আযীয ওয়ায়েস।

"১৯৯২ সালের ২৯ অক্টোবর বকশীবাজারে আমাদের মসজিদ আক্রান্ত হলে আমার হাঁড় ভেঙ্গে দেয়া হয়, মাথা ফাটিয়ে দেয়া হয়। হাসপাতালে অন্য রোগীরা জিজ্ঞাসা করেন কিভাবে আহত হয়েছি, তখন বলি যে, মৌলবীদের আক্রমণে এ হাল হয়েছে। তারা বিস্ময় প্রকাশ করে যে, কেমন মৌলবী, ধর্মের নামে এভাবে আঘাত করে!"

মওলানা সৈয়দ আহমদ আলী শাহ সাহেব আমাদেরকে বিভিন্ন গ্রামে-গঞ্জে ও মফস্বল টাউনে নিয়ে যেতেন এবং ব্যবহারিক শিক্ষা দিতেন। উনার কাছ থেকে অনেক শিখেছি; তালীম, তবলীগ, বহস, তরবিয়ত, প্রভৃতি। পরম মহব্বত ও স্নেহ-মমতার সাথে শিক্ষা দিয়েছেন। উঠতি বয়সের ছিলাম, ঘুমের প্রয়োজন ছিল। উনি লক্ষ্য রাখতেন। একবার স্মরণ আছে, তাহাজ্জুদের সময় তিনি উঠে

তাহাজ্জুদ পড়লেন, কিন্তু আমাদের ওপর গরম কাপড় দিয়ে দিলেন, যেন আরেকটু ঘুমাতে পারি। কখনো ফজরের আযানের পর আমাদের উঠাতেন। তাঁর স্নেহ-মমতা,সুশিক্ষার অনেক প্রভাব আমি আজো অনুভব করি, স্মরণ করি।

এরপর স্বাধীন মুরব্বী হিসেবে প্রথম পোস্টিং হয় ফয়সালাবাদের কাছে সমুদ্রী নামক স্থানে। সেখানকার একটি ঘটনা: একবার সফরে মামু-কাঞ্জন নামের এক এলাকায় গেলাম। সেখানকার গয়ের আহমদী জামে মসজিদে একটা জামেয়া চালু ছিল ধর্মীয় উচ্চ-শিক্ষার জন্য। ঘুরতে ঘুরতে সেখানে দুপুর হয়ে গেল। এরই মাঝে কথায় কথায় তারা বুঝে গেল যে আমি আহমদী। ধর্মীয় আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক শুরু হল। যোহরের সময় তারা বড় জামাত করলেন, আমি পৃথক দাঁড়িয়ে নামায পড়লাম। এরপর আবার আলোচনা শুরু হল। অনেক ছাত্র-শিক্ষক শামিল হলেন। আলোচনার মধ্যে তাদের একজন শিক্ষক কিছু অনৈতিক/অযৌক্তিক কথা বলে আমাকে কষ্ট দিলেন। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে লাগলো। তখন তাদের মাঝে একজন অবস্থা দেখে আমাকে নিরাপদে নিকটতম স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট সাহেবের কাছে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করলেন। উঠে আসার সময়ও কেউ কেউ আমাকে ধাক্কা দেয়, আঘাত করার চেষ্টা করে। কয়েকজন অবশ্য এমন আচরণের নিন্দাও করেন।

চলে আসার ১০/১২ দিন পর আহমদী ভাইদের মাধ্যমে জানতে পারলাম, যিনি আমাকে অপমান করতে চেয়েছিলেন, ধাক্কা দিয়েছিলেন, তিনি মহা পরীক্ষায় নিপতিত হয়েছেন। তার নারীঘটিত কেলেঙ্কারী প্রকাশ পায় এবং এভাবে আল্লাহ্ প্রদত্ত উচিত শাস্তির শিকার হন।

এরপর ১৯৬৩/১৯৬৪ তে আমার পোস্টিং হয় বাংলাদেশে (অর্থাৎ তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে)। তখন মৌলবী মোহাম্মদ সাহেব প্রাদেশিক আমীর। তিনি আমাকে ঢাকা থেকে উত্তর বঙ্গের বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর ইত্যাদি এলাকার জন্য দায়িত্ব দিলেন। আহমদনগর সেন্টার করা হল। পরবর্তীতে কিছুদিন ব্রাহ্মণবাড়িয়াতেও দায়িত্ব পালন করি।

১৯৬৮ সালে রাবওয়া জলসায় যাওয়ার প্রস্তুতির জন্য ঢাকায় আসলাম। এখানে উথলী জামা'তের বিশিষ্ট বুযুর্গ আমীর হোসেন সাহেবের বড় কন্যা হোসনে আরা বেগমের সাথে আমার বিয়ে হল।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) কুরআনের বাংলা অনুবাদের কাজের জন্য বোর্ড গঠন করলেন। এর সদস্য ছিলেন মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব, মৌলানা চৌধুরী মুজাফ্ফর উদ্দিন, এডিটর রিভিউ অফ রিলিজিয়ন্স, এবং খাকসার আব্দুল আযীয সাদেক। হুযূর (রাহে.) পরামর্শ চাইলে মৌলানা কাযী মুহাম্মদ নযীর লায়লপুরী, নাযের ইসলাহ ও ইরশাদ এবং মৌলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার আমার নাম সুপারিশ করেন। কমিটিকে রাবওয়া জলসার পর মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব রাবওয়া অবস্থান কালে একত্রে কাজ করতে বলা হয়। আমাকে এ কাজের জন্য রাবওয়ায় রেখে দেয়া হয়। এভাবে ১৯৬৯ সালের রাবওয়া জলসার পর থেকে কুরআনের বাংলা অনুবাদের জন্য আমি রাবওয়ায় অবস্থান করি। সেই সাথে চিঠিপত্র অনুবাদের কাজও করি। আমার স্ত্রী আমাদের নবজাত বড় মেয়েকে নিয়ে পরের বছর জলসার সময় রাবওয়ায় আসেন।

১৯৭০ সালের জলসার পর মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব বেশ কিছু দিন রাবওয়া অবস্থান করেন। আমরা তিন জন একসঙ্গে বসে কাজ করতাম। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব ঢাকা চলে আসলেন। আমরা দুইজন কাজ করতে থাকলাম। ৮-১০ মাস পর মৌলানা চৌধুরী মুজাফ্ফর উদ্দিন সাহেব ইন্তেকাল করলেন। আমি একা কাজ করতে থাকলাম। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এক পর্যায়ে হুযূর (রাহে.) আমাকে বাংলাদেশে পাঠালেন যেন মৌলভী মোহাম্মদ সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করতে পারি।

১৯৭৯ সালে আমি স্ত্রী, দুই পুত্র, দুই কন্যা সহ দেশে চলে আসি। পরে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে আরেক কন্যা সন্তান দান করেন। এরপরে দেশে কুরআনের অনুবাদ ও বিভিন্ন এলাকায় তবলীগ ও তালীম-তরবিয়তের কাজের সুযোগ পেয়েছি, ধর্মের জন্য রক্ত দেয়ার সুযোগ পেয়েছি।

১৯৯২ সালের ২৯ অক্টোবর বকশীবাজারে আমাদের মসজিদ আক্রান্ত হলে আমার হাঁড় ভেঙ্গে দেয়া হয়, মাথা ফাটিয়ে দেয়া হয়। হাসপাতালে অন্য রোগীরা জিজ্ঞাসা করেন কিভাবে আহত হয়েছি, তখন বলি যে, মৌলবীদের আক্রমণে এ হাল হয়েছে। তারা বিস্ময় প্রকাশ করে যে, কেমন মৌলবী, ধর্মের নামে এভাবে আঘাত করে!" যাহোক, সময়ের সাথে আল্লাহ্ আরোগ্য দিয়েছেন। হাতে মাথায় আঘাতের চিহ্ন এখনও আছে। ইনশাআল্লাহ্, এ চিহ্ন নিয়েই এ জগত থেকে বিদায় নিব।

এছাড়াও বাহেরচরে বিরুদ্ধবাদীদের দ্বারা গুরুতর আহত হওয়া, মাহিল্যায় কারাবরণ, (বাহেরচর ও মাহিল্যার ঘটনাবলী ইতিপূর্বে পাক্ষিক আহমদীতে প্রকাশিত হয়েছে) প্রভৃতিসহ দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় তবলীগের সুযোগ আল্লাহ্ তা'লা দান করেছেন। আহমদনগর থেকে কয়েক মাইল দূরে প্রতিষ্ঠিত কমলাপুকুরী জামা'তসহ বিভিন্ন এলাকায় সূচনালগ্নে কাজের সুযোগ হয়েছে।

বর্তমানে হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আরবী পুস্তক 'আল ইস্তিফ্‌তা' এর অনুবাদ করছি। আমি খুবই আনন্দিত ও সৌভাগ্যবান যে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে আরোগ্য দান করে ধর্মের সেবা করার আরো সুযোগ দিয়েছেন, কুরআনের সেবার সুযোগ দিয়েছেন। আলহাম্‌দু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

অনুলিখন : ***আব্দুল্লাহ্ শামস বিন তারিক***

পাক্ষিক আহমদী-তে আপনিও লিখুন

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের মুখপত্র পাক্ষিক আহমদী নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এতে আপনিও ধর্মীয় গবেষণামূলক প্রবন্ধ, ইসলামী দর্শন বিষয়ক নিবন্ধসহ তথ্য সমৃদ্ধ বিজ্ঞান বিষয়ক, লেখা-পড়া ও ভ্রমণ সংক্রান্ত লেখা পাঠাতে পারেন।

লেখা অবশ্যই স্পষ্ট হতে হবে এবং ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠে লিখে পাঠাতে হবে। ই-মেইলেও লেখা পাঠাতে পারেন।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা :

সম্পাদক, পাক্ষিক আহমদী
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪, বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১
ই-মেইল: pakkhik_ahmadi@yahoo.com,
masumon83@yahoo.com

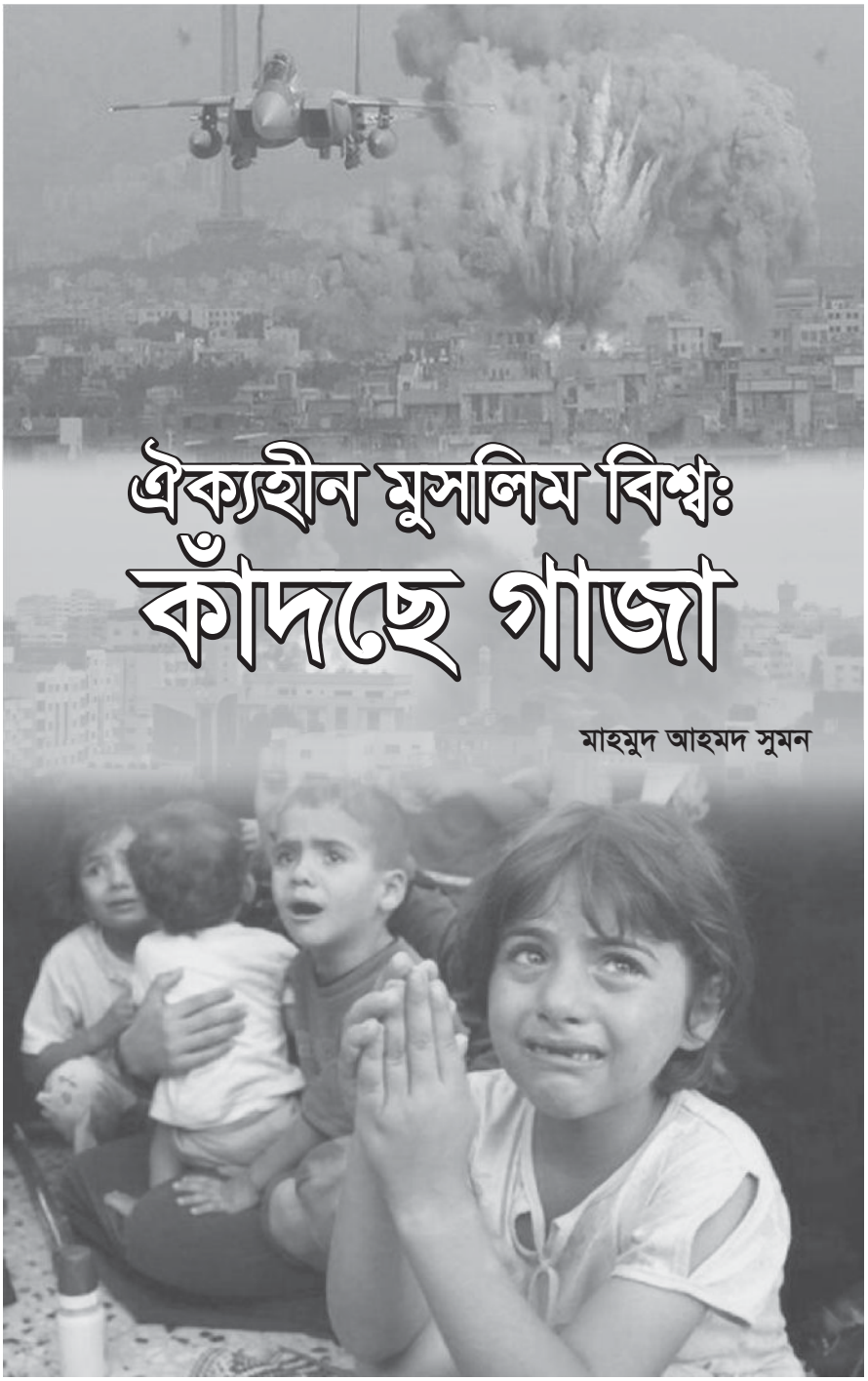

ঐক্যহীন মুসলিম বিশ্বঃ কাঁদছে গাজা

মাহমুদ আহমদ সুমন

আল্লাহ্‌পাক এই পৃথিবীতে অসংখ্য নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন যাতে মানবের সংশোধন হয় আর তারা দলে-উপদলে বিভক্ত না হয়ে সবাই যেন একই সৃষ্টি কর্তার ইবাদত করে। এক নেতৃত্বের অধিনে থেকে জীবন পরিচালিত করানোর লক্ষ্যেই খোদা তা'লা নবী-রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছেন।

আজ মুসলিম জাহানের অবস্থার দিকে লক্ষ্য করলে সহজেই বুঝা যায়, তাদের অবস্থা কোন পর্যায় গিয়ে পৌঁছেছে। সমগ্র মুসলিম জাহান আজ চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন। শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুসারী মুসলমানরা আজ সন্ত্রাসী বলে চিহ্নিত হচ্ছে। এর কারণ কী? আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে মনে হয় এর মূল কারণ হচ্ছে, মুসলমান আজ পবিত্র কুরআনের আদেশ ও শ্রেষ্ঠ নবীর শিক্ষার ওপর আমল করা ছেড়ে দিয়ে মাজহাব নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। পবিত্র কুরআন কি বলে, তার অনুসরণ না করে মাজহাবের অনুসরণ করছে।

মানুষ হিসেবে আমরা তো সবাই একই উম্মাহর অন্তর্ভূক্ত, তাহলে কেন এতো হানাহানি? একে অপরকে সহ্য করতে পারছি না অথচ এক জাতি হিসেবেই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে সৃষ্টি করেছেন। যেভাবে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'নিশ্চয় তোমাদের এই উম্মত একই উম্মত এবং আমিই তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক। অতএব তোমরা আমার ইবাদত কর' (সূরা আম্বিয়াঃ ৯৩)। আরো বলা হয়েছে 'আর জেনে রাখ তোমাদের এ সম্প্রদায় একটিই সম্প্রদায়। আর আমি তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক' (সূরা মোমেনুনঃ ৫৩)। সবার সৃষ্টি যেহেতু একই ঐশী-উৎস থেকে, তাই সকলের মূল কাজ হলো সবার মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করা। আজ একেক মাজহাবের অনুসারীরা যার যার সুবিধা অনুযায়ী মতবাদ তৈরী করে নিয়েছে আর তা দিয়ে একে অপরকে আঘাত করছে।

গত একমাস ধরে গাজায় ইসরায়েলীরা যে ভয়াবহ নারকীয় তাণ্ডবলীলা চালিয়েছে, তাকে কোন ধর্মই অনুমতি দিতে পারে না। নিরীহ নিরপরাধ অবোধ শিশুদের ওপর একের পর এক বর্বরোচিত হামলা, এটা কোন ভাবেই মেনে নেয়া যায় না। গাজা সিটির আল শিফা হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে নুর, খালেদ ও ইয়ামিনের মত নাম না জানা আরো অনেকেই, যাদের বয়স এক থেকে দশ বছরের মধ্যে। এই হাসপাতালেই গত কয়েক দিনে মারা গেছে তাদেরই মতো প্রায় ৫০০ শিশু। এই শিশুদের একটিই প্রশ্ন, 'কেন তারা বিশ্বের অন্য শিশুদের মতো বাঁচতে পারবে না? তাদের দাবী হচ্ছে– আমাদেরকে স্বাধীনভাবে বাঁচতে দাও'।

গত ৮ জুলাই থেকে ইসরাইলী অভিযান শুরুর পর গাজায় প্রায় দুই হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছে যাদের অধিকাংশই সাধারণ নাগরিক ও শিশু। আহত হয়েছে বেশ কয়েক হাজার মানুষ। অপর দিকে গাজার হামাস যোদ্ধাদের পাল্টা হামলায় ইসরাইলের ৬০-৭০ জন সেনা নিহত হয়েছে। ইসরাইল হামাসের বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছে, কিন্তু এর শিকার হচ্ছে নিরপরাধ সাধারণ মানুষ ও অবোধ শিশু।

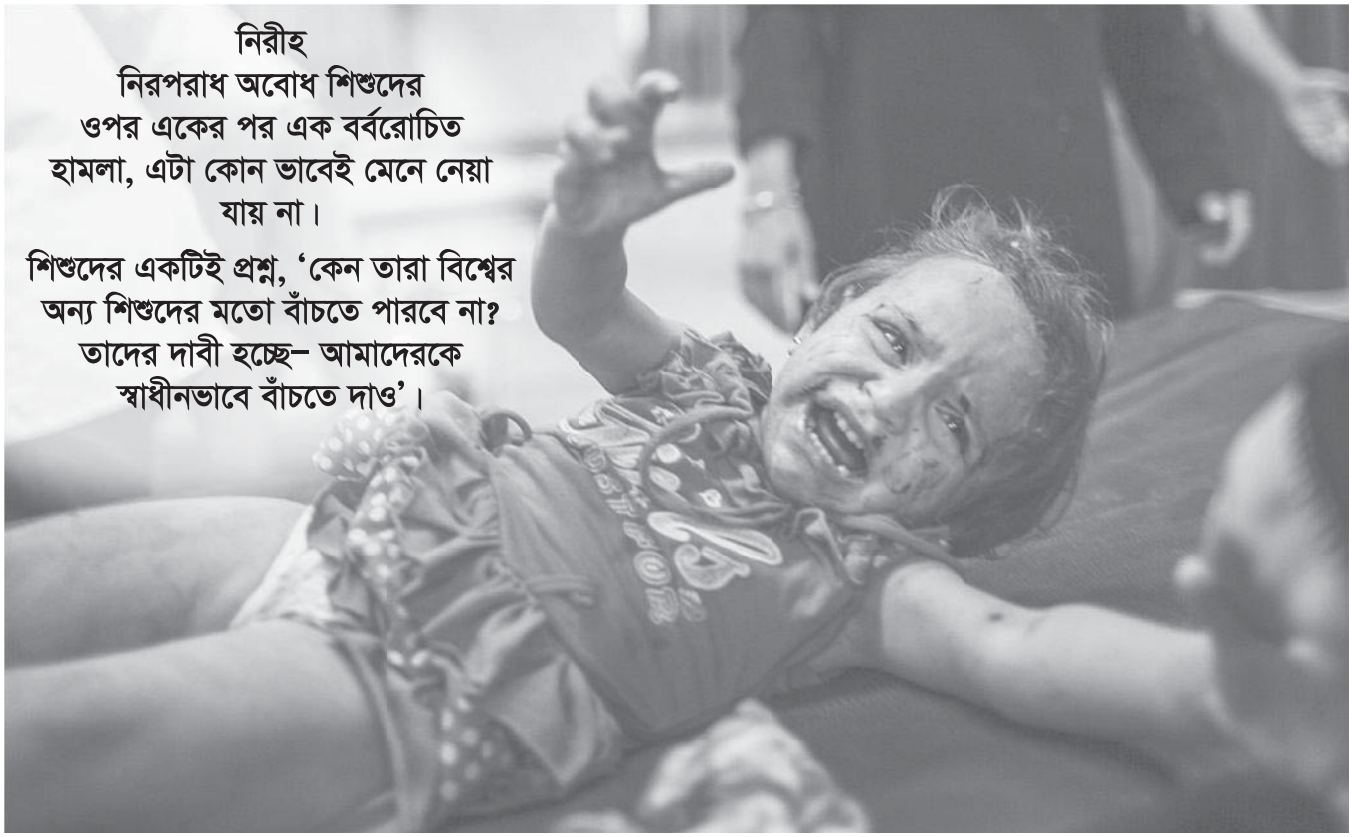

নিরীহ নিরপরাধ অবোধ শিশুদের ওপর একের পর এক বর্বরোচিত হামলা, এটা কোন ভাবেই মেনে নেয়া যায় না।

শিশুদের একটিই প্রশ্ন, 'কেন তারা বিশ্বের অন্য শিশুদের মতো বাঁচতে পারবে না? তাদের দাবী হচ্ছে– আমাদেরকে স্বাধীনভাবে বাঁচতে দাও'।

যদিও ইসরাইলী সেনাবাহিনী গাজার বিভিন্ন শহর ও নগরে হামাস সদস্যদের সন্ধানে ঘরে ঘরে হামলা চালানো শুরু করে হামাস সংগঠনের নামে যে আক্রমণ চালাচ্ছে, কিন্তু তাতে প্রাণ হারাচ্ছে শত শত নিরীহ জনগণ। দেখা যায়, একজনের বিপরীতে এক-দেড়'শ নিরীহ মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে। এই নারকীয় তাণ্ডবলীলার জন্য ইসরাইলে ভবিষ্যতে কি ঘটবে তা কেবল খোদাই ভালো জানেন।

গাজার ইতিহাস সম্পর্কে যা জানা যায় তা হলো, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর লীগ অব নেশনসের ম্যান্ডেট অনুযায়ী গাজা ফিলিস্তিনের একটি অংশ হয়। ১৯৪৮ সালে ইসরায়েল প্রতিষ্ঠার সময় মিসর এ এলাকাটা দখল করে। তখন পাশের এলাকার ফিলিস্তিনিরা গিয়ে সেখানে আশ্রয় নেয়। তারা এবং তাদের পরবর্তী প্রজন্ম এখনো জাতিসংঘের শরণার্থী শিবিরে বাস করছে। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে গাজা ইসরায়েলের দখলে চলে যায় এবং সেখানে প্রায় আট হাজার ইহুদি বসতি স্থাপন করে। তবে ২০০৫ সালে সব ইসরায়েলী সেনা ও বসতি স্থাপনকারীরা গাজা ত্যাগ করে। গাজায় জনসংখ্যা এখন ১৫ লাখ। জাতিসংঘের হিসেবে এদের তিন-চতুর্থাংশই হচ্ছে শরণার্থী। গাজার দৈর্ঘ্য ৪০ কিলোমিটার আর প্রস্থ ছয় থেকে ১২ কিলোমিটার। ২০০৫ সালে ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ গাজার নিয়ন্ত্রণ নেয়। পরের বছর নির্বাচনে জিতে হামাস গাজা ও পশ্চিম তীরে সরকার গঠন করে। হামাস ও ফাতাহ মিলে একটি ঐক্যের সরকারও হয়। তবে ফাতাহর নেতা প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস ফিলিস্তিনী পার্লামেন্ট ভেঙে দিলে আবার অনৈক্য দেখা দেয়। ২০০৭ সালের জুন মাসে হামাস অভিযোগ করে, ফাতাহর বাহিনীগুলো অভ্যুত্থান ঘটিয়ে গাজার নিয়ন্ত্রণ নেয়ার চেষ্টা করছে। এরই মধ্যে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় হামাসকে সহিংসতা পরিহার করে ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি তোলে, না হলে তাকে বয়কট করা হবে বলে ঘোষণা দেয়।

গাজা ভূখণ্ডের পশ্চিমে রয়েছে ভূমধ্যসাগর, দক্ষিণ-পশ্চিমে রয়েছে মিশর এবং উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বে রয়েছে ইসরাইল। যদিও জাতিসংঘে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গাজা ভূখণ্ডের স্বাধীনতা পুরোপুরি স্বীকৃত নয়, তবে এই অঞ্চলটি ফিলিস্তিনী হামাস শাসন করছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ইসরাইল এবং জাপান হামাসকে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।

এখন অবস্থা এমন পর্যায়ে দাড়িয়েছে যে, স্বাধীন ফিলিস্তিন প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত মনে হয় এ সংকটের কোন সমাধান নেই। ইসরাইলি সৈন্যদের কেন এই বর্বরতা? ইসরায়েলীদের দাবি, যুদ্ধবিরতির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর হামাস সংগঠনের ছোড়া রকেট আক্রমণই তাদেরকে এই সামরিক অভিযান শুরু করতে বাধ্য করেছে। হামাসের এই আক্রমণে ইসরাইলের এমন কি ক্ষতি হয়েছে যে নিঃস্পাপ শিশুদের রক্তে গাজার রাজ পথ রঞ্জিত করতে হচ্ছে? সত্য যে, ফিলিস্তিনে হামাস বলে একটা সংগঠন আছে, যারা মনে করে যে, ফিলিস্তিনীদের সরিয়ে দিয়ে দখলদার ও কৃত্রিম ইসরাইল রাষ্ট্রটির সেখানে টিকে থাকার কোনো অধিকার নেই। যদিও ইসরাইলীরা দাবী করছে হামাস সংগঠনের ছোড়া রকেট আক্রমণই তাদেরকে বাধ্য করেছে এমন আঘাত হানতে। প্রশ্ন হলো হামাসের ছোড়া রকেটে তাদের কতজন প্রাণ হারিয়েছে? কিন্তু এর জবাবে তারা সর্বাধুনিক প্রযুক্তির বিমান ও জাহাজ দিয়ে আক্রমণ করে শত শত নিরীহ মানুষ হত্যা করা শুরু করেছে। এমতাবস্থায় সমগ্র বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের প্রশ্ন-

ফিলিস্তিনে বোমা পড়ে নিরীহ মানুষ যেখানে প্রাণ হারাচ্ছে সেক্ষেত্রে জাতিসংঘই বা কী করছে আর আরব লীগও বা কী করছে?

ভেবে দেখুন, নিষিদ্ধ সংগঠন হামাস, অবৈধ দখলদারির প্রতিবাদে রকেট ছুড়ছে আর তা পড়ছে খোলা ময়দানে। আর ইসরায়েল এই নিষিদ্ধ সংগঠন হামাস এর জবাব দিচ্ছে নিঃষ্পাপ শিশুদেরকে হত্যা করে। এই ধরনের অমানুষিক কর্মকান্ডের জন্য সব দেশের উচিত ছিলো ইসরাইলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। সব দেশ না করলেও মুসলিম-বিশ্ব তো পারতো এর প্রতিবাদ করতে, কিন্তু দেখা যায়, আরব বিশ্বসহ অন্যান্য দেশও ইসরাইলী বর্বরতার বিপক্ষে সোচ্চার না হয়ে বরং নীরবতা পালন করছে। প্রশ্ন হলো, সারা বিশ্বের কেন এই নীরবতা? ইসরাইলের পররাষ্টমন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কোন্ কোন্ আরব দেশের সম্মতিতে গাজায় হামলা চালিয়েছেন? বেশ অপ্রস্তুতভাবেই তিনি বলেছেন, 'সহনশীল আরব'। হামাসকে ধ্বংস করার জন্য তারা হাত মিলিয়েছে ইসরাইলের সঙ্গে। আরব বিশ্ব কেন সহনশীল? তারা কি ইসরাইলের এই বর্বর হামলার প্রতিবাদ করতে পারে না? এখানে সন্ত্রাস নির্মূলের প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন হচ্ছে মানবতার।

হামাস মতাদর্শের সমর্থন আমরা করি না ঠিকই, কিন্তু গাজার নিরীহ জনগণকে কোন্ অপরাধের জন্য নির্মম ভাবে হত্যা করা হচ্ছে? এটাই সারা বিশ্বের দরবারে আমাদের প্রশ্ন। দোষ যদি আমি করে থাকি তাহলে তার শাস্তি আমারই প্রাপ্য। আমার অপরাধের জন্য আমার পিতা-মাতা, ভাই-বোন বা আত্মীয়স্বজন শাস্তি পাবে, তা হয় না। আর পবিত্র কুরআনের শিক্ষাও এটাই।

হামাস সংগঠনের লোকদেরকে নির্মূল করতে ইসরাইলীদের এই বেপরোয়া হামলা কোন ভাবেই মেনে নেয়া যায় না। কোন্ অপরাধে চারদিনের সেই নিঃষ্পাপ শিশুটিকে হত্যা করা হলো, এর জবাব কি হামাস বা ইসরাইলী সৈন্যদল দিতে পারবে?

আজ **এত এত মুসলমান দেশ থাকা সত্ত্বেও কেন পারছে না গাজার অবোধ-শিশুদেরকে রক্ষা করতে? এর একমাত্র কারণ হলো, মুসলিম জাতি আল্লাহ্ প্রদত্ত ঐশী নেতার আনুগত্য স্বীকার করছেনা। যেহেতু আল্লাহ্ তা'রার খলীফার আনুগত্য থেকে তারা দূরে তাই গাজার নিরিহ, অবোধ শিশুদের কথাই বলুন আর ইরাক, ইরান এবং আফগানিস্তানের কথাই বলুন না কেন সমগ্র বিশ্বময় যেন অশান্তি আর অশান্তি বিরাজ করছে।**

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) সম্প্রতি তাঁর এক জুমআর খুতবায় এ সম্পর্কে বলেন 'আজ একান্ত আক্ষেপের সাথে আমাদেরকে এ কথাও বলতে হয় যে, অনেক মুসলমান দেশের দুর্ভাগ্য, তাদের মাঝে সেই ঐক্য নেই, সেই একতা নেই। প্রজা প্রজার বিরুদ্ধে যুদ্ধরত, প্রজা সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, সরকার জন-সাধারণের ওপর অত্যচার করছে এক কথায় শুধু ঐক্য এবং সংহতি হারিয়ে যায় নি, বরং যুলুম এবং অত্যচারও চলছে এবং অত্যাচারের ওপর, যুলুমের ওপর জোরও দেয়া হচ্ছে। এই ঐক্য এবং সংহতির ঘাট্তির ফলেই আজ ভিন্-জাতি মুসলমানদের বিরুদ্ধে যাচ্ছে-তাই করার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছে। আর এ কারণেই ইসরাঈলও নির্দয়ভাবে নিরীহ ফিলিস্তিনীদের উপর্যুপরী হত্যা করে চলেছে। যদি মুসলমানদের ভিতর ঐক্য থাকত, সংহতি থাকত, খোদার বর্ণিত পথে তারা চলত, তাহলে মুসলমান দেশগুলোর এত শক্তিধর রয়েছে, এত বড় শক্তি তারা যে, তাদের ওপর এভাবে যুলুম করা তাদের ওপর সম্ভব হত না। যুদ্ধেরও কিছু নীতি আছে।

ইসরাঈলীদের মোকাবেলায় ফিলিস্তিনীদের শক্তি নাই বললেই চলে, যদি এটি বলা হয় যে, হামাসও অন্যায় করছে বা যুলুম করছে, তবে মুসলমান দেশগুলোর উচিত তাদেরকে বাধা দেয়া। কিন্তু উভয় পক্ষের যুলুম-অত্যাচারের তুলনা এভাবে করা যায় যে, এক ব্যক্তি অন্যায়ের জন্য লাঠি ব্যবহার করছে, লাঠি চালাচ্ছে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি কামান চলাচ্ছে। মুসলমান দেশগুলোর-এর প্রতি শোক প্রকাশ করলেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যাবে। সম্প্রতি তুর্কীতে শোক পালন করা হয়েছে। একইভাবে পাশ্চাত্য নিজেদের ভূমিকা পালন করছে না। তাদের উচিত ছিল উভয় পক্ষকে কঠোরভাবে বারণ করা। যাহোক, আমরা কেবল দোয়া করতে পারি।

আল্লাহ্ তা'লা নিরীহ জাতিকে অত্যাচারী জাতি হতে রক্ষা করুন। তাদের দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করুন। অনুরূপভাবে মুসলমান দেশগুলোর ওপর অত্যাচার দিন দিন বাড়ছে, নৈরাজ্য দিন দিন বাড়ছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও বিবেক বুদ্ধি দিন। কলেমা পাঠকারীরা একজন আরেকজনের হাত যেভাবে রঞ্জিত করছে, তা যেন তারা এড়িয়ে চলতে পারে। তাদের নিজেদের মাঝে ঐক্য এবং সংহতি প্রতিষ্ঠিত হোক। এছাড়া প্রকৃত অর্থে ইবাদত হতে পারে না এবং লাইলাতুল ক্বদর দেখার স্বপ্নও বাস্তবায়িত হতে পারে না। কেননা, জাতির মাঝে যদি ঐক্য না থাকে, সংহতি হারিয়ে যায়, তাহলে লাইলাতুল ক্বদরও উঠিয়ে নেয়া হয়।" (খুতবা জুমুআ, ২৫ জুলাই, ২০১৪)। আল্লাহ্ তা'লা মুসলিম-বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সৌভাগ্য এবং ঐশী নেতাকে মানার তৌফিক দান করুন, আমীন।

হামাস মতাদর্শের সমর্থন আমরা করি না ঠিকই, কিন্তু গাজার নিরীহ জনগণকে কোন্ অপরাধের জন্য নির্মম ভাবে হত্যা করা হচ্ছে? এটাই সারা বিশ্বের দরবারে আমাদের প্রশ্ন। দোষ যদি আমি করে থাকি তাহলে তার শাস্তি আমারই প্রাপ্য।

masumon83@yahoo.com

আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ পালন করতে গিয়ে সাদা পাখী (White birds) শিকার করার আনন্দ ও তৃপ্তি

কাওসার আহমদ, হল্যান্ড

হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-কে দেখানো হয়েছিল যে, তিনি শুভ্রসাদা পাখী ধরে যাচ্ছেন। অর্থাৎ ইউরোপিয়ান অথবা পশ্চিমা দেশসমূহের সাদা চামড়ার লোকদের ইসলাম গ্রহণ করে জামা'তে অন্তর্ভূক্ত হওয়ার শুভ সংবাদ দেওয়া হয়েছে। গত ২৭ এপ্রিল হল্যান্ডে *রাজা দিবস* (**Kings day)** পালিত হয়। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও বিভিন্ন শহরে জামা'তের বইপুস্তক সম্বলিত বুক স্টলের ব্যবস্থা ছিল। অনেক লোককে তবলিগ করার সুযোগ হয়, তবে এর মাঝে এক ডাচ খ্রীষ্টান মিস্টার আরিয়ান ফিসার সাহেব ছিলেন খুবই ধার্মিক।

ভদ্রলোক ***মিস্টার আরিয়ান ফিসার*** ৩ ঘটিকায় বুক স্টলে আসেন এবং জানার জন্য বিভিন্ন প্রশ্ন করতে শুরু করে দেন। আমি বুঝতে পারলাম যে, এই লোক একজন ধার্মিক-খ্রীষ্টান হবেন। যাহোক মনে মনে দোয়া করতে করতে জামা'তের পরিচয় জানাতে শুরু করি এবং সেই সাথে কিছু ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলি। ১০ মিনিট অতিক্রান্ত হতে না হতেই ভদ্রলোকটি নির্দ্বিধায় বললেন যে, '***আজ সৃষ্টিকর্তা আমার দোয়া কবুল করেছেন।***' আমি বিষয়টি জানতে চাইলে তিনি বললেন, আজ আমি ঘর থেকে বের হওয়ার পূর্বে দোয়া করেছিলাম, 'হে খোদা তুমি আজ আমাকে তোমার পক্ষ থেকে এমন কিছু সত্য দেখাও বা এমন কোনো বিশেষ ব্যক্তির সাক্ষাৎ করিয়ে দাও, যেন আমি সত্যকে জানতে পারি এবং সেই পথে চলতে পারি। খোদা আজ আমার মন-বাসনা পূর্ণ করেছেন।'

আর বিলম্ব না করে আমি উনাকে নিয়ে একটি ক্যাফেতে বসলাম, কফি ও আলুর চিপস খেতে খেতে তবলিগী আলোচনা করতে লাগলাম সন্ধ্যা ৭ টা পর্যন্ত।

অদ্ভুত এক অবস্থা আমি উপলব্ধি করছিলাম যে, লোকটি প্রচন্ড জ্ঞান-পিপাসু, যা কিছু আমার কাছে শুনছে, সব গোগ্রাসে গিলছে। জীবন্ত খোদার জলন্ত নিদর্শনের ঘটনা একের পর এক বলে যাচ্ছিলাম, যেগুলো আল্লাহ্ তা'লা আহমদীয়া জামা'তের পক্ষে দেখিয়েছেন, আর ভদ্রলোক গোগ্রাসে তা খেয়ে যাচ্ছিলেন অর্থাৎ বিশ্বাস করে যাচ্ছিলেন, যা তার চোখ ও চেহারা দেখে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছিল।

একশত বছর পূর্বে ডা: আলেকজান্ডার ডুই এর পরিণতি, যা তখনকার পত্রিকাতে বড় বড় অক্ষরে হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) এর ছবি সহ খবর ছাপা হয় যে, "মহান বিজয়ী হলেন মির্যা গোলাম আহমদ এবং ডা: আলেকজান্ডার ডুই এর করুন পরিণতি"। দু'দিন পর আমি মিস্টার আরিয়ান সাহেবকে আমার ঘরে দাওয়াত করে ইন্টারনেট খুলে গুগল সার্চ এ "ডা: আলেকজান্ডার ডুই" লিখা মাত্রই সমস্ত ঘটনা ও খবর সমানে এসে যাওয়াতে ভদ্রলোকের বিশ্বাস জামা'তের প্রতি আরো গভীর থেকে গভীরতর হতে লাগলো। পাকিস্তানে ভূট্টো সাহেব ও জিয়াউল হক সাহেবের করুন পরিণতির কথাও তার মনে গভীর রেখাপাত করে।

ঘন্টার পর ঘন্টা তবলীগ করার পর গত মে মাসে হল্যান্ড এর জলসাতে তিনি অংশ গ্রহণ করেন, তারপর জুন মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের জার্মানির জলসাতে অংশ নেওয়া অবস্থায় তার ভিতরে বয়আত নেবার প্রচন্ড আগ্রহ অনুভব করলাম। এবং আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফজলে ১৫ই জুন রোববার জার্মানি জলসার ৩য় দিনে তিনি বয়আত গ্রহণ করেন এবং ইসলামের খিদমতে অংশ নেওয়া শুরু করে দিয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ্। এ তৃপ্তি আর আনন্দের অনুভূতি প্রকাশ করার মত ভাষা আমার নেই! প্রকাশ করার প্রয়োজনও নেই, শুধু আল্লাহ্রই সমীপে সেজদায় নত হয়ে থাকার মধ্যেই চরম তৃপ্তি রয়েছে।

"পরে এসে আগে বেড়ে যাবে"-আজ ইউরোপে অবস্থান করার সুবাদে সেই সব সাদা চামড়ার ইউরোপিয়ান আহমদী মুসলিমদের (সাদা পাখী) সাথে মুলাকাত করতে পারছি, যারা ইসলাম গ্রহণ করার পর দ্রুতগতিতে ইসলামের খেদমত করার কাজে নিয়োজিত হয়ে যান। তাদের মধ্যে ইসলাম প্রচার কল্পে নিজের জীবন উৎসর্গকারী ইংল্যান্ড এর বশীর আহমদ অরচার্ড সাহেব মরহুম, জার্মানীর জাতীয় আমীর এবং হল্যান্ড এর জাতীয় আমীর ও নায়েব আমীর সহ আরো বহু সাদা পাখী আল্লাহ্ তা'লার ফজলে ইসলাম গ্রহণ পূর্বক এই সত্য-ধর্ম প্রচারে দিন রাত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন, আলহামদুলিল্লাহ্।

তবলিগ সম্পর্কিত বিষয়ে এই অধমের কিছু অভিজ্ঞতা ঃ

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন মানুষকে কিভাবে তবলিগ করতে হবে এবং কোন্ বিষয়ে কথা বলতে হবে। সূরা হা মীম সিজদার (সূরা নং ৪১) ৩৪/৩৫ নাম্বার আয়াতে বলা হয়েছে যে, "এবং ওই ব্যক্তি অপেক্ষা কথায় কে বেশী উত্তম যে লোকদিগকে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করে এবং ভালো কাজ করে এবং বলে যে, নিশ্চয় আমি সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত।"

আমি মনে করি, কোনো ব্যক্তি যদি নাস্তিক হয়, তবে তাকে উপরোক্ত আল্লাহ্র নির্দেশনা অনুসারে আল্লাহ্র অস্তিত্বের প্রমাণ দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। তর্ক করা যাবে না যুক্তি ও অভিজ্ঞতার আলোকে

আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রমাণ দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। যেমন একবার ইরানের রাজধানী তেহরান থেকে এশিয়ান ফুটবল টুর্নামেন্ট খেলা শেষে ফিরে আসার সময় আমাদের প্লেনটি প্রচন্ড ঝড়ের কবলে পড়ে. প্লেনটিকে মনে হচ্ছিল একটি কাগজের টুকরার মত উড়িয়ে নিয়ে চলছে। উপরে রাখা ব্যাগ ও জিনিসপত্র ছিটকে পড়ে যাচ্ছে।

সবাই আল্লাহ্‌কে করজোড়ে ডাকাডাকি করছে। আমিও নিবিষ্টচিত্তে আল্লাহ্ তা'লার সমীপে চুপচাপ দোওয়া করে যাচ্ছিলাম। সবচেয়ে মজার ব্যাপারটা ছিল আমাদের বাংলাদেশ ফুটবল টিমের খেলোয়াড়দের মাঝে যে সমস্ত ছেলেদেরকে জানতাম যে তারা ধর্ম সম্পর্কে একেবারে উদাসীন, অন্য কথায় নাস্তিকও বলা যায়, তারাও প্লেনের ভিতরে দাঁড়িয়ে উঁচু স্বরে আযান দিচ্ছে। ওই অবস্থায় তারা ভালোভাবে বুঝতে পারছিল বা বিশ্বাস ছিল যে আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ আমাদের বাঁচাতে পারবে না!

আর যদি কেউ আল্লাহ্ বা সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহ রাজির কথা, শুকরিয়া আদায় করার কথা এবং যুগে যুগে আল্লাহ্ তা'লার পাঠানো নবী রসূলদের আগমনের ঘটনাসমূহ ও আল্লাহ্ তা'লার চিরন্তন রীতি অনুযায়ী তাদের বিরোধিতার (সূরা ইয়াসীন ৩৬ : ৩০-৩১) বিষয়টি তাদেরকে জানিয়ে দেয়, বাকী কথা তাদের বুঝতে সহজ হবে। তবে সত্য কথা এটাই যে, আল্লাহ্ যাকে হেদায়েত দিতে ইচ্ছা করবেন শুধু সে-ই হেদায়েত পাবে। আর আল্লাহ্ পাক হেদায়েত তাদেরকেই দিয়ে থাকেন, যাদের অন্তরে খোদা তা'লাকে পাওয়ার ইচ্ছা বা বাসনা আছে এবং যারা চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়।

তাইতো আমাদের প্রাণ-প্রিয় রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, যে আল্লাহ্‌র দিকে হাটতে শুরু করে, আল্লাহ্ তা'লা তার দিকে দৌড়ে ছুটে আসেন, সুব্‌হানাল্লাহ্!

আল্লাহ্ করুন, আমরা যেন সঠিক ভাবে যুগ-খলীফার পূর্ণ অনুগত থাকা অবস্থায় তাঁরই দিকনির্দেশনা অনুসারে ইসলামের খিদমত করে যেতে পারি।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের খিদমত কবুল করুন, তবলিগী ও তরবিয়তী প্রচেষ্টায় আরো বরকত দান করুন এবং সদা আমাদের ওপর সন্তুষ্ট থাকুন, আমীন। দোয়া করছি, দোয়া চাই।

নবীনদের পাতা-

হে আল্লাহ্! তুমি আমাদেরকে পুণ্যের পথে অগ্রগামী কর

মৌলবী ফরহাদ আলী

আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় উদ্ভাবনী পরিকল্পনার সুন্দরতম অভিব্যক্তিরূপে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের সত্য, সুন্দর ও কর্মানুশীলনের মধ্যেই তার সেই অভিব্যক্তির প্রকাশ। তাই পূণ্যকর্ম সম্পাদন করা মানুষের প্রকৃতিজাত লক্ষ্য–পাপ নয়। কিন্তু পাপ-পুণ্যের প্রতি মানব জীবনের আকর্ষণ সমপরিমাণ। অনেক ক্ষেত্রে পাপের প্রতি আকর্ষণই যেন অধিক বলে মনে হয়।

আজকের সমাজে যারা খ্রিষ্টান বলে পরিচিত, সেই ভাইয়েরা বলেন যে, মানুষ পাপ হতে উদ্ভুত, একজনের পাপ পরবর্তীকালে বিশাল মানবগোষ্ঠীর মধ্যে বিস্তার লাভ করেছে। পাপের উৎস স্বরূপ তারা হযরত আদম (আ.)-এর প্রতি ইঙ্গিত করে থাকেন। কিন্তু এ সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী অনেক উদার। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "আর স্মরণ কর, আমরা যখন ফিরিশ্‌তাদেরকে বলেছিলাম, তোমরা আদমের জন্য সিজদাবনত হও, তখন ইবলিস ছাড়া সবাই সিজদা করলো। সে বললো, আমি কি তার জন্য সিজদা করবো, যাকে তুমি কাদামাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছ? সে আরো বললো, একেই কি তুমি আমার ওপর প্রাধান্য দান করে সম্মান দিয়েছ? তুমি আমাকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিলে আমি অবশ্যই অল্প ক'জন ছাড়া এর বংশধরের সবাইকে ধ্বংস করে ছাড়বো" (সূরা বনী ইসরাঈল : ৬২-৬৩)।

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, আল্লাহ্ তা'লার সেরা সৃষ্টি মানুষের প্রতি সকল ফেরেশ্‌তারা আনুগত্য স্বীকার করলো কেবল ইবলিস আত্ম অহমিকা করল এবং মানুষের শ্রেষ্ঠত্বকে বিনাশ করার জন্য করলো দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা করছে যে, কতিপয় ব্যক্তি ব্যতীত সকল আদম সন্তানকে একদিন সে তার আয়ত্বাধীন করে নিবে। ইবলিসের বিরুদ্ধাচরণ এখান থেকেই শুরু। মানবের পদস্খলন ঘটাবার জন্য সে আল্লাহ্‌র নিকট থেকে কেয়ামত পর্যন্ত সময়ের প্রার্থনা করেছে। এখান থেকেই ইবলিস আর মানুষের পাপ-পুণ্যের দ্বন্দ্ব। কুরআন করীমের আরেক আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "তিনি (আল্লাহ্) বললেন, দূর হও। তাদের মাঝে যারা তোমাকে অনুসরণ করবে, নিশ্চয় জাহান্নাম হবে তোমাদের সবার পুরোপুরি প্রতিফল। উপরোক্ত আয়াতে ইবলিসের আচরণের পরিণাম-ফল ঘোষণা করা হল (সূরা বনী ইসরাঈল : ৬৪)।

ইবলিস কিয়ামতকাল পর্যন্ত মানুষকে নানা ভাবে ধোকা দিয়ে যাবে। যারা ইবলিসের ধোকায় পরবে, তাদের স্থান হল জাহান্নাম। এটিই মূলত জানানো হল। বিধির বিধান পালনের মাধ্যমে সৃষ্টির প্রবাহ চলে এসেছে। আল্লাহ্ তা'লার যে উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্য পূরণের জন্যই তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। ইবলিসের আবেদন মঞ্জুর করার পর আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আর তাদের মাঝে যাকে পার তাকে তুমি তোমার কণ্ঠস্বর দিয়ে বিপদগামী কর। আর তুমি তোমার অশ্বারোহী ও

পদাতিক বাহিনীসহ তাদের ওপর চড়াও হও, তাদের ধনসম্পদ ও সন্তান সন্ততিতে অংশীদার হও এবং তাদেরকে (মিথ্যা) প্রতিশ্রুতি দাও। আর শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে, তা কেবল প্রতারণার উদ্দেশ্যেই দিয়ে থাকে (সূরা বনী ইসরাঈল : ৬৫)। এই আয়াতে মানুষকে প্রলুব্ধ করে সৎ পথ থেকে বিভক্ত করার জন্য শয়তান-প্রকৃতির লোকদের তিন প্রকার কৌশল বর্ণনা করা হয়েছে।

(১) তারা দরিদ্র ও দুর্বলকে হিংস্রতার ভয় দেখিয়ে বশে আনতে চায়,

(২) হিংস্রতার মৌখিক ভীতি প্রদর্শনে যারা ভীত হয় না তাদের বিরুদ্ধে তারা কঠোর পন্থা অবলম্বন করে। তাদের বিরুদ্ধে পরস্পরের সহযোগিতায় পরিকল্পিত আক্রমণ চালায় এবং তাদেরকে সর্বপ্রকার নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকারে পরিণত করে এবং (৩) তারা ক্ষমতাশালী এবং অধিক প্রভাবশালী ব্যক্তিগণকে প্রলোভনের মাধ্যমে দলে ভিরিয়ে নেয়ার চেষ্টা চালায় এবং যদি তারা শুধু সত্যের সমর্থন করা থেকে বিরত থাকে, তাহলে তাদেরকে নেতা বানাবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। মানুষকে পথভ্রষ্ট করবার যত প্রকার শক্তি রয়েছে তা আল্লাহ্ তা'লা সব ইবলিসকে দিয়েছেন। এই শক্তি দেওয়ার কারণ কি? আল্লাহ্ তা'লা আবার বলছেন যে, নিশ্চয় আমার বান্দাদের ওপর তোমার কোন আধিপত্য থাকবে না এবং তোমার প্রভু প্রতিপালকই কার্যনির্বাহক হিসেবে যথেষ্ট। (সূরা বনী ইসরাঈল : ৬৬)। মানুষের আধ্যাত্মিক পুনরুত্থান ঘটা পর্যন্ত সে শয়তানী প্রলোভনের শিকার হতে পারে, অর্থাৎ- যে পর্যন্ত তার ঈমান পূর্ণতা প্রাপ্ত না হয়, সে পর্যন্ত শয়তানের দল তাকে (মানুষকে) বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করে। এটা থেকে বুঝা যায় যে, মানুষ আসলেই পুণ্যবান আর পাপ হচ্ছে তার অজ্ঞতা অর্জিত ফল।

এই বিষয়ে হুযূর (আই.) গত ১০ই জানুয়ারী ২০১৪ জুমুআর খুতবা বলেন, "আমি বলেছিলাম, কর্মের সংশোধনের পথে একটি বড় প্রতিবন্ধকতা এই যে, মানুষ মনে করে নেয়, কিছু পাপ বড় এবং কিছু পাপ ছোট, আর ছোট পাপ করতে কোন সমস্যা নাই। পরবর্তীতে মানুষ যখন একবার সেই পাপ করা শুরু করে, তখন তা ছেড়ে দেয়া মুশকিল হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় মানুষের তুলনা করার শক্তি থাকা সত্ত্বেও নিজ পরিবেশের মাধ্যমে যে ভুল শিক্ষা সে পেয়েছে, এর কারণে তা এতো শক্তিশালী হয়ে উঠে না। যে শক্তির দ্বারা সে পাপের ওপরে বিজয় লাভ করতে পারবে। পাপসমূহ দূরীভূত করার শক্তি মানুষের মাঝেই থাকে, কিন্তু যখন পাপ সমূহ সামনে এসে যায় এবং তার তুলনা করার শক্তি থাকে না, সে বলে এ পাপ করতে কি অসুবিধা, এটি তো ছোট পাপ, যার ফলে অনেক বড় উপকার সাধন হবে। ফলে তার মস্তিষ্ক পাপ মোচন করার শক্তি প্রেরণ করে না। সেই অনুভূতি মারা যায় অথবা আমরা বলতে পারি, নিয়ত-শক্তি শেষ হয়ে যায় এবং পাপ সংঘটিত হয়ে থাকে।

সুতরাং কর্মের সংশোধনের জন্য তিনটি জিনিস মজবুত হওয়া প্রয়োজন। (১) নিয়ত শক্তিকে মজবুত করা দরকার (২) জ্ঞানকে বৃদ্ধি করাও প্রয়োজন, (৩) আর কর্মক্ষমতা দৃঢ় করার প্রয়োজন রয়েছে। এটাও স্মরণ রাখা দরকার যে, জ্ঞানের প্রসারতা সত্যিকারার্থে নিয়ত শক্তির অংশ হয়ে থাকে। কেননা জ্ঞানের প্রসারতার সাথে সাথে নিয়ত শক্তিও বৃদ্ধি পায়। এভাবেও বলতে পারি যে, তখন কাজ করার প্রতি অগ্রসরমান হয়।

এ সমস্ত কথার সারমর্ম এটিই যে, আমলের সংশোধনের জন্য তিনটি জিনিসের প্রয়োজন। প্রথমত, নিয়ত-শক্তি, যার ফলে সে বড় বড় কাজ করার যোগ্যতাসম্পন্ন হতে পারে। জ্ঞানের প্রসারতা, যা জ্ঞানের একটি অংশ, তা এটি অনুভব করে যে, কোন্‌টি ভুল আর কোন্‌টি সঠিক। সঠিক জিনিসের প্রতি সমর্থন জানানো এবং এর ওপর আমল করার জন্য পূর্ণ চেষ্টা করতে হবে।

তৃতীয়ত, আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো যা কর্মক্ষমতা সম্পন্ন, তাদের নিয়ত-শক্তি অনুযায়ী পরিচালিত হয় এবং অবশ্যই তা খারাপ নিয়ত না হয়ে ভাল নিয়তের অনুসারী হয় এবং তার আদেশ যেন অমান্য না করে। কথাগুলো পাপমোচন করার জন্য এবং কর্মের সংশোধনের জন্য মৌলিক বিষয়। আমাদের নিজেদের নিয়ত-শক্তিকে সেই শক্তিশালী অফিসারের মত বানাতে হয়ে, যিনি আদেশ অনুযায়ী নিজের শক্তি, সামর্থকে নীতি অনুযায়ী চালাতে বাধ্য করে।"

মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, তবুও পাপ করে থাকে। আর যারা পাপ করে, আল্লাহ্ তাদের পরিত্যাগ করেন না। তারাও তো আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টি। যদি তারা তাদের হৃদয়ো গভীর অনুতাপ সহকারে আল্লাহ্ তা'লার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করে তবে তারও পাপ মুক্ত হতে পারে। কেননা, আল্লাহ্ বার বার ক্ষমাকারী।

মহান আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে পাপের পথে নয়, পুণ্যের পথে অগ্রগামী করুন, আমীন।

হুয়াশ্ শাফী
HOWASHAFI
পুরাতন ও জটিল রোগের হোমিও চিকিৎসা করাতে চাইলে

আপনারা ডাক, টেলিফোন অথবা ই-মেইলের মাধ্যমে রোগের বিবরণ জানিয়ে ব্যবস্থাপত্র নিতে পারেন। ই-মেইল করার সময় অবশ্যই ইংরেজী অথবা উর্দূতে লিখতে হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা :

Dr. Rana Saeed A Khan
4, Kings Wood Avenue, Thornton Heath
Surrey, CR7 7HR

Tel: 00447878760588 (Mobile) Res:00442080904449
Email: howashafi313@gmail.com
Website:www.alislam.org/howashafi

তেরগাতী ভ্রমণ ও কিছু কথা

আলহাজ্ব এ, এস, এম, ওয়াহিদুল ইসলাম

পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ঈদের পরদিন (৩০/০৭/২০১৪ ইং) আমার ছোট ভাই সৈয়দ মোহাম্মদ মহিদুল ইসলাম (কায়েদ, ম, খো, আ, তেজগাঁও), মিরপুরের রাসেল সাহেবের পরিবার এবং সম্বন্ধী সৈয়দ জাফর আহমদ সাহেবের পরিবারসহ প্রথমে বি. বাড়ীয়া এবং পরে তেরগাতী ভ্রমণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। বি,আর, টি, সি, এসি বাসে বারটি টিকেট কাটি। রাসেল সাহেব বললেন, একজন মেহমান আসার কথা ছিল, কিন্তু তিনি আসবেন না তাই এগারটি টিকেট হলেই চলবে। তখন আমার ছোট ভাই একটি টিকেট বিক্রী করে দেয়।

আমি জানতে চেয়েছি কার কাছে বিক্রী করেছ। যাকে দেখালো তাকে দেখে বেশ ভক্তি আসলো। দৈহিক গড়ন তেরগাতির প্রেসিডেন্ট-এর মতো লম্বা, মাথায় টুপি এবং পোষাকও একই রকম। লোকটির সাথে সামান্য সৌজন্য মূলক কথা হয়। মনে মনে বলি লোকটিকে তবলীগ করতে হবে, দ্রুত ব্যাগ থেকে দুটি বই বের করে আমার কাছে রাখি যেন লোকটিকে বইগুলো দিতে পারি। বাস এসে গেছে। লোকটিকে বসতে বললাম। তিনি বললেন আপনারা আগে বসে নিন, তারপর আমি বসবো। লোকটি বয়স্ক হলেও অত্যন্ত ভদ্র এবং বিনয়ী। আমার কাছে লোকটিকে দেখে আহমদী সদস্যদের মতো মনে হয়। তাঁর গন্তব্য স্থান ভৈরব। মোটামুটি বুজর্গ ব্যক্তি বলেই মনে হয়। আমার ছোট ভাই তাঁর পাশে বসেছে। আমি তার সামনের সিটে বসি স্ত্রীর সাথে। আমার ছোট ভাইও তবলীগ করে, কিন্তু সেদিন তাঁর তবলীগ করার তেমন আকর্ষণ ছিলনা। ভদ্রলোক আমার ছোট ভাইয়ের কাছে জানতে চায় যে আমরা দেশের বাইরে থাকি কি-না। কারণ আমাদের মহিলাদের বোরকা পড়া এবং আমাদের সকলের ব্যবহার তাঁর কাছেও ভাল লেগেছে। তবলীগ করার কোন সুযোগ না পেয়ে আমি নিজেই বই দুটি আবার পড়া শুরু করি।

একটি হলো হুযূর (আই.) সিরিয়া বিষয়ক খুৎবা'র বই। আরেকটি হলো রংপুর অঞ্চলে আহমদীয়া বিরোধীদের পক্ষ থেকে প্রকাশিত "কাদিয়ানীরা অ-মুসলিম কেন?" পুস্তিকার জবাব। ইতিমধ্যে বাস ভৈরব এসে যায়। ভদ্রলোক নামার আগে তাঁকে সালাম দিয়ে বই দু'টি দেই। তিনিও বিনয়ের সাথে বই দু'টি নিয়ে আমার সাথে হ্যান্ডশেক করে বাস থেকে ভৈরব নেমে যান। বি. বাড়ীয়া পৌঁছে নামায মাগরিব এশা মৌলবী পাড়া 'মসজিদুল মাহদী' তে পড়ি।

মাওলানা সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ (রাহে.) এর কবর জিয়ারত করি। এর একদিন পর মাইক্রোবাস ভাড়া করে তেরগাতী'র উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করি। সাথে আরো একজন সদস্য বৃদ্ধি পায়, সে আমার শালা সৈয়দ মোজাফ্ফর আহমদ, জামেয়ার ছাত্র। সকালে নাস্তা করি উজান-ভাটি রেষ্টুরেন্টে। পড়ে কুলিয়ার চড় হয়ে রাস্তার দু'ধারের মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে দেখতে পৌঁছে যাই কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদি থানার তেরগাতী গ্রামে। পৌঁছে দেখি জুমুআর নামায শুরু হয়ে গেছে, দ্রুত যেয়ে ওযু করে বহু কষ্টে নামাযে দাড়িয়ে যাই। কারণ নামাযিদের তুলনায় মসজিদ অনেক ছোট। প্রেসিডেন্ট সাহেব জানালেন, এক সময় মসজিদ বড় মনে হয়েছিল, মানুষ কম ছিল, কিন্তু বর্তমানে তেরগাতী গ্রামে ছোট বড় আহমদী মিলিয়ে অনেক হয়েছে। তার মধ্যে অনেকেই বিদেশে থাকেন। মসজিদ কমপ্লেক্স এর জায়গা অনেক বড়। সুন্দর মোয়াল্লেম-কোয়াটার রয়েছে ডিশ এন্টিনাসহ।

নিয়মিত এম,টি,এ দেখার সুবিধা রয়েছে। রাতে খাবারের পর প্রেসিডেন্ট মোহতরম মোহাম্মদ সৈয়দ আনোয়ার আলী সাহেবের কাছে এই জামা'ত প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সম্পর্কে জানতে চাই।

তেরগাতী'র সৈয়দ বাড়ীর সৈয়দ আলী আকবার (পীর)-এর পুত্র সৈয়দ আমজাদ আলী (পীর), সৈয়দ আমজাদ আলী (পীর) সাহেবের এক পুত্র (সৈয়দ নুসরাত আলী পীর) এবং এক কন্যা (হযরত রইস উদ্দিন খাঁ-এর মা) সৈয়দ নুসরাত আলী পীর ছিলেন হযরত রইস উদ্দিন খাঁ-এর মামা। সৈয়দ নুসরাত আলী পীর এর ছেলে সৈয়দ আব্দুল আলী। সৈয়দ আব্দুল আলী'র চার ছেলে এবং তিন মেয়ে

১। সৈয়দ খুরশীদ আলী, ২। সৈয়দ মুজবেহীন আলী।, ৩। সৈয়দ মাহলাইল আলী (ক্লাশ নাইন এ পড়া অবস্থায় মারা গেছেন), ৪। সৈয়দ সুরুজ আলী (অল্প বয়সে মারা গেছেন)

সৈয়দ খুরশীদ আলী সাহেবের তিন ছেলে এবং তিন মেয়ে–

১। সৈয়দ মোবারক আলী (অল্প বয়সে মারা গেছেন), ২। সৈয়দ আনোয়ার আলী (বর্তমানে তেরগাতী জামা'তের পঞ্চম প্রেসিডেন্ট), ৩। সৈয়দ আঙ্গুর আহমেদ (অল্প বয়সে মারা গেছে),

তিন মেয়ে–

১। সৈয়দা শামসুন নাহার (অল্প বয়সে মারা গেছেন), ২। সৈয়দা শরীফা খাতুন (বর্তমানে জীবিত), ৩। সৈয়দা হামিদা খাতুন (অল্প বয়সে মারা গেছে)।

সৈয়দা শরীফা খাতুন (সৈয়দ আনোয়ার আলী, বর্তমানে তেরগাতী আ,মু,জা, প্রেসিডেন্ট-এর বড় বোন) তিনি মরহুম সৈয়দ মুজবেহীন সাহেবকে দেখেছেন। লম্বা ফর্সা সুদর্শন। নি:সন্তান মরহুম হযরত রইস উদ্দিন খাঁ (রা.) তাঁর মামাতো ভাই সৈয়দ আব্দুল আলী'র কাছে তার চার ছেলের যে কোন একজনকে চেয়েছিল, যার ফলে ফুফাতো ভাই হযরত রইস উদ্দিন খাঁ সাহেবের অনুরোধে সারা দিয়ে সৈয়দ মুজবেহীন আলী সাহেবকে দেয়া হয়। সৈয়দ

মুজবেহীন আলী ছিলেন সৎ এবং ধার্মিক, এলাকায় তাকে সবাই ভাল চোখে দেখতো। তিনি হযরত রইস উদ্দিন খাঁ (রা.)-সাহেবের সংস্পর্শে এসে পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে গড়ে উঠেন এবং বয়আত গ্রহণ করে। সৈয়দ আব্দুল আলী সাহেব বিষয়টি জানতে পেরে হযরত রইস উদ্দিন খাঁ সাহেবের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। ছেলের ওপর তার রাগ ঝারতে চাইলে ছেলে সৈয়দ মুজবেহীন আলী কাদিয়ান চলে যায়। কাদিয়ান থেকে এসে পাগড়ী পড়া শুরু করে। তাঁর তবলীগে বড় ভাই সৈয়দ খুরশীদ আলী সাহেব বয়আত গ্রহণ করে। তারা দুই ভাই বনগ্রাম স্কুলে পড়াশুনা করতেন। কাদিয়ান থেকে এসে পিতাকে তিনি আর জীবিত পাননি।

উল্লেখ্য যে, তিনি দু'বার কাদিয়ান যান। তিনি এলাকায় ব্যাপক তবলীগ করেন। কৃষকদের জমি চাষের সময় পাশাপাশি হেঁটে হেঁটে ধৈর্য ধরে দিনের পর দিন তিনি তবলীগ করেন। সৈয়দ মুজবেহীন আলী নিয়মিত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাৎসরিক জলসায় যোগ দিতেন। ১৯৩০/১৯৩১ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জলসায় এসে মৌলবী পাড়া পুকুরে গোসল করতে নেমে হার্ট অ্যাটাকে তিনি মারা যায়। তাঁর কবর কান্দিপাড়া পূর্বের মসজিদের কাছে বড় কবরস্থানে, যেখানে বর্তমানে শুধু গয়ের আহমদীদেরকে কবর দেয়া হয়। তাঁর তবলীগ-এ তেরগাতী গ্রামের মরহুম আব্দুল করিম সাহেবের ছয় ছেলে বয়আত গ্রহণ করেন। তারা হলেন:

১। আব্দুল আজীজ মুনশী, ২। শাহ মোহাম্মদ মুনশী, ৩। আব্দুস সোবহান মুনশী, ৪। আব্দুল জব্বার মুনশী, ৫। আব্দুল মান্নান মুনশী, ৬। আব্দুর রহমান মুনশী

তেরগাতী জামা'তের প্রথম প্রেসিডেন্ট জনাব আব্দুল মান্নান মুনশী খুবই শিক্ষিত ছিলেন (এডভোকেট আনিসুর রহমান সাহেবের বাসায় থেকে পড়াশুনা করেন), দ্বিতীয় প্রেসিডেন্ট শাহ মোহাম্মদ মুনশী, তৃতীয় প্রেসিডেন্ট আব্দুর রহমান মুনশী (তার তবলীগ-এ আশে-পাশের আরো লোক বয়আত গ্রহণ করেন), চতুর্থ প্রেসিডেন্ট জনাব আব্দুল আমীন (আব্দুল আজীজ মুনশী'র বড় ছেলের ছেলে)। তাদের বংশধরের তিনজন বর্তমানে বাংলাদেশের জামেয়া আহমদীয়াতে পড়াশুনা করছে। পূর্বের মসজিদ প্রতিষ্ঠায় মরহুম আব্দুল করিম সাহেবসহ আরো কিছু গয়ের আহমদী জড়িত ছিল। তিনি এবং তার ছেলেরা এই মসজিদের ইমামতি করতেন। পরে যখন সকলে আহমদী হয়ে যায় তখন মসজিদ আহমদীদের হাতে এসে যায়। তেরগাতীর বর্তমান মসজিদের কাছেই ছিল সেই মসজিদ।

জুমআর নামাযের পর বিকালে চট্টগ্রামের অক্সিজেন হালকার প্রেসিডেন্ট আসে তেরগাতী প্রেসিডেন্ট-এর সাথে দেখা করার জন্য। সেদিন তাঁর আত্মিয়ের বিয়েতে তিনি তেরগাতী এসেছিল। এছাড়া চরসিন্দুর জামা'তের প্রেসিডেন্ট সাহেবের সাথেও দেখা হয়। পরদিন সৈয়দা শরীফা খাতুন-এর ছেলে জনাব সাখাওয়াত হোসেন (আঙ্গুর), আমার মামা শ্বশুরকে নিয়ে মটরসাইকেল এ যাই মরহুম হযরত রইস উদ্দিন খাঁ (রা.)-এর কবর জিয়ারত করতে, ধনকী পাড়া গ্রাম (মুমুরদীয়া ইউনিয়ন)-এ। উল্লেখ্য যে, আহমদীয়া ইতিহাসে মরহুম হযরত রইস উদ্দিন খাঁ (রা.)-এর গ্রাম: নাগেরগাঁও (মৌজা বনগ্রাম ইউনিয়ন) লেখা আছে। অথচ মরহুম হযরত রইস উদ্দিন খাঁ (রা.)-এর বাসস্থান, কবরস্থান ধনকী পাড়া গ্রাম (মুমুয়রদীয়া ইউনিয়ন)-এ পড়েছে। নানা বাড়ীও একই ইউনিয়ন তেরগাতী গ্রাম, মুমুরদীয়া ইউনিয়ন। মুমুরদীয়া ইউনিয়ন-এ সৈয়দ বাড়ী'র তালুকদারির চার শতাংশ'র ভাগ ছিল মরহুম হযরত রইস উদ্দিন খাঁ (রা.)-এর এবং তিনি তা নিয়েছিলেন (সম্ভবত নিজের জন্য এবং ধর্মের জন্য)।

আমি মরহুম হযরত রইস উদ্দিন খাঁ (রা.)-এর, কবরস্থান-এর কাছে দুই কৃষক এবং এক হিন্দু দুধ ওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করি তারাও বলেছে এটা ধনকী পাড়া গ্রাম (মুমুয়রদীয়া ইউনিয়ন)-এ পড়েছে। কবরস্থান-এর প্রায় একশ গজ দুরে নাগেরগাঁও গ্রাম শুরু (বনগ্রাম ইউনিয়ন), মরহুম হযরত রইস উদ্দিন খাঁ (রা.)-এর ঘরের পাশ ঘেঁষে নাগেরগাঁও গ্রাম শুরু (বনগ্রাম ইউনিয়ন)। কিন্তু তাঁর ঘর এবং কবরস্থান পড়েছে ধনকী পাড়া গ্রাম (মুমুরদীয়া ইউনিয়ন)-এ। সৈয়দ আনোয়ার আলী (বর্তমানে তেরগাতী জামা'তের পঞ্চম প্রেসিডেন্ট) একই কথা বলেছেন। আহমদীয়া ইতিহাস লেখকদের এ ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি বিষয়টি যাচাই বাছাই করে সংশোধন করার জন্য। মরহুম হযরত রইস উদ্দিন খাঁ (রাহে.)-এর কতবায় লেখা ছিল-

মরহুম হযরত রইস উদ্দিন খাঁ (রা.),
পিতা: মরহুম নযম উদ্দিন খাঁ
জন্ম: ১৮৬৩ থেকে ১৮৬৫ খ্রি.
বয়াত: সেপ্টেম্বর/অক্টোবর ১৯০৬ খ্রি:
মৃত্যু: সেপ্টেম্বর ১৯২১ খ্রি. (৪ আশ্বিন ১৩২৮ বঙ্গাব্দ)।

IT ACADEMY

৩য় তলা, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

আই টি একাডেমীর নতুন কোর্স
ওয়েবপেজ ডিজাইন
(HTML, CSS, Wordpress)

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর দারুত-তবলীগ কমপ্লেক্সে জামা'তের শিক্ষিত সদস্য/ সদস্যাদের কম্পিউটার শিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে একটি কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার (আই.টি একাডেমি) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। গত ৯ই ডিসেম্বর, ২০১১ তারিখে এটি উদ্বোধন করা হয়।

আমাদের বিশেষত্বঃ
১. দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী দ্বারা পরিচালিত
২. প্রত্যেকে শিক্ষার্থীর জন্য আলাদা কম্পিউটার
৩. ন্যুনতম কোর্স ফি
৪. মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের ব্যবহার
৫. সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা
৬. প্রত্যেক ক্লাশের পূর্বে লেকচার শিট প্রদান
৭. ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা
৮. কোর্স শেষে সার্টিফিকেট প্রদান

আমাদের কোর্স সমূহঃ
1. MS Office with internet
2. Hardware Maintenance and Troubleshooting
3. Web page Design
4. Graphich Design

ভর্তির যোগ্যতা ও ফিসঃ
১. ন্যুনতম এস.এস.সি পাশ,
২. ভর্তি ফি -৭০০.০০ টাকা।

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুনঃ

সৈয়দ খালেদ হাসান
প্রশিক্ষক, আইটি একাডেমি
মোবাইল ঃ ০১৭১২৫১২৪৬২
ই-মেইল ঃ itaamjb@gmail.com, khaleditacademy@gmail.com

মোহাম্মদ ইউনুস আলী
কায়েদ, মখোআ ঢাকা
ইনচার্জ, আইটি একাডেমি
মোবাইল ঃ ০১৭২৭৭৭৬৮৮৩
ই-মেইল ঃ mdyounus.ali@gmail.com

সংবাদ

জামেয়া আহমদীয়া লন্ডনের দুই ছাত্রের কুমিল্লায় সুভাগমণ উপলক্ষে বিশেষ তরবিয়তী সেমিনার

জামেয়া আহমদীয়া লন্ডন-এর দুইজন ছাত্র কুমিল্লায় সুভাগমন উপলক্ষে গত ১২ আগষ্ট, রোজ মঙ্গলবার বাদ এশা আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কুমিল্লার প্রেসিডেন্ট সাহেব-এর সভাপতিত্বে স্থানীয় জামে মসজিদে এক বিশেষ তরবিয়তী সেমিনারের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলওয়াত করেন শান্ত।

এরপর লন্ডন জামেয়ার তয় বছরের ছাত্র জনাব ফাতেহ আলম বক্তব্য রাখেন। তিনি তার বক্তৃতায় খলীফার সাথে একজন আহমদীর কি ধরণের সম্পর্ক হওয়া চাই সে সম্পর্কে আলোকপাত করেন। এরপর ফাইনাল বছরের ছাত্র জনাব আতায়ে রাব্বি হাদী বক্তব্য রাখেন। তিনি তার বক্তৃতায় বিশেষভাবে যে বিষয়টি তুলে ধরেন তা হলো যুগ খলীফা একজন আহমদীর জন্য কত ব্যকুল থাকেন। এছাড়া তিনি আরো বলেন, খলীফা সব সময় সবার জন্য দোয়া করেন, শত ব্যস্ততা থাকা সত্বেও তিনি আমাদের সবার খোঁজ খবর রাখেন। আমাদের উচিৎ খলীফার কাছে সব সময় দোয়ার পত্র দেয়া। আমাদেরকে খলীফার সাথে এক দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। খলীফার সাথে আমাদের সম্পর্ক যত দৃঢ় হবে ততই আমরা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করবো। এছাড়া হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা আমাদেরকে সরাসরি সব সময় শুনতে হবে। তিনি যে আদেশ করেন তা সাথে সাথে বাস্তবায়ন করতে হবে।

এরপর স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেব দোয়া পরিচালনা করেন। ছাত্রদের সাথে সফর সঙ্গী হিসেবে ছিলেন মওলানা শেখ মোস্তাফিজুর রহমান ও মাহমুদ আহমদ সুমন। সবার সাথে সালাম বিনিময় শেষে তারা ঢাকার উদ্দেশ্যে রৌনা দেন।

মওলানা জহির উদ্দিন আহমদ

নাসেরাতুল আহমদীয়া খুলনার সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ১৮/০৭/২০১৪ তারিখ শুক্রবার নাসেরাতুল আহমদীয়া খুলনার উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত জলসায় সভানেত্রী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তাহেরা মাজেদ (সেক্রেটারী নাসেরাত, লাজনা ইমাইল্লাহ্, খুলনা)। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত ও হাদীস পাঠ করে শোনান যথাক্রমে ফাতেহা দিশা ও সুরাইয়া ইসলাম।

দোয়া পরিচালনা করেন সভানেত্রী সাহেবা এবং নযম পেশ করেন লাবিবা আফ্রাদ। 'ইসলাম প্রচারে বিশ্ব নবী (সা.)-এর আদর্শ'-এ বিষয়ে আলোচনা করেন নাজিয়া সুলতানা। উক্ত অনুষ্ঠানে শিশুসহ মোট ৯ জন নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন।

তাহেরা মাজেদ রাফা

পবিত্র রমযানে শান্তিনগর হালকায় বিশেষ ইফতার

পবিত্র রমযান উপলক্ষ্যে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ঢাকার হালকা রামপুরা ও শান্তিনগরে তারাবীর নামায অনুষ্ঠিত হয়। এ দিনগুলোতে প্রত্যেক জায়গায় কুরআন নাযেরা শিখানো হয় ও দরস অনুষ্ঠিত হয়। সদর, আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে উভয় জায়গাতেই বিশেষ ইফতারের ব্যবস্থা ও দরস অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদ চাঁদার গুরুত্ব, চাঁদা আদায়ের পদ্ধতি ও অগ্রগতি, রমযান ও কুরআনের গুরুত্ব, হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবার গুরুত্ব, ইজতেমায়ী দোয়ার গুরুত্ব ও হালকার সদস্যদের সাথে কিভাবে যোগাযোগ বৃদ্ধি করা যায়, ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করে কর্মপদ্ধতি বাতলে দেয়া হয়।

প্রেসিডেন্ট, শান্তিনগর হালকা

মিরপুর জামা'তে নওমোবাঈন সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ১৪ জুন ২০১৪, রোজ শনিবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত মিরপুরের উদ্যোগে স্থানীয় জামে মসজিদে নওমোবাঈন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ গোলাম কাদের, নায়েব আমীর-২, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, মিরপুর। অনুষ্ঠানের শুরুতে কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মারুফ আহমদ ও নযম পাঠ করেন মৌলভী সুলতান মাহমুদ আনোয়ার। সভায় বক্তব্য রাখেন মৌলভী মোহাম্মদ সোলায়মান, জনাব মোসলেহ্ উদ্দীন এবং হাফেজ মৌলবি আবুল খায়ের। এতে ১৭ জন নওমোবাঈন সহ সর্বমোট ১০২ জন উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে নওমোবাঈন কারা, নওমোবাঈনদের করুনীয়, বয়আতের উদ্দেশ্য ও তা বাস্তবায়ন, ইত্যাদি বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখা হয়। সর্বশেষে নওমোবাঈনদের জন্য বিশেষ পর্ব "নওমোবাঈনদের অনুভূতি" এর ওপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। দোয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শেষ হয়।

মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম মিল্টন

লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরে তবলিগী অনুষ্ঠান ও নওমোবাঈন সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ০৬/০৮/২০১৪ তারিখ লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরের উদ্যোগে শাকোয়া হাটে এক তবলিগী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। প্রথমে কুরআন তেলাওয়াত করেন আমাতুস সামী এবং হাদীস পাঠ করেন মিলা পাটোয়ারী।

ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর প্রমাণ এবং নামায সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করেন বিলকিস তাহের, প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্, আহমদনগর। সূরা ফাতেহার তাৎপর্য ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতা সম্পর্কে আলোচনা করেন আমাতুস সামী। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পরিচিতি নিয়ে আলোচনা করেন মিলা পাটোয়ারী। দুপুরের খাবারের পর জেরে তবলীগদের জন্য-প্রশ্ন উত্তর পর্ব রাখা হয়। দোয়ার মাধ্যমে উক্ত অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে ৫৫ জন জেরে তবলীগ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও শাকোয়া হাটে নও মোবাঈন সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত সেমিনারে বয়আতের শর্ত, বয়আতের গুরুত্ব এবং নামায ও চাঁদা সম্পর্কে বক্তব্য রাখা হয়। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। এতে ১২ জন নওমোবাঈন ও ৪ জন লাজনা সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

নাজিয়া সুলতানা

লাজনা ইমাইল্লাহ্ চরসিন্দুরের ৬ষ্ঠ বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ৫ আগষ্ট রোজ মঙ্গলবার লাজনা ইমাইল্লাহ্ চরসিন্দুরের উদ্যোগে স্থানীয় জামে মসজিদে ৬ষ্ঠ বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয় সকাল ১০ টায় লাজনা ইমাইল্লাহ্ চরসিন্দুরের প্রেসিডেন্ট নূরুন্নাহার বেগম সাহেবার সভাপতিত্বে। ইজতেমা উপলক্ষে কেন্দ্র হতে সম্মানিত সদর সাহেবার প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আতিয়াতুল ওয়াহিদ ও খুরশিদ জাহান। অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন ডলি আহমদ। নযম পরিবেশন করেন ফাহমিদা হোসেন জেনী ও ফারিয়া হোসেন আভা। উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র প্রেসিডেন্ট সাহেবা। এরপর কেন্দ্র থেকে আগত মেহমানগণ লাজনা ও নাসেরাত বোনদের উদ্দেশ্যে নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতা নেন। ইজতেমার বিশেষ আকর্ষণ ছিল কুইজ প্রতিযোগিতা। সকলেই এতে অংশগ্রহণ করেন। সবশেষে পুরস্কার বিতরণ ও দোয়ার মাধ্যমে ৬ষ্ঠ বার্ষিক ইজতেমার কার্যক্রম সমাপ্ত হয়। এতে ২৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

ফারিয়া হোসেন আভা

সন্তান লাভ

গত ২৫/০৭/২০১ রোজ শুক্রবার সকাল ৭:৫০ মিনিট এর সময় আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এক পুত্র সন্তান দান করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ্। নবজাতকের দাদা জনাব আহমদ আলী মোল্লা, সুন্দরবন জামা'ত এবং নানা জনাব মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান, নায়েব সদর, মজলিস আনসারুল্লাহ্, বাংলাদেশ। নবজাতকের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ ও দীর্ঘজীবনের জন্য সকলের নিকট দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

এম এম জাকারিয়া ও সামিরা রাহাত মোহনা

শুভ বিবাহ

* গত ০৬/০৪/২০১৪ তারিখ মোছাঃ খাদিজা খাতুন, পিতা- মোহাম্মদ আরশাদ আলী বলিয়ানপুর, সোনাবাড়ীয়া, কলারোয়া, সাতক্ষীরা-এর সাথে মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান, পিতা- মোহাম্মদ শাহজাহান গাজী, দক্ষিণ খুঘরাকাঠি, কয়রা, খুলনার বিবাহ ৪০,০০০/- (চল্লিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১১৯২/১৪

* গত ৩০/০৫/২০১৪ তারিখ মরিয়ম সিদ্দিকা (ইভা), পিতা- মোহাম্মদ নুরুজ্জামান, ১৫/১ নিরালা আবাসিক এলাকা খুলনার সাথে মওলানা মোহাম্মদ রুহুল বারী, পিতা- ডাঃ মোহাম্মদ রহুল আমীন, ইসলামগঞ্জ-এর বিবাহ ১,৩০,০০০/- (একলক্ষ ত্রিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১১৯৩/১৪

* গত ১৮/০৬/২০১৪ তারিখ রোজিনা পারভিন, পিতা- আনিসুর রহমান শেখ, বড় ভেটখালী, যতীন্দ্রনগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরার সাথে নজিবুল্লাহ্ হুসাইন, পিতামৃত- আব্দুল সাত্তার খান, ঘড়িলাল, চরমুখ, কয়রা, খুলনার বিবাহ ৫৬,০০০/- (ছাপ্পান্ন হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১১৯৪/১৪

* গত ০৪/০৭/২০১৪ তারিখ ফাতেমাতুজ জোহরা, পিতা- মোহাম্মদ মোবাশ্বের হোসেন, যতীন্দ্রনগর, সাতক্ষীরার সাথে মাহমুদ আহমদ জুয়েল, পিতা- মোহাম্মদ জালাল আহমদ, দারুত তবলীগ, ঢাকার বিবাহ ১,০০,০০১/- (একলক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১১৯৫/১৪

* গত ২৮/০২/২০১৪ তারিখ নুরুন নাহার বেগম, পিতা- মাসুম মিয়া, শালশিড়ী, পঞ্চগড়-এর সাথে দুলু মিয়া, পিতা- হানিফ মিয়া, আহমদনগর-এর বিবাহ ৭২,০০০/- (বাহাত্তর হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১১৯৬/১৪

* গত ২৭/০১/২০১৪ তারিখ মোছাঃ হুব্বাতুল ওয়াহীদ নওশীন, পিতা- মাহমুদ আহমদ শরীফ, (মোয়াল্লেম) জগদল, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর-এর সাথে আশরাফুল হক সোহেল, পিতা- মোজাম্মেল হক আনসারী, বউবাজার, চট্টগ্রাম-এর বিবাহ ১,২০,০০০/- (একলক্ষ বিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১১৯৭/১৪

* গত ০২/০৫/২০১৪ তারিখ উর্মি আক্তার, পিতা- মোহাম্মদ ফজলে ওমর, গোয়াল পাড়া, ফুলতলা, পঞ্চগড়-এর সাথে রনি আহমদ, পিতা- মোহাম্মদ ওয়াহেদ মিয়া, গোয়ালপাড়া, ফুলতলা, পঞ্চগড়-এর বিবাহ ৭০,০০০/- (সত্তর হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১১৯৮/১৪

* গত ২১/০৩/২০১৪ তারিখ শারমিন আক্তার, পিতা- মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দীন, শিমরাইল কান্দি, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সাথে মোহাম্মদ ওসমান লস্কর, পিতা আব্দুল ওয়াহেদ লস্কর, ঘাটুরার বিবাহ ৩,০০,০০০/- (তিনলক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১১৯৯/১৪

* গত ২৫/০৭/২০১৪ তারিখ ডাঃ ইসরাত আফরোজ, পিতা- এ, এস, এম নাজিরুল ইসলাম, বুজুর্গবাসা, সাবগ্রাম, বগুড়ার সাথে মোহাম্মদ মহিবুল ইসলাম ভুঁইয়া, পিতামৃত- মফিজুল ইসলাম ভুঁইয়া, বাসুদেব, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিবাহ ১০,০০,০০০/- (দশলক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১২০০/১৪

* গত ২৫/০৭/২০১৪ তারিখ খুরশিদা খাতুন, পিতা-মৃতঃ রজব আলী, গ্রাম-শাবাতলা, বাঘাবাড়ী ঘাট, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ-এর সাথে মোবাশ্বের উর রহমান, পিতা- আহমেদুর রহমান, ৪নং বকশীবাজার রোড, ঢাকার বিবাহ ৩,০০,০০০/- (তনিলক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১২০১/১৪

* গত ২৫/০৭/২০১৪ তারিখ ছনিয়া চৌধুরী নিপা, পিতা- জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, চিত্রী, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সাথে ওসমান সরকার, ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিবাহ ২,২৫,০০১/- (দুইলক্ষ পঁচিশ হাজার এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১২০২/১৪

দৃষ্টি আকর্ষণ

পাঠক কলামে আপনিও অংশ নিন

পাঠকদের অংশগ্রহণে নিয়মিত প্রকাশ হচ্ছে 'পাঠক কলাম'। আগামী পাঠক কলামের বিষয়-

"ইসলামে পবিত্র কুরবানীর গুরুত্ব।"

আমাদের হাতে লেখাটি আগামী ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৪-এর মধ্যে পৌঁছতে হবে।

*** আপনার লেখা ৩০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।**

*** লিখতে হবে পৃষ্ঠার এক পাশে।**

*** লেখার নিচে লেখকের মোবাইল নম্বরসহ পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা দিতে হবে।**

বিঃ দ্রঃ পাঠকরা যদি কোন বিষয় নিয়ে নিজেদের পক্ষ থেকে পাঠক কলামে লিখতে চান তাও পাঠাতে পারেন।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা-

সম্পাদকঃ পাক্ষিক আহমদী
(পাঠক কলাম)
৪, বকশী বাজার রোড ঢাকা-১২১১
e-mail:
pakkhik_ahmadi@yahoo.com,
masumon83@yahoo.com

শোক সংবাদ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সাবেক সেক্রেটারী মাল এবং মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সাবেক কায়েদ দক্ষিণ আহমদীপাড়া নিবাসী প্রবীণ আহমদী জনাব ফরিদ আহমদ সাহেব গত ১৫ জুলাই ২০১৪ তারিখ রোজ মঙ্গলবার ৮৮ বছর বয়সে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে প্রিয় প্রভুর সান্নিধ্যে চলে যান, করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি সাত মেয়ে, দুই ছেলে, স্ত্রী, ৩৭ জন নাতি-নাতনী সহ অসংখ্য শুভাকাঙ্খী রেখে গেছেন।

মরহুম ফরিদ আহমদ সাহেব এর জন্ম ১৭ জানুয়ারি ১৯২৬ইং সন। তিনি ছিলেন একজন নিবেদিত-প্রাণ আহমদী। জীবনের বড় একটা সময় সিলসিলায়ে আহমদীয়ার খেদমতে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। প্রায় ২৫ বৎসর তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামা'তের সেক্রেটারী মাল ও ১৯৫৭-৬৩ পর্যন্ত মজলিসের কায়েদ এর দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৬৩ সালে বাংলাদেশের ইতিহাসের ৪৭তম সালানা জলসায় উগ্রবাদী গোষ্ঠীর আক্রমণের সময় তৎকালীন কায়েদ জনাব ফরিদ আহমদ সাহেব আহত হন। তাঁর পিতা মরহুম আব্দুর রহমান সাহেব বাংলাদেশের প্রথম সারির একজন আহমদী, যিনি হযরত সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ (রহ.)-এর হাতে বয়আত নেন। ১৯৮৭ইং সালে আহমদী পাড়াস্থ মসজিদ মোবারক মোল্লাদের দখলে যাবার পর অনেক দিন যাবত জনাব ফরিদ আহমদ সাহেবের বাড়িতে ওয়াক্তী নামায, জুমুআ ও ঈদের নামায হয়।

তিতাস নদীর পাড় ঘেঁষে বর্তমান আহমদী পাড়াস্থ জামা'তের নিজস্ব কবরস্থান নির্মাণে তাঁর অবদান, শ্রম ও ত্যাগ অবিস্মরণীয়। তিনি সৎ, ধার্মিক ও ন্যায়-পরায়ণ ছিলেন। বৃদ্ধকালে জামা'তের জন্য তেমনি দরদ ও আবেগ রাখতেন যা পূর্বে রেখেছিলেন। মৃত্যুর আগের শুক্রবারেও (৪/৭/১৪ইং) তিনি আহমদী পাড়াস্থ মসজিদ বায়তুল ওয়াহেদ-এ জুমআর নামায আদায় করেছেন। উল্লেখ্য, হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) খলীফা হওয়ার পূর্বে যখন বাংলাদেশে এসেছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গী আবুল আতা জলনধরী সাহেব সহ তাঁরা ফরিদ আহমদ সাহেব-এর বাড়িতে পদধুলি দিয়েছেন। জামা'তের খেদমতে তিনি নিজেকে সব সময় পেশ করে রেখেছিলেন এবং এক সৈনিকের ন্যায় তিনি কাজ করতেন।

মরহুম ফরিদ আহমদ সাহেব নিজ জীবদ্দশায় ওসীয়্যত আবেদনকারী ছিলেন। মৃত্যুর পর তাঁকে আহমদী পাড়াস্থ জামা'তের নিজস্ব কবরস্থানে ওসীয়্যতকারীদের অংশে নামাযে জানাযা শেষে দাফন করা হয়। মরহুমের আত্মার মাগফিরাত, সকল উত্তরসুরিদের মধ্যে তাঁর অভাব পূরণ এবং তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করার জন্য আমরা পরিবারের পক্ষ থেকে আমি জামা'তের সকল ভাইবোনদের নিকট খাস দোয়ার আবেদন করছি।

শামীম আহমদ
মরহুমের কনিষ্ঠ ছেলে

* গত ২ আগষ্ট ২০১৪ খ্রীষ্টাব্দ রোজ শনিবার, সকাল ৭ ঘটিকায় ময়মনসিংহ জামা'তের সাবেক প্রেসিডেন্ট, প্রিন্সিপাল আজহার আলী খান সাহেব বার্ধক্যজনিত অসুস্থতা ও শ্বাস কষ্টে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বৎসর। তিনি দুই পুত্র ও ৪ কন্যা রেখে গেছেন।

তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাতের জন্য সকলের নিকট দোয়ার আবেদন করছি।

আনোয়ার উদ্দিন খান মাহমুদ
মরহুমের ছোট ছেলে

লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরে রমযান মাসে কুরআন ও উর্দু ক্লাস অনুষ্ঠিত

লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরের উদ্যোগে রমযান মাসে প্রথম রমযান থেকে ২০মে রমযান পর্যন্ত কুরআন ক্লাস ও উর্দু ক্লাসের আয়োজন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। প্রতিদিন সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত ক্লাস চলে। এছাড়া পবিত্র রমযানে কুরআন খতম করেন মোট ৩০ জন লাজনা ও নাসেরাত। উক্ত উর্দু ক্লাসে প্রতিদিন ১৬ জন ও কুরআন ক্লাসে ৪৬ জন উপস্থিত ছিলেন এবং হালকাগুলোতে প্রতিদিন প্রায় সকল লাজনা ও নাসেরাত তারাবী নামায আদায় করেছেন।

নাজিয়া সুলতানা

লাজনা ইমাইল্লাহ্ উথলির নাসেরাত দিবস উদযাপিত

গত ২৮/০৬/২০১৪ তারিখ শনিবার নাসেরাত দিবস পালিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতেই লাজনা ইমাইল্লাহ্ উথলির প্রেসিডেন্ট সেলিনা আক্তার দোয়া পরিচালনা করেন। তারপর আহাদ নামা পাঠ, কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠ করেন নাসেরাতগণ। এই অনুষ্ঠানে সর্বমোট ১১ জন নাসেরাত অংশগ্রহণ করেন। এতে কুরআন তেলাওয়াত, নযম, বক্তৃতা, খেলাধূলা, ও লিখিত পরীক্ষা নেয়া হয়। অনুষ্ঠানে বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহ্ প্রেসিডেন্ট ও নাসেরাত সেক্রেটারী। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন ফারজানা বিবি। বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার তুলে দেন প্রেসিডেন্ট সাহেবা। পুরস্কার বিতরণ শেষে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

তানজীরা রহমান

আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ

(এমটিএ-তে সম্প্রচারিত)

হুযূর আনোয়ার (আই.) প্রদত্ত জুমুআর খুতবার সারমর্ম।

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত শুক্রবার (২২ আগষ্ট, ২০১৪) লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে জুমুআর খুতবা প্রদান করেন।

হুযূর (আই.) বলেন, আগামী শুক্রবার (২৯ আগষ্ট ২০১৪) থেকে যুক্তরাজ্য জামা'তের বার্ষিক জলসা আরম্ভ হচ্ছে, ইনশাআল্লাহ্।

এই জলসা কোনো সাধারণ সম্মেলন নয় বরং খোদার নির্দেশে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রবর্তণ করেন। তাই যারা কেবলমাত্র খোদার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এই মহতি জলসায় যোগদানের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত হতে ছুটে আসেন তাদের আদর-আপ্যায়নের প্রতি আয়োজকদের বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

যুগ খলীফার এখানে অবস্থানের কারণে ইউকের জলসা আন্তর্জাতিক জলসায় রূপ নিয়েছে, বিভিন্ন জাতি, রঙ-বর্ণ, শ্রেণী ও পেশার মানুষ এখানে আসেন, তাদের প্রত্যেকের স্বভাব ও অভ্যাস ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে, তাই ব্যবস্থাপক এবং কর্তব্যরতদের দায়িত্ব হবে বুদ্ধিমত্তার সাথে, হাসিমুখে সবাইকে সাদর সম্ভাসন জানানো এবং নিঃস্বার্থভাবে তাদের সেবা করা। তাদের জন্য শান্তি, নিরাপত্তা এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সর্বোত্তম বিধান করতে হবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, অতিথির হৃদয় কাঁচের মত ভঙ্গুর হয়ে থাকে, একটু আঘাতেই তা ভেঙ্গে যেতে পারে। তাই সবার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে হবে। অতিথির একটি অধিকার আছে, আর যারা শুধুমাত্র খোদার খাতিরে তাঁর মাহদীর ডাকে সাড়া দিয়ে এই জলসায় এসেছেন তাদের অধিকার প্রদান করা খুবই পুণ্যের কাজ। আমাদের জামা'তের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সবাই নিঃস্বার্থভাবে এবং হাসি মুখে মসীহ্‌র অতিথিদের সেবা করবে এবং তাঁর দোয়ার উত্তরাধিকারী হবে, এটিই আমার প্রত্যাশা।

এরপর হুযূর বলেন, **বহির্বিশ্ব থেকে যেসব অতিথি আসবেন তারা শুধু জামা'তেরই অতিথি নন, বরং তারা যুক্তরাজ্যে বসবাসরত প্রত্যেক আহমদীর অতিথি। কাজেই, এখানে বসবাসকারী সকল আহমদীকে হাসিমুখে এসব অতিথির সেবা করতে হবে।** যেভাবে বাড়ীতে আপনজন বা নিকটাত্মীয় এলে আমরা আনন্দিত হই সেভাবেই আমাদেরকে জলসায় আগত অতিথিদের বরণ করতে হবে।

হুযূর বলেন, আজ আহমদীয়া জামা'তের সদস্যরা ছাড়া বিশ্বের অন্য কোথাও শুধুমাত্র ধর্মের কারণে এত দূর-দূরান্ত হতে মানুষ সফর করে না। আহমদীদের হৃদয়ে খেলাফতের প্রতি যে গভীর ভালবাসা রয়েছে তা দেখে আমি অভিভূত হই। তারা এখানে জলসার আধ্যাত্মিক কল্যাণের পাশপাশি যুগ খলীফার সঙ্গে একান্ত সাক্ষাতেরও সৌভাগ্য লাভ করেন। আর তাদের চোখে আমি খলীফার প্রতি যে আকর্ষণ ও ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বস্ততা দেখি তা ভাষায় প্রকাশ করার নয়।

হুযূর (আই.) বলেন, জলসার কাজে নিয়োজিত সকল কর্মী মনে রাখবেন, আমাদের স্বেচ্ছাবেকরা আপন-পর সকল অতিথির দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়। এমনকি আমাদের ছোট ছোট ছেলেরা যারা জলগাহে পানি পান করিয়ে বেড়ায় তাদের এই কাজও অতিথিদের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে এবং এটি একটি নীরব তবলীগের ভূমিকা রাখে। কাজেই নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে অধিক সতর্ক হোন।

হুযূর বলেন, নিরাপত্তার বিষয়ে এখন থেকেই সংশ্লিষ্ট বিভাগকে সতর্ক হতে হবে। প্রচার-প্রসার ছাড়াও জামা'তে আহমদীয়া যেহেতু ইসলামের ওপর যেসব আক্রমন করা হয় এর উত্তর দিয়ে থাকে তাই প্রতিনিয়ত আমাদের বিরোধিতাও বাড়ছে। জামা'তের উন্নতির পাশাপাশি হিংসুক হিংসার অনলে জ্বলছে এবং জামাতের ক্ষতি করার চেষ্টা করছে তাই নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বাড়তি সতর্কতা আবশ্যক।

এরপর হুযূর মহানবী (সা.) এবং তাঁর নিষ্ঠাবান সেবক হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ও তাঁদের সাহাবীদের অতিথিসেবা সম্পর্কিত বিভিন্ন ঈমান উদ্দিপক ঘটনা বর্ণনা করে এই আদর্শ শিক্ষা যাতে আমরাও জলসায় আগত অতিথি সেবার ক্ষেত্রে অবলম্বন করতে পারি সেজন্য দোয়া করেন।

সবশেষে হুযূর (আই.) সকল কর্মীকে এবং জামা'তের সকল সদস্যকে জলসার সার্বিক সফলতার জন্য দোয়ার অনুরোধ জানান।

হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৫ আগষ্ট, ২০১৪ জুমুআর খুতবার সারমর্ম।

হুযূর (আই.) বলেন, যুগে যুগে আল্লাহ্ মানুষকে আধ্যাত্মিকভাবে নবজীবন দানের জন্য স্বীয় নবীদেরকে প্রেরণ করেছেন। যেমনটি তিনি কুরআনে বলেছেন, "*হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের ডাকে সাড়া দাও যখন সে তোমাদেরকে জীবিত করার উদ্দেশ্যে আহ্বান জানায়।*"

নবীগণ যুগের আদর্শ হয়ে থাকেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-ও মানুষের মাঝে আধ্যাত্মিক-জীবন সঞ্চারের জন্য প্রেরিত হয়েছেন। আর তিনি হচ্ছেন মানবজাতির জন্য সর্বোত্তম ও পরিপূর্ণ আদর্শ। যেমনটি হযরত আয়শা (রা.) বলেছেন, তোমরা কি কুরআন পড়নি, কুরআনের শিক্ষাই ছিল মহানবীর জীবনচরিত। তিনি ছিলেন বিশ্ববাসীর জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ। তাঁর আনুগত্যে মানুষ খোদাপ্রেমী মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন, তোমরা যদি এই রসূলের আনুগত্য করো, তাহলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালবাসবেন। কাজেই সবার উচিত রসূলের ডাকে সাড়া দিয়ে নিজের ভেতর আধ্যাত্মিক প্রাণ সঞ্চার করা।

কিন্তু এমন এক রসূলের অনুসারী হওয়ার দাবী করা সত্ত্বেও বর্তমানে নামধারী আলেম ও তাদের সহচরদের কার্যকলাপ দেখে মানুষ প্রশ্ন করে যে, ইনি কেমন রসূল? ইনি কীভাবে মানুষকে জীবন দান করেন? ওনার অনুসারীরা তো মানুষের জীবন বিনাশ করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে?

হুযূর বলেন, এর উত্তরে আমি তাদেরকে বলি, এমন এক ভয়াবহ যুগের কথা পবিত্র কুরআনে পনেরশত বছর পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। এথেকে মুক্তির জন্য শেষযুগে রসূলের এক নিষ্ঠাবান দাসের আগমনের কথা রয়েছে। বলা হয়েছে, তিনি এবং তাঁর জামাত হবে রসূলের আদর্শে অনুপ্রাণিত। তাঁরা হবেন সাহাবী সদৃশ।

খোদার এই বাণী সত্য প্রমাণিত হয়েছে। শেষ যুগে সেই প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ এসে গেছেন। এখন তিনি এবং তাঁর জামাতই সত্যিকার ইসলামী-শিক্ষা ও আদর্শের ধারক ও বাহক। আজ যারা সত্যিকার অর্থে তাঁকে মানে, তারা এক নবজীবন লাভ করে।

হুযূর বলেন, আজকের যুগে আপত্তিকারীদের আপত্তি খন্ডন করার জন্য আমরা বিভিন্ন ভাবে কাজ করছি। আর ইসলামী শিক্ষা বিশ্বময় প্রচারের লক্ষ্যে বিভিন্ন পন্থা ও রীতি অবলম্বন করেছি। কিন্তু প্রচার মাধ্যম আমাদের কথায় তেমন একটা কর্ণপাত করে না, বরং তারা নেতিবাচক সংবাদ প্রচারেই বেশি উৎসাহী।

তিনি আরো বলেন, সম্প্রতি বিবিসি আমার একটি সাক্ষাতকার গ্রহণ করেছে। এর মধ্য হতে কিছু অংশ প্রচার করেছে আর কিছু করবে। এতে তারা যে মন্তব্য করেছে তা হলো, এই জামাত ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা উপস্থাপন করছে বলে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষ এই জামাতভুক্ত হচ্ছে।

হুযূর বলেন, মহানবীর আদর্শ ও শিক্ষায় কোন খুঁত নেই। খুঁত থাকলে তা রয়েছে নামধারী আলেম-উলামা ও তাদের অনুচরদের মাঝে। কাজেই, এদের আচার-আচরণ ও কর্মকান্ড দেখে ইসলাম সম্পর্কে নেতিবাচক মন্তব্য করা কোনভাবেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

ইসলামী শিক্ষার ভেতর প্রাণসঞ্চারী বৈশিষ্ট্য না থাকলে অন্যান্য ধর্মের মত ইসলামও অনেক আগেই ধ্বংস হয়ে যেত। কিন্তু খোদা নিজ কৃপায় এ যুগে তাঁর মনোনীত দাসকে প্রেরণ করেছেন। তাঁর মাধ্যমে মানুষকে আধ্যাত্মিক জীবন দান করেছেন এবং এখনও করছেন। খোদা এই আধ্যাত্মিক জীবন দানের ধারা বহাল রাখার জন্য খিলাফত ব্যবস্থা প্রবর্তণ করেছেন। কোন মানুষ নিজ থেকে খলীফা হতে পারে না। কেননা, খলীফা মনোনীত করা খোদার কাজ, আর খোদার সাহায্য ছাড়া এ ব্যবস্থাপনা উন্নতি করতে পারে না।

খিলাফতের মাধ্যমেও মানুষ সত্যের দিশা পাচ্ছে। খিলাফত মানুষের মাঝে আধ্যাত্মিক-প্রাণ সঞ্চার করে, মানুষের প্রাণ কেড়ে নেয় না।

এরপর হুযূর (আই.) বর্তমান যুগে যেসব মানুষ এই আধ্যাত্মিক ব্যবস্থাপনার অধীনে খোদার নৈকট্য লাভে ধন্য হয়েছেন, তাদের কয়েকজনের বিবরণ তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, সত্য গ্রহণ করলে বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়, বিপদাপদ দেখা দেয়, আপন-পর সবার তিরস্কার ও হাসি-বিদ্রুপ শুনতে হয়। কিন্তু সত্যবাদীরা জানে যে, খোদার জন্য এই বিপদ কোন ব্যাপারই না। কেননা, সকল নবীর যুগেই বিরোধিতা হয়েছে এবং তাদেরকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করা হয়েছে।

হযরত ঈসা (আ.)-এর অনুসারীদেরও প্রায় তিনশ বছর কষ্ট সইতে হয়েছে, পাহাড়ের গুহায় লুকিয়ে প্রাণ ও ঈমান রক্ষা করতে হয়েছে। অবশেষে রোমান শাসকের ঈমান আনার মাধ্যমে তাদের বিজয় অর্জিত হয়। অনুরূপভাবে এ যুগের মসীহ্‌র অনুসারীদেরও পাহাড়ের মত সুদৃঢ় ঈমানের অধিকারী হতে হবে। মধ্যবর্তী বিরোধিতা সাময়িক কষ্টের কারণ হলেও প্রতিশ্রুতি অনুসারে চূড়ান্ত বিজয় আমাদেরই।

আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে নিজ নিজ ঈমান ও বিশ্বাসের সুরক্ষা করার তৌফিক দিন, আর চূড়ান্ত বিজয়-যাত্রায় নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের তৌফিক দিন।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) মানুষের মাঝে আধ্যাত্মিক-জীবন সঞ্চারের জন্য প্রেরিত হয়েছেন। আর তিনি হচ্ছেন মানবজাতির জন্য সর্বোত্তম ও পরিপূর্ণ আদর্শ। যেমনটি হযরত আয়শা (রা.) বলেছেন, তোমরা কি কুরআন পড়নি, কুরআনের শিক্ষাই ছিল মহানবীর জীবনচরিত। তিনি ছিলেন বিশ্ববাসীর জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ। তাঁর আনুগত্যে মানুষ খোদাপ্রেমী মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, যুক্তরাষ্ট্রে পবিত্র ঈদুল ফিতর উদযাপন

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, যুক্তরাষ্ট্র গত ২৯ জুলাই মঙ্গলবার পবিত্র ঈদুল ফিতর উদযাপন করে।

মুসলমানরা রমযান মাসে ভোর রাত থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার থেকে বিরত থাকেন এবং এ মাসের শেষে আসে ঈদুল ফিতর। রমযানে সারা বিশ্বের মুসলমানদের লক্ষ্য থাকে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য অর্জন।

ঈদের দিন বিপুল সংখ্যক আহমদী পুরো যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন মসজিদ ও কমিউনিটি সেন্টারে ঈদের নামায পড়ার জন্য সমবেত হয়। যদিও মঙ্গলবার কাজের দিন, তারপরও তা আহমদীদের ঈদের নামাযে শামিল হওয়া থেকে বিরত রাখতে পারেনি। একজন ইমামের নেতৃত্বে ঈদের নামায পড়া হয়। এরপর ইমাম খুতবা প্রদান করেন। সাধারণত এ খুতবায় তিনি ঈদুল ফিতরের তাৎপর্য ও রমযানের সাথে ঈদের সম্পর্ক কি তা তুলে ধরেন। এছাড়া পাকিস্তান ও বিশ্বের অন্যান্য দেশের নির্যাতিত আহমদী ভাই-বোনদের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করা হয়।

কয়েকটি কেন্দ্র যেমন ক্যাপিটোল রিজিওন নিউ ইয়র্ক, হিউসটন, লস অ্যাঞ্জেলেস, শিকাগো, সিয়াটল, ডালাস ও সিলভার স্প্রিং এর মসজিদ ও বিশাল কমিউনিটি সেন্টার গুলোতে প্রায় হাজার সংখ্যক আহমদী ঈদের নামায আদায় করেন। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত যুক্তরাষ্ট্রের এই স্থানগুলোতে ৭০টিরও অধিক বৃহৎ জামা'ত রয়েছে। ঈদে যুক্তরাষ্ট্রের আহমদীরা তাদের সর্বোৎকৃষ্ট ও সবচেয়ে নতুন পোশাকটি পড়েন এবং পরিবার-পরিজন ও বন্ধু-বান্ধবদের সাথে ঈদ শুভেচ্ছা ও উপহার বিনিময় করেন।

আহমদী মুসলমানরা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সুন্নত অনুসারে একপথ দিয়ে ঈদের নামাযে আসেন ও ভিন্ন পথে মসজিদ ত্যাগ করেন। যুক্তরাষ্ট্রে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত অন্যতম একটি পুরনো ধর্মীয় সংগঠন। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে হযরত মুফতি মুহাম্মদ সাদিক সাহেব (রা.)'র মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত জামা'ত প্রায় একশত বছর ধরে ইসলাম ও শান্তির বাণী সমস্ত যুক্তরাষ্ট্রে প্রচার করে চলেছে। আমেরিকার বহু মানুষ আহমদীয়া জামা'ত সম্পর্কে জানেন ও সুধারণা পোষণ করেন। কেননা, মুসলিম্‌স ফর পিস, মুসলিম্‌স ফর লাইফ এন্ড মুহাম্মদ (সা.); এ ক্যাম্পেইন মেসেনজার অফ পিস -এই সংগঠনগুলোর অধীনে শান্তি প্রতিষ্ঠায় জামা'ত নিরন্তর প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

মজলিস আনসারুল্লাহ্ যুক্তরাজ্যের উদ্যোগে বার্ষিক চ্যারিটি ওয়াক অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের অঙ্গ সংগঠন মসলিস আনসারুল্লাহ্ যুক্তরাজ্য গত ৮ জুন, রবিবার একটি চ্যারিটি ওয়াক-এর আয়োজন করে, যা সারে কাউন্টির বাইতুল ফুতুহ মসজিদ থেকে আরম্ভ হয়। যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন দাতব্য সংস্থাকে আর্থিক সাহায্য দানের উদ্দেশ্যে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ৪র্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) ১৯৮৫ সালে এর সূচনা করেন। এতে যুক্তরাজ্যের সকল প্রান্ত থেকে জামা'তের আনসারগণ অংশ নিয়ে থাকেন।

অংশগ্রহণকারীরা পশ্চিম ইউরোপের সর্ববৃহৎ মসজিদ বাইতুল ফুতুহ্'তে সমবেত হন। যুক্তরাজ্য জামা'তের ন্যাশনাল আমীর জনাব রফিক আহমদ হায়াতের দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে এই চ্যারিটি ওয়াক আরম্ভ হয়।

১৬১৯ জন অংশগ্রহণকারী ২০টি বিভিন্ন দাতব্য সংস্থাকে আর্থিক সহায়তা দানের উদ্দেশ্যে এই পদযাত্রায় অংশ নেয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংস্থাগুলো হলো ব্রিটিশ হার্ট ফাউন্ডেশন, ম্যাকমিলন ক্যান্সার সাপোর্ট, রয়েল লন্ডন সোসাইটি ফর ব্লাইন্ড, এ্যাকশন ফর চিলড্রেন এবং হিউম্যানিটি ফার্স্ট। বেশ কিছু দাতব্য প্রতিষ্ঠান এই বিশেষ দিনটি উদযাপন উপলক্ষ্যে তাদের বাৎসরিক Calendar-হাইলাইট করে রাখে।

প্রায় ৫ ঘন্টা ব্যাপী যুবক ও বৃদ্ধের অংশগ্রহণে এই পদযাত্রা গন্তব্যে পৌঁছে। পদযাত্রা শেষে মসজিদ প্রাঙ্গনে মধ্যাহ্ন ভোজের বিশেষ ব্যবস্থা ছিল।

মজলিস আনসারুল্লাহ্ এই পদযাত্রার মাধ্যমে এবার দুই লক্ষ দশ হাজার পাউন্ড তহবিল সংগ্রহের একটি নতুন মাইল ফলক স্পর্শ করে।

২০টি বিভিন্ন দাতব্য সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ, Wimbledon-এর মেয়র জনাব লর্ড তারিক আহমেদ, সাটন কাউন্সিল মেয়র, Councillor Arthur Hookway, ওয়েলস এর সাংসদ জনাব মুহাম্মদ আসগর, মজলিস আনসারুল্লাহ্ যুক্তরাজ্যের সদর জনাব চৌধুরী ওয়াসীম আহমদ-এর উপস্থিতিতে যুক্তরাজ্য জামা'তের ন্যাশনাল আমীর জনাব রফীক আহমদ হায়াত এর সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হয় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে, মজলিস আনসারুল্লাহ্ যুক্তরাজ্যের সদর জনাব চৌধুরী ওয়াসীম আহমদ সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট পেশ করেন। তিনি চ্যারিটি ওয়াক-এ অংশগ্রহণকারী সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন, এছাড়া বিভিন্ন দাতব্য সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ সহ এই আয়োজনকে সফল করার জন্য যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, অর্থ সংগ্রহ করেছেন, তাদের সবাইকে তিনি ধন্যবাদ জানান।

যুক্তরাজ্য জামা'তের ন্যাশনাল আমীর জনাব রফীক আহমদ হায়াত বিজয়ীদের মাঝে মেডেল ও সার্টিফিকেট বিতরণ করেন। সকল অংগ্রহণকারী, বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দসহ এই ইভেন্টকে সফল করার পিছনে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, তাদেরকে তিনি ধন্যবাদ জানান এবং দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

আমেরিকার Ahmadiyya Muslim Youth Association (AMYA) প্রথমবারের মতো ওয়াশিংটন ডিসিতে Day on the Hill অনুষ্ঠানের আয়োজন

গত ৩০ মে, ২০১৪ আমেরিকার Ahmadiyya Muslim Youth Association (AMYA) প্রথমবারের মতো ওয়াশিংটন ডিসিতে Day on the Hill অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এই ঐতিহাসিক আয়োজনে সারা দেশ থেকে ২০০ এরও অধিক মুসলমান পুরুষ ও যুবক একত্রিত হয় আমেরিকার কংগ্রেস সদস্যদের সাথে Ahmadiyya Muslim Youth Association- এর পরিচয় করে দেওয়ার জন্য।

Ahmadiyya Muslim Youth Association- এর প্রতিনিধি এবং কংগ্রেস কর্মকর্তাদের মধ্যে ৫০টিরও বেশি ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের আয়োজন করা হয়। এই সাক্ষাৎকারগুলোতে সংগঠনটির জনকল্যাণ-মূলক প্রচেষ্টাসমূহ উল্লেখিত হয়। নতুন সংগঠিত Ahmadiyya Muslim Caucus-এর সহ-সভাপতি কংগ্রেস সদস্য জ্যাকি স্পীয়ার এবং কংগ্রেস সদস্য মাইক হোন্ডাকে নিয়ে একটি সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সংবাদ সম্মেলনে Ahmadiyya Muslim Youth Association-এর প্রেসিডেন্ট বিলাল রানা Capital Hill-এ সংগঠনটির আসার উদ্দেশ্য উল্লেখ করেন।

কংগ্রেস প্রতিনিধিদের সাক্ষাতকারের সময় AMYA-এর সদস্যরা Muslim Youth against Hunger campaign-এর বর্ণনা দেন। এই ক্যাম্পেইন গত কয়েক বছরে ১,৫০,০০০ ডলারেরও অধিক অর্থ তুলেছে এবং কয়েক হাজার লোককে খাওয়াতে সাহায্য প্রদান করেছে। ক্ষুধার কষ্টে যারা জর্জরিত, তাদেরকে খাওয়ানো AMYA-এর লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠেছে, যার সাথে একাত্মতা জানিয়েছেন কংগ্রেস সদস্য জ্যাকি স্পীয়ার। প্রেস সম্মেলনের পর, AMYA-এর যুবকরা বাইরে National Mall বলে পরিচিত এলাকায় জুমুআর নামায পড়ার জন্য একত্রিত হয়। এই ঐতিহাসিক পার্কটি ক্যাপিটাল ভবন ও Washington Monument-এর মাঝে অবস্থিত আর এটি ঐতিহাসিক ভাবে মার্চ অনওয়াশিংটনের ভেনু হিসেবে পরিচিত, যাতে মার্টিন লুথার কিং I have a dream বক্তৃতাটি দিয়েছিল।

National Mall-এ প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় যুব-সংগঠনটির ভাইস প্রেসিডেন্ট বশির রডনি উল্লেখ করেন যে, "আমরা আমেরিকার বিভিন্ন কংগ্রেশনাল জেলার Constituent হিসেবে এসেছি মুসলমান যুবকদের আওয়াজ জানাতে। বিশেষ করে আমরা আমাদের আমেরিকাকে আঁকড়ে ধরা অদম্য খাদ্য অনিশ্চয়তার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলছি"। তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) তাঁর অনুসারীদেরকে পথপ্রদর্শন করেছেন যেন আমরা আমাদের আচরণ, ব্যবহার ও চরিত্রকে এভাবে গঠন করি যাতে করে এই গুণগুলো "সংক্রামক ব্যাধির মতো" ছড়িয়ে পড়ে। তিনি (আ.) শিখিয়েছেন যে, আমাদের চরিত্রে এক ধরনের "দ্যুতি" ও "উজ্জ্বলতা" থাকা উচিৎ, যা থেকে "আকর্ষণ" সৃষ্টি হয়- এতটাই যে, অন্যরা আকৃষ্ট হয় এবং আমাদের নিকট টেনে আনে।

জুমআর নামাযের পর ওহাইওর ডা: মেহেদী আলী শহীদ সাহেবের গায়েবী জানাযা পড়ানো হয়, যাকে সম্প্রতি পাকিস্তানে তাঁর জনহিতকর ভ্রমণের সময় শহীদ করা হয়।

দিনটির ইতি টানা হয় Walk for Humanity ২০১৪ এর মাধ্যমে, যাতে খাদ্যদ্রব্যও সংগৃহীত হয়। মুসলমান যুবকেরা ওয়াকের চারপাশে তাদের প্রচেষ্টার ব্যাখ্যাকারী Flyer বিতরণ করে আর সাথে সাথে অপচনশীল খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করে, যেগুলো Capital area food Bank-এ দান করা হয়।

এই ঐতিহাসিক ঘটনা আমেরিকার Ahmadiyya Muslim Youth Association-এর প্রথম সম্মিলিত জাতীয় উদ্যোগ, যা তাদের রাজনৈতিক নেতাদের সাথে নিয়োজিত হওয়ার এবং তাদের সমাজসেবার উদ্যোগ তুলে ধরার প্রেক্ষাপট। আর এটা একটি চমৎকার সাফল্য হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

পর্দা সম্পর্কে খলীফাতুল মসীহ্-র দিক নির্দেশনা

পর্দা সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন, "বোরকা সম্বন্ধে সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, বোরকা যেন জাকজমক ও আরম্বড়পূর্ণ না হয়। বোরকার কাপড় যেন এমন না হয় যা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, আর এর কাপড় কাটা ও শেলাইয়ের সময় যেন লৌকিকতা অবলম্বন না করা হয়। বরং বোরকা যেন সাদামাটা কাপড় দিয়ে সাধারণভাবে শেলাই করে ঢিলে ঢালা করে তৈরী করা হয়, যাতে শরীরের গঠন বা কাঠামো গোপন থাকে। বোরকা এমনভাবে বানাতে হবে যাতে পর্দার প্রকৃত উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় এবং সর্বদা খেয়াল রাখতে হবে বোরকাই যেন লৌকিকতার কারণ না হয়ে দাঁড়ায়, আর দেহের গঠন যেন প্রকাশ না পায়।"

"আমি এ খুতবার মাধ্যমে ঐ সকল লোকদের– যারা নিজেদের স্ত্রীকে বেপর্দায় রাখেন তাদের তাকিদ দিচ্ছি এবং তাদেরকে স্বীয় ইসলামের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করছি। ...মিশ্র মজলিসে মেয়েদের যাওয়া এবং পুরুষদের সামনে নিজেদের মুখ অনাবৃত করা এবং তাদের সঙ্গে হেসে-হেসে কথা বলা ...এই সমস্তই নাজায়েজ কাজ। প্রয়োজনের সময় শরিয়ত তাদের কোন-কোন কাজের স্বাধীনতাও দান করেছে।

...কোন জটিলতাই এমন নয় যে, এর প্রতিকার শরিয়তে রাখেনি। কিন্তু এত বড় পুরস্কার দেয়া সত্ত্বেও যে খোদা তা'লা মানুষের সুবিধার জন্য সর্ব প্রকারের বিধান দিয়েছেন। যদি কোন ব্যক্তি পর্দা পরিত্যাগ করে তাহলে এর অর্থ সে কুরআনের অবমাননা করে। এরূপ মানুষের সাথে আমাদের কী সম্পর্ক থাকতে পারে? আমাদের জামা'তের মহিলা ও পুরুষদের জন্য এটা ফরজ যে, তারা যেন এরূপ আহমদী পুরুষ ও আহমদী নারীদের সাথে কোন সম্পর্ক না রাখেন।" (খুতবা জুমুআ, ৬ জুন ১৯৫৮)

"হয় পর্দা করতে হবে নয়তো জামা'ত ছেড়ে চলে যেতে হবে। কেননা আমাদের জামা'তের নিয়ম, কুরআন করীমের কোন আদেশ অমান্য করা যাবে না, হোক সেটা মৌখিক অথবা কার্যত, এরই মাঝে দুনিয়ার হেদায়াত ও নিরাপত্তা নির্ভরশীল।"

পর্দা সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) বলেন- "কুরআন তাদেরকে (আহমদী মহিলাদের) এই বলে পর্দার হুকুম দিয়েছে, হয় পর্দা করতে হবে নয়তো জামা'ত ছেড়ে চলে যেতে হবে। কেননা আমাদের জামা'তের নিয়ম, কুরআন করীমের কোন আদেশ অমান্য করা যাবে না, হোক সেটা মৌখিক অথবা কার্যত, এরই মাঝে দুনিয়ার হেদায়াত ও নিরাপত্তা নির্ভরশীল।" (আল ফযল, ২৫ নভেম্বর, ১৯৭৮)

তিনি নরওয়ের রাজধানী অসলোতে এক অনুষ্ঠানে বলেন- "যে মহিলারা পর্দা করা জরুরী মনে করে না তাদের কাছে আমার প্রশ্ন তারা পর্দা ত্যাগ করে ধর্মের কি সেবা করেছে? এখন কেউ কেউ বলে থাকে আমাদেরকে এখানে পর্দা না করার অনুমতি দেওয়া হোক, এরপর তারা বলবে আমাদেরকে অর্ধ উলঙ্গ হয়ে সমুদ্রে গোসল করার ও বালুতে শুয়ে থাকার অনুমতি দেয়া হোক। আমি বলবো এরপর তারা যেন দোযখে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে, তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে শাস্তি নাযেলের পূর্বে যেন তারা নিজে নিজেই ভাল হয়ে যায়।" (পর্দা প্রগতির দিশারী)

পর্দা সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) নসিহত করে বলেন, "বোরকার মাঝেও যেন কোন সীমাতিরিক্ত ফ্যাশন না করা হয়। প্রত্যেক সভায় আহমদী বাচ্চাদের মর্যাদা সম্পর্কে অবগত করুন, আমার বেশি বড় বড় কাজের দরকার নেই, শুধু এই কথাগুলোর উপর দৃষ্টি রাখুন–নামাযের অভ্যাস, পর্দার পাবন্দী, সন্তানদের তরবিয়ত ও বেপরোয়া ফ্যাশন থেকে বাঁচা, এ সকল বিষয়ের তদারকী করবেন। আপনাদের সততা থাকা উচিত। বাইরের পরিবেশের ক্ষেত্রে সন্তানদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখবেন।" (পাক্ষিক আহমদী, ১৫-৩১ ডিসেম্বর, ২০০৪)

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) কর্তৃক তাহরীককৃত দোয়াসমূহ

গত কয়েক দশক ধরে আহমদীরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিশেষভাবে পাকিস্তানে নির্যাতিত হয়ে আসছে। অন্যান্য দেশে এ অবস্থার পরিবর্তন হলেও পাকিস্তানে দিন দিন এ অবস্থা কঠিন রূপ ধারণ করছে। আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় সম্প্রদায়কে স্বাভাবিকভাবেই আল্লাহ্‌র প্রতি বেশী বিনত হতে হয়। গত ৩০ মে ২০১৪ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) পুনরায় পুরো জামাতকে দোয়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিম্নোল্লিখিত ১০টি দোয়া বেশী করে করার আহ্বান করেছেন।

১ সূরা ফাতিহা অধিক হারে পাঠ করা।

২ দরূদ শরীফ নিয়মিত পাঠ করা ।

৩ আল্লাহ্‌র পবিত্রতা এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি দরূদ সম্বলিত নীচের ইলহামী দোয়াটিও বেশী বেশী করা।

سُبۡحَانَ اللّٰہِ وَ بِحَمۡدِہٖ سُبۡحَانَ اللّٰہِ الۡعَظِیۡمِ
اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِ مُحَمَّدٍ

"সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলে মুহাম্মাদ"

অর্থঃ আল্লাহ্ অতীব পবিত্র এবং তিনি তাঁর সমস্ত প্রশংসাসহ বিরাজমান। আল্লাহ্ পবিত্র যিনি অতীব মহান। হে আল্লাহ! মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর বংশধরদের প্রতি আশিস বর্ষণ কর।

পবিত্র কুরআনের দোয়া

৪

رَبَّنَاۤ اَفۡرِغۡ عَلَیۡنَا صَبۡرًا وَّ ثَبِّتۡ اَقۡدَامَنَا وَ انۡصُرۡنَا عَلَی الۡقَوۡمِ الۡکٰفِرِیۡنَ

"রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাওঁ ওয়া সাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন।"

অর্থ: হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে অগাধ ধৈর্য দান কর এবং আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

৫

رَبَّنَا لَا تُزِغۡ قُلُوۡبَنَا بَعۡدَ اِذۡ ھَدَیۡتَنَا وَ ھَبۡ لَنَا مِنۡ لَّدُنۡکَ رَحۡمَۃً ۚ اِنَّکَ اَنۡتَ الۡوَھَّابُ

"রাব্বানা লা তুযিগ ক্বুলূবানা বা'দা ইয হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্‌হাব।"

অর্থ: হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শনের পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিয়ো না, আর তোমার নিজ সন্নিধান থেকে আমাদেরকে বিরাট রহমতের ভাগী কর, নিশ্চয় তুমিই সবচেয়ে বড় দাতা।

৬

رَبَّنَا اغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوۡبَنَا وَ اِسۡرَافَنَا فِیۡۤ اَمۡرِنَا وَ ثَبِّتۡ اَقۡدَامَنَا وَ انۡصُرۡنَا عَلَی الۡقَوۡمِ الۡکٰفِرِیۡنَ

"রাব্বানাগ ফিরলানা যুনূবানা ওয়া ইসরাফানা ফি আমরিনা ওয়া সাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কাউমিল কাফিরীন"

অর্থ: হে আমাদের প্রভু! আমাদের পাপ সমূহ ক্ষমা কর এবং আমাদের কাজ-কর্মে আমাদের বাড়া-বাড়ি ক্ষমা কর। আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দোয়া

৭

اَسۡتَغۡفِرُ اللّٰہَ رَبِّیۡ مِنۡ کُلِّ ذَنۡۢبٍ وَّ اَتُوۡبُ اِلَیۡہِ

"আসতাগফিরুল্লাহা রাব্বী মিন কুল্লি যামবিওঁ ওয়া আতূবু ইলাইহি।"

অর্থ: আমি আমার প্রভুর নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করছি।

৮

اَللّٰھُمَّ اِنَّا نَجۡعَلُکَ فِیۡ نُحُوۡرِھِمۡ وَ نَعُوۡذُبِکَ مِنۡ شُرُوۡرِھِمۡ

"আল্লাহুম্মা ইন্না নাজ্‌আলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম।"

অর্থ: হে আমার আল্লাহ! আমরা তোমাকে তাদের বক্ষদেশে স্থাপন করছি এবং তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দোয়া

৯

رَبِّ کُلُّ شَیۡءٍ خَادِمُکَ
رَبِّ فَاحۡفَظۡنِیۡ وَانۡصُرۡنِیۡ وَارۡحَمۡنِیۡ

"রাব্বি কুল্লু শায়ইন খাদিমুকা রাব্বি ফা'হফায্‌নী ওয়ানসুরনী ওয়ারহামনী ।

অর্থ: হে আল্লাহ্! সবকিছুই তোমার সেবায় নিয়োজিত। অতএবহে আমার প্রভু! তুমি আমার নিরাপত্তা বিধান কর আর আমাকে সাহায্য কর এবং আমার প্রতি দয়া কর।

১০

یَارَبِّ فَاسۡمَعۡ دُعَائِیۡ وَمَزِّقۡ اَعۡدَاءَکَ وَاَعۡدَائِیۡ وَاَنۡجِزۡ وَعۡدَکَ وَانۡصُرۡ عَبۡدَکَ وَاَرِنَا اَیَّامَکَ وَ شَھِّرۡلَنَا حُسَامَکَ وَلَا تَذَرۡ مِنَ الۡکَافِرِیۡنَ شَرِیۡرًا

"ইয়া রাব্বি ফাসমা' দুয়ায়ী ওয়া মায্‌যিক আ'দায়াকা ওয়া'দায়ী ওয়ানজিয ওয়া'দাকা ওয়ানসুর আব্‌দাকা ওয়া আরিনা আইয়ামাকা ওয়া শাহহিরলানা হুসামাকা ওয়ালা তাযার মিনাল কাফিরীনা শারীরা ।"

অর্থ: হে আল্লাহ্! আমার মিনতি শোন। আর তোমার ও আমার শত্রুকে ধ্বংস করে দাও, আর তোমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর, তোমার বান্দাকে সাহায্য কর আর তোমার নিদর্শন প্রকাশের দিন আমাদেরকে দেখাও। আর তোমার তীক্ষ্ণ তরবারির ঝলক আমাদেরকে দেখাও এবং অস্বীকারকারীদের মাঝ থেকে কোন বিদ্বেষীকে ছেড়ে দিয়ো না।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

"আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাব।"

ইলহাম-হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে বাংলায়
যুগ-খলীফা (আই.) প্রদত্ত জুমুআর খুতবা ও সময়োপযোগী নির্দেশনাসহ
অমূল্য পুস্তকাদি, প্রবন্ধ, পাক্ষিক আহমদী ও অন্যান্য প্রকাশনা
পড়তে, শুনতে ও দেখতে **log in** করুন:

www.ahmadiyyabangla.org

www.alislam.org
www.mta.tv

আসুন, আমরা নিজে দেখি-পড়ি-শুনি এবং অন্যদেরকে উৎসাহিত করি।

সৌজন্যে:

KENTO ASIA LTD
Garments & Buying House

KENTO STUDIOS
IT & Game Developer

Head Office: House No: 16, Road No: 13, Sector 3, Uttata, Dhaka-1230, Bangladesh.
Tel:+880-2-8912349, 8919547, Fax:+880-2-8913396
Factory: Plot No: B-32, BSCIC Industrial Estate, Tongi, Gazipur, Bangladesh.
Tel: +880-2-9815695, 9815696
E-mail: managing-director@kento.org, info@kento.org
Web: www.kento.org

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

হাড়-জোড়া, বাত-ব্যথা, স্পাইন এবং আঘাত জনিত রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

ডাঃ মোঃ গোলাম রহমান (দুলাল)
এমবিবিএস, ডি-অর্থো (পঙ্গু হাসপাতাল)
এমএস (অর্থো)
সহকারী অধ্যাপক, অর্থোপেডিক বিভাগ
সাহাবউদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
মোবাইল: ০১৭১২-০৯০৮২৬

চেম্বার :
ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার, বাড্ডা
বাড়ি নং- চ-৭২/১, প্রগতি স্বরণী, উত্তর বাড্ডা
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

সিরিয়ালের জন্য:
ফোন : +৮৮০ ২ ৮৮৩৫৫৫৬-৭
মোবাইল : ০১৮৩২-৮২০৯৫০

সময় : বিকেল ৫.০০টা থেকে ৮.৩০টা (শুক্রবার বন্ধ)
(বাড্ডা হোসেইন মার্কেটের বিপরীতে)

AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536

H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office	Bogra Office	Chittagong Office
Palbari More, New Khairtola	Kanas Gari, Sherpur Road	205, Baizid Bostami Road
Jessore. Tel : 67284	Bogra. Tel : 73315	Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

New Vol. No. 77 | 4th Issue

The Ahmadi
Fortnightly

31st August, 2014 Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

সেই ১৯৮৮ সাল থেকে

ধানসিড়ি রেস্তোরা

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১
নীচ তলা
রোড নং ৪৫, প্লট ৩২/এ, গুলশান- ২, ঢাকা- ১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৩২৩,
০১৯১৩৯৪১৩৯২, ০১৯১৯২৭১২৮৬

ধানসিড়ি খাবার
অর্কিড প্লাজা (তৃতীয় তলা)
(রাপা প্লাজার দক্ষিণ পার্শ্বে)
ধানমন্ডি, ঢাকা।
ফোন : ৯১৩৬৭২২, ০১৮১৯০৯৯০৩৫

"এছাড়া আমাদের আর কোথাও কোন শাখা নেই"
মান এবং পরিমাণের নিশ্চয়তায় ধানসিড়ি রেস্তোরা-১, ধানসিড়ি রান্না আপনার ঘরের রান্না

cta

CTA International Ltd.

CTA is your one-stop business entry point for outsourcing, sourcing and general business services in China & Bangladesh. A reliable business partner with the required technical & organizational expertise you need for successful business.

Ch. Tahir Ahmad
No.404, Building 02, Kebei Garden, Keqiao,
Shaoxing, Zhejiang, P.R.China
Telephone: +86-137-77323879
Fax: +86-575-84817780
E-Mail: ctahkg@gmail.com

House No.26, 2nd Floor, A2 & B2, Road # 02, Block-B,
Niketon Housing Society, Gulshan-01, Dhaka
Bangladesh.
Telephone: +880-1714-069952
E-Mail: contact.puma@gmail.com

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com